সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } বৈশাখ, ১২৯৬। { ১ম সংখ্যা।

ভূমিকা ও সম্পাদকের নিবেদন।

কালের কৌতূকাবহ ক্রীড়াভূমিতে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিবসে সৌর-সংক্রমণে শুভলগ্নে "সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার" জন্ম গ্রহণ করিল। ভাণ্ডার যেরূপ নানাবিধ রত্নের আকর, অল্প উজ্জ্বল, মহোজ্জ্বল প্রভৃতি নানাবিধ রত্নে শোভিত বা পরিপূরিত থাকে, ইহাও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বলতার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহুবিধ সাহিত্য-রত্নরাজিতে সুশোভিত বা পরিপূরিত থাকিবে। স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার অনন্ত অম্বর যেরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ উজ্জ্বল সুষমাধারী বহুবিধ দৃষ্টিসুখপ্রদ প্রভাপূর্ণ তারারত্নে দর্শকের মনোহরণ করে, এই "সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার" ও সেইরূপ বহুবিধ ভাবরঞ্জিত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। ভুক্ত অন্ন যেরূপ মানবদিগের ক্ষুধানল নিবৃত্তি ও দেহের বলবত্তা সাধন রূপ দ্বিবি
সেইরূপ পাঠকবৃন্দের কে
করিতে ক্ষমবান্ হউক।

আমাদিগের সর্ব্বকা

বিধান, আর্য্যগণের একটি প্রদর্শিত রীতি। আমরাও কার্য্যোদ্যমের পূর্ব্বে কার্য্যের বিঘ্নবিনাশার্থ গুরু আর্য্যনীতি অবলম্বনে ঈশ্বরকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার সহ সাহিত্য কাননে অবতরণ করিলাম। চিন্তন আমাদিগের পথপ্রদর্শক, ঈশ্বরানুগ্রহ আমাদিগের সহায়, আর মহানুভব পাঠকবৃন্দের কৃপাদৃষ্টিই আমাদিগের উৎসাহ। এক্ষণে এই ত্রিবিধ প্রবল সাহায্যে যদি আমরা সাহিত্য-রত্ন সংগ্রহে সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকোষের কথঞ্চিৎ পুষ্টি সাধন ও সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের অবসরসময়ে কথঞ্চিৎ সন্তোষ বিধান করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ ও সফল মনোরথ জ্ঞান করিব।

সখীর নিকটে রাধিকার মনোভাব প্রকাশ।

"কেন সখি! আঁখি তারে দেখিবারে চায়?——"

১

কেন সখি! আঁখি তারে দেখিবারে চায়,—
কি জ্বালা হইল সই,
মন জ্বলে কারে ক'ই
কাল জলে ছলে কালা হ'ল একি দায়!

২

হারাইনু মন সখি! যমুনা পুলিনে,
কেন যে গেলাম জলে,
মিলি যত সখী দলে,
হৃদি জ্বলে কূলে বুঝি দাঁড়াতে পারিনে।

৩

ঘরে থাকা হ'ল ভার সখীরে আমার—
সখি! গৃহ বিষপ্রায়,
তিষ্ঠিতে নারি হেথায়,
কৃষ্ণ বিনে রাধা হেথা দেখিছে আঁধার!

৪

হায় লো সরমে সখি! মরম বেদন,
নারী প্রকাশিতে নারি
কিন্তু সহি সহচরি!
আরো মনে হইতেছে দ্বিগুণ দহন,

৫

অলক্ষ্যে অন্তর কক্ষে বক্ষের মাঝারে,
ভীম রাগে অনুরাগ,
ধরি অনলের রাগ,
ধীরে ধীরে ধমনীরে তাপিছে আধারে।

৬

অনুরাগ অগ্নিকুণ্ড হৃদয়ে রাধার,
বাসনা স্ফুলিঙ্গ তায়
ছুটিছে তাপিতে কায়
জ্বলে কায় কব কায় কি জ্বালা আমার!

৭

বলি শুন তবে সই রাধার বেদনা,
কেন যে রাধার চিত,
সজনি! সদা তাপিত
কাতরে কহিলো, শুনি যেন লো হেস না।

৮

এক দিন হায় সখি! তপন যখন
অম্বরেতে ধীরে ধীরে
প্রশান্ত পদসঞ্চারে,
অস্তগিরি তুঙ্গ শিরে পাতিলা আসন;

৯

যখন মলয় মরি মানস মোহিয়ে,
ফুলকুল পরিমল
বিতরিল অবিরল,
ঘন ঘন ঘ্রাণামোদে মহীরে মাতায়ে।

১০

কালিন্দীর কাল জল তরঙ্গ বাসরে
করিতে ছিল লো খেলা
তরঙ্গ তুলিয়ে মেলা,
নাচিতে নাচিতে পুন মধুর সঞ্চারে।

১১

শাখি-শিরে পিকবর পঞ্চম ধরিয়া
গাইতে ছিল লো গান,
উদাস করিয়া প্রাণ,
বায়ু রঙ্গ রস হেরি আমোদে মাতিয়া।

১২

কুসুম ভূষণে সাজি প্রকৃতি যথন
ষোড়শী রূপসী রূপে,
মোহিতে প্রদোষ ভূপে,
পরিলা সীমন্তে সাধে ফুল আভরণ।

১৩

হায় লো সজনি! মম নয়নযুগল,
প্রকৃতির দৃশ্য নিতে
স্বভাবে সন্তোষ হ'তে,
সহসা কালিন্দীকূলে হইল অচল!

১৪

কি যে তথা হেরিলাম, কি কহিব আর,
এই মাত্র বলি সই,
আর ক'হ বা কি কই,
কূলে কুল অকূলেতে ভাসিল রাধার।

১৫

বিনোদ বঙ্কিম বপু হেরিনু যাহার
সেই হরে নিল মনে
জানি না জানে কেমনে
মজিনু সজনি! সুধু আঁখি দেখি তার!

১৬

হায়লো এ ব্রজে হেন বিনোদ মাধুরী—
আছে তা জানে না রাই,
কহলো সখি! সুধাই,
মদনমোহন রূপে কে সে বংশীধারী?

১৭

কে সে নব ঘন শ্যাম সুঠাম সুন্দর
অনঙ্গ বিলাস অঙ্গে
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে
মাথা রাকা শশী শোভা বদনে যাহার!

১৮

কহ লো তাহার তত্ত্ব শুনুক শ্রবণ
যদি কিছু জান তার,
কহ তাই বার বার
বিধুরা রাধার সই জুড়াও জীবন!

১৯

সজনি! চেন কি তারে? কে সে! মনোহর
বঙ্কিম নয়ন ঠারে
যার কাছে কাম হারে!
কামনা উথলে হেরি যাহার অধর।

২০

তার কথা, তার ধ্যান, তাহার স্মরণ,
বিনে সখি! কিছু আর
চিত চাহে না রাধার
আঁধার জগৎ বিনে তাঁর দরশন।

২১

সখিরে একিরে জ্বালা বালার হৃদয়ে,
এ জ্বালা বিষম সই!
বল না কেমনে সই!
বাসনার বিষ দাহে যাই যে জ্বলিয়ে!—

২২

জানি না চিনি না আমি কখন যাহায়
তিলেক আঁখিতে আঁখি
রাখিয়ে তাঁহার সখী
জনমের তরে আমি হারানু আমায়।

আর্য্যবীর—হরপাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোদাবরী-তীরে।

কে তুমি বীরেন্দ্র!—কার বংশধর?
কোন্ বীরপ্রসূ ভূমির রতন!
জাতীয় মমতা পূর্ণিত অন্তর,
রক্ষিলে দুর্ব্বলে করিয়ে যতন।

যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত, পাবন গঙ্গা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা প্রভৃতি স্রোতস্বতীগণ যাহার শ্যামলক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিতে সতত কুল কুল রবে প্রধাবিত হইতেছে, যাহার পাদপ, প্রান্তর, পর্ব্বত এবং সমতল ভূমির সুদৃশ্য দর্শনে দর্শকের মন প্রাণ বিমোহিত হয়, তাহার নাম উত্তর দাক্ষিণাত্য। যদিও এক্ষণে অনিবার্য্যগতি কালশাসনে পতিত হইয়া সেই উত্তর দাক্ষিণাত্য নবভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু ইহা এক সময়ে আর্য্যবীরদিগের বীরাভিনয়ক্ষেত্র ছিল। এক সময়ে ইহারই রাজা দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধভাগ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশ যখন ক্ষত্রিয়কুল-চূড়ামণি আর্য্যগণের করকবলিত ছিল, তখন ইহার প্রধান রাজধানী দেবগিরি নামে খ্যাত ছিল। দেবগিরি একটি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ; ইতিহাস পাঠকমাত্রেই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এরূপ আধার ছিল যে, ইহার শোভায় আকৃষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ টোগলক এক সময়ে তাহার নিজ রাজধানী দিল্লী ত্যাগ করিয়া এই স্বভাবের মনোরম ভাণ্ডারে তাহার রাজধানী স্থাপনে বাসনা করিয়াছিলেন। ইহার আধুনিক দৌলতাবাদ নামটি তাঁহারই প্রদত্ত। এই পূর্ব্বতন বীরপ্রসূ দেবগিরিই আমা-

অস্ত যাইত দেখিয়া শশধরও সত্বরপদে পূর্ব্বাম্বরে রজত কিরণ বিস্তার

করিতে উপস্থিত। নীলাকাশ নীলজলধি শ্যামল প্রকৃতি সকলেই অনুরাগে কৌমুদীরাগে রঞ্জিত হইল, কুমুদিনীও সে রাগে বিকসিত বদনে হাস্য করিল—শশিসন্দর্শনে সরসে হাস্য করিল। সন্ধ্যাসমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহে জগত বিমোহিত করিতে লাগিল। নব পল্লবিত, নব কুসুমিত পাদপগণ নব পরিমলে জীববৃন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

এই সময়ে দুইটি পথিক গোদাবরীর পশ্চিম দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সমতল ভূমির মধ্য দিয়া উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছিল। অগ্রগামী পথিকটি পুরুষ, পশ্চাতেরটি রমণী। অগ্রগামীর বয়স আনুমানিক ষষ্টি বর্ষ হইবেক। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি একজন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী। পরিধান গৈরিক বসন, স্কন্ধে গৈরিক উত্তরীয়, কক্ষে মৃগচর্ম্ম, দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল ও বাম হস্তে একটি কমণ্ডলু রহিয়াছে।

পশ্চাৎবর্ত্তিনীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ হইবে। রমণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, রূপের ছটায় সমতল ভূমি আলোকিত করিয়াছে, তাহার কৌমুদীমাখা মুখমণ্ডল নিরীক্ষণে অনুভব হয়, মনোভবও বাসনানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হন। তাহার আকর্ণবিস্তৃত নেত্র, সুচারু ভ্রুযুগল, নিতম্বলম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশকলাপ দেখিলে বোধ হয় বিধি যত্নে এ রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়া স্মরসোহাগিনী রতির দর্প চূর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছেন। রমণী যদিও সালঙ্কারা নহে, কিন্তু স্বভাবপ্রদত্ত সৌন্দর্য্যগুণে তাহার সুগঠিত অবয়ব এরূপ অলোকসামান্য লাবণ্য বিকাশ করিতেছিল যে, তাহাতে মুগ্ধ হয় না, এরূপ মানব জগতে অতি বিরল। তাহার পরিধেয় গৈরিক বসন, সুকোমল হস্তে ত্রিশূল, বিভূতি বিভূষিত দেহ দেখিয়া বোধ হয় যেন ভগবতী উমাদেবী আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছেন।

উভয়ে সমতল ভূমির মধ্য দিয়া এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড কাল গমন করিতেছেন, বনভূমি চতুর্দ্দিকে নীরব, সহসা কামিনীর কোকিলকণ্ঠ হইতে প্রশ্ন হইল,

"বাবা! বরুণগল আর কত দূর, আজি আমরা সেখানে উপনীত হইতে

...নী উত্তর দিলেন, "না মা! কাল মধ্যাহ্ন-

...ব, আজি আমরা গোদাবরীর পরপারে

এই সময়ে সমতল ভূমির পশ্চাৎ হইতে বহুসংখ্যক অশ্বপদধ্বনি তাঁহাদের

কর্ণে প্রবেশ করিল, চকিতে সন্ন্যাসী পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রমণীও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া সভয়ে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "বাবা! কাহারা আসিতেছে!"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মা! ভয় নাই উহারা বোধ হয় যবনসৈন্য।"

সন্ন্যাসীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে পঞ্চজন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ দ্রুতপদে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল এবং তন্মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কে যায়?" এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী প্রশ্নকারী আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। প্রশ্নকারী সন্ন্যাসীর পশ্চাৎবর্ত্তী রমণীকে দেখিয়া কহিল, "ওরে নকিব! দেখ দেখ হিন্দুর দরবেশের সঙ্গে কেমন একটা সুন্দরী বাঃ! দেখ্‌লে দেল খোস হয়।"

দ্বিতীয় সৈনিক উত্তর করিল, "সেখজি! চল না ওকে আমাদের হাকিমের কাছে নিয়ে যাই, কত বক্‌সিস মিল্‌বে, জান তো হাকিমের হুকুম ভাল মেয়ে মানুষ নিয়ে গিয়ে দিতে পাল্লেই শত স্বর্ণ মুদ্রা বক্‌সিস।"

প্রশ্নকারী সৈনিক নকিবের বাক্য শুনিয়া বিকৃত মুখভঙ্গীতে কহিল, "দেখ নকিব! আর আর যাকে পেয়েছি, অনেককে হাকিমকে দিয়েছি; এঁকে দিতে পাচ্চিনে, সবই কি হাকিমের ইজারা? এটা আমি নেবো। সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওরে কাফের! এ সুন্দরী তোর কে?" একে নিয়ে কোথা যাচ্ছিস! নকিব, ওকে ঘোড়ায় তুলে নাও।

সেখজির আজ্ঞামাত্র নকিব রমণীকে ধরিতে ধাবমান হইল। সন্ন্যাসী নকিব ও রমণীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিল, "বাবা আমি সন্ন্যাসী, এইটি আমার কন্যা, তোমরা রাজপুরুষ, তোমরা আমাদিগের উপর অত্যাচার করিও না। ভগবান্ তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন।"

নকিব ক্রোধে মেঘনির্ঘোষ স্বরে বলিল, "চুপরাও, কাফের হিন্দুর ভগবান্‌কে মানে কে!" এই বলিয়া রমণীর হস্তধারণ করিয়া অশ্বোপরি আরোহণ করাইতে উদ্যোগ করিল।

সন্ন্যাসী যবনের এই বিগর্হিত আচরণ দেখিয়া ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দেহ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রৌঢ় দেহে তরুণবলের সমাবেশ হইল। তিনি, "পাপিষ্ঠ যবন! আমার সম্মুখে আমার কন্যার দেহস্পর্শ!" এই বলিয়া হস্তস্থিত শূল দ্বারা নকিবকে ভীম আঘাত করিলেন। আঘাতে নকিব

ভূতলশায়ী হইল, তদ্দৃষ্টে সেখজি ক্রোধকষায়িত লোচনে সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করিল। সন্ন্যাসী একক,যবনেরা চারিজন,কিন্তু তথাচ সন্ন্যাসী নির্ভীক। তাঁহার ক্ষুদ্র ত্রিশূলমাত্রই সম্বল, তাহাতেই তিনি আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার ক্ষিপ্র শূল সঞ্চালনে তিনি যে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, এইরূপ রণকৌশল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সেখজী, সন্ন্যাসীকে পরাস্ত করিয়া রমণীকে হরণ করা সহজ নহে বোধ করিয়া পার্শ্বস্থ সঙ্গীকে কহিল,"আমি ইহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখি, তুমি রমণীকে লইয়া যাও।" আদেশমাত্র একজন সৈনিক,বলে যুবতীকে ধৃত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তুলিল। রমণী, রোদনে ঈশ্বর স্মরণে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যবনের এই দুঃসহ অত্যাচারদর্শনে সেখজির সহিত যুদ্ধ করিতে কতিতে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এমন সময় আর কি কেহই নাই যে যবনহস্ত হইতে নিঃসহায় হিন্দুবালিকাকে রক্ষা করে?" এই বাক্যটী বায়ু-পথে বিলীন হইবার পূর্ব্বে "কেন থাকিবে না" এই আশাপ্রদ বাক্যটি গম্ভীর স্বরে সমতলভূমি প্রতিধ্বনিত করিল। সহসা সমতলভূমে এই আশ্বাস-প্রদ উত্তর শ্রবণে সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইলেন;—কে এই বাক্য উচ্চারণ করিল, তাহাই জানিতে সন্ন্যাসী সোৎসুক নয়নে সমতল ভূমির চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চকিতমাত্র দেখিলেন, এক জন সশস্ত্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী রমণীহরণকারী সৈনিকের সম্মুখে উপস্থিত। অকূল অর্ণবপতিত মগ্নপ্রায় ব্যক্তি কূল দর্শন করিলে যেরূপ নিরাশ নিষ্পেষিত হৃদয়ে আশার আলোক দেখিতে পায়, সঙ্কটে পতিত সন্ন্যাসীও সেইরূপ বর্ম্মাবৃত বীরকে দেখিয়া নিরাশ নিপীড়িত হৃদয়ে আশা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে সেই বর্ম্মাবৃত বীরই তাহার প্রশ্নের উত্তর দাতা।

আগন্তুক মুহূর্ত্তমধ্যে রমণীবাহক সৈনিককে বিনাশ করিয়া সন্ন্যাসীর পার্শ্বে আসিয়া নগ্ন অসিহস্তে দুর্ব্বলের সহায়তা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার নগ্ন অসি শশিকরে মণ্ডলাকারে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীকে পশ্চাৎ রাখিয়া তিনি একাকী যবনদিগের সঙ্গে যুদ্ধে অপূর্ব্ব সমরকৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দণ্ডার্দ্ধের মধ্যে যবন সৈনিকেরা তাহার করাল কৃপাণে সেখজি ব্যতীত একে একে সকলেই নিহত হইল। বর্ম্মাবৃত বীরের দুর্দ্দম লক্ষ্যে প্রতি আঘাতেই এক এক জন যবনসৈন্য ধরাশায়ী হইল দেখিয়া সেখজি তখন জয়াশা দুরাশা বোধে দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

দেখিতে দেখিতে রণভূমি নীরব—পলক পূর্ব্বে যে স্থলে অস্ত্র ঝণঝনায় কর্ণ বধির হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান নীরব।

তখন সন্ন্যাসী আগন্তুক বর্ম্মাবৃত পুরুষের অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বীরবর! আপনি কে? আপনার বাহুবীর্য্যে আপনাকে সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয় না। যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে আজ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসী কন্যা কোন্ মহাবীরের উপকার ঋণে বদ্ধ হইল জানিতে বাসনা করে।" ক্রমশঃ।

মোহমুদ্গারঃ।

মূঢ়! জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরুতনু বুদ্ধে! মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১

বঙ্গানুবাদ। হে মূর্খ! ধনোপার্জ্জন তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর, হে অল্পবুদ্ধে! মনেতে বিরাগ আনয়ন কর। স্বীয় কর্ম্মেতে যে ধনাদি লাভ হয়, তাহা দ্বারা চিত্তকে আনন্দিত কর।১

ভাবার্থ। হে মূর্খ! ধনোপার্জ্জন ইচ্ছা চিত্ত হইতে দূরীভূত কর। তনুবুদ্ধে অর্থাৎ অল্পবুদ্ধে! পরিচ্ছিন্ন দেহে যাহাদের আত্মবুদ্ধি তাহাদেরই অল্পবুদ্ধি বলে ইহা আরো বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে "দেহই আমি" এই বুদ্ধি যাহাদের, তাহারাই অল্পবুদ্ধি, সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, হে দেহাত্মবুদ্ধি জীব! মনেতে বিরাগ আনয়ন কর। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশতঃ যাহা লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই মনের তুষ্টিবর্দ্ধন কর, অধিক কামনা করিও না। করিলেও তাহা পাইবে না, কেবল আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপই তোমার সার হইবে।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥২

বঙ্গানুবাদ। ধনাদি অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থজ্ঞান কর, তাহা দ্বারা সুখলেশও নাই, ইহা সত্য, পুত্র হইতেও ধনবানের ভয় হয়, সকল স্থানে এই প্রসিদ্ধ রীতি।২

ভাবার্থ। ধনই অনিষ্টের কারণ। যাহাদের ধন থাকে, তাহাদের বাড়ীতেই দস্যুবৃত্তি, (ডাকাতি) এবং চৌর্য্যবৃত্তি (চুরী) হইয়া থাকে; ধনবানের সর্ব্বদাই আশঙ্কা, জ্ঞাতিবিরোধ, মিত্রবিরোধ প্রভৃতি দুঃখদায়ক ব্যাপার প্রায়শঃ ধনবানেরই দেখিতে পাই, সুতরাং অর্থ যে অনর্থের কারণ তাহা অভ্রান্ত সত্য।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এইজন্যই বলিয়াছেন যে, "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" অর্থাৎ কৌপীনধারী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীরাই প্রকৃত ভাগ্যবান্, প্রকৃত সুখী। ধনি-দিগের মত সর্ব্বদাই তাহাদের আশঙ্কাযুক্ত থাকিতে হয় না। তাহাদের দস্যু-তস্করের ভয় নাই।

কা তব কান্তা ? কস্তে পুত্রঃ ? সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা ? কুত আয়াতঃ ? তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ !৩

বঙ্গানুবাদ। কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র, সংসার অতি আশ্চর্য্য স্থান, তুমিই বা কার, কোথা হইতেই বা আগত হইয়াছ, সেই কারণে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্ব চিন্তা কর।৩

ভাবার্থ। জগৎসংসারের যাবতীয় আত্মীয় বান্ধব অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি ইহারা তোমার কে এবং তুমিই বা ইহাদিগের কাহার মায়ায় জ্ঞান ও বিবেক-বর্জ্জিত হইয়া তুমি ইহাদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছ, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা তোমার কেহই নহে ; এবং তুমিও ইহাদিগের কেহই নহ। এই যে ভবসংসার অতি বিস্ময়কর স্থান, অর্থাৎ ইহাতে মায়া স্নেহাদি যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই স্বার্থপরতাপ্রসূত অলীক নশ্বর দুঃখপ্রদ। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, ইহার মীমাংসাই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, এই দ্বারটী উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে জীব তত্ত্বজ্ঞানের উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারে, সেই জন্য আচার্য্যদেব তত্ত্ব চিন্তা কর এই বাক্য বলিয়াছেন।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ।।৪

বঙ্গানুবাদ। ধনজন যৌবনের অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, নিমেষমধ্যে কাল সকলকেই হরণ করে ; মায়াময় এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান্ হইয়া ব্রহ্ম-পদে সত্বর প্রবেশ কর।

ভাবার্থ। অর্থাৎ মানবের যে ঐশ্বর্য্য, পরিজন ও যৌবনের গরিমা, যাহাতে স্ফীত হইয়া মানব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তাহা কতক্ষণ স্থায়ী ! কালের কুটিল ইচ্ছায় তাহা এক মুহূর্ত্তেই অপহৃত হইতে পারে, সেইজন্য পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ধনজন যৌবনের অহঙ্কার ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন। যোয়ার ভাটার মত সংসারের সুখ অনিত্য, কখনও চিরস্থায়ী নহে। অদ্য যাহাকে দাসদাসী-পরিবৃত সিংহাসনারূঢ় নিরীক্ষণ করিতেছ, হয় ত আবার

দুই দিন পরে তাহাকেই দেখিতে পাইবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। যাহাকে প্রাতঃকালে পুত্রকন্যাযুক্ত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রীত দেখিতেছ, সায়ংকালে হয় ত সেই ব্যক্তিকেই হা পুত্র! হা কন্যা বলিয়া রোদন করিতে দেখিবে। এই যে দৃষ্টিসুখপ্রদ যৌবনকাল, যাহার সমাগমে স্বভাবমুক্তহস্তে মানবদেহে মনোরম তারুণ্য প্রদান করে,ইহা কয়দিন স্থায়ী! বৃদ্ধ হইলে স্বতই দেহের কান্তি হ্রাস হয়, বল নষ্ট হয়। অতএব ধন জন, যৌবন যে অচিরস্থায়ী তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। জগতের অনিত্যতা দৃষ্টে পূজ্যপাদ আচার্য্য কহিয়াছেন, মায়াময় সমস্ত পদার্থ ত্যাগে জ্ঞানাশ্রয় করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হও।৪

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥৫

বঙ্গানুবাদ। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবনকে অতিশয় চপল এবং বিশ্বের যাবতীয় লোক রোগরূপ সর্পগ্রস্ত ও শোকহত নিশ্চয় জানিবে।৫

ভাবার্থ। অর্থাৎ পদ্মপত্রের জল যেমন অতি চঞ্চল, কখনই চিরস্থায়ী নহে, সেইরূপ এই দেহে জীবনও অতিশয় চঞ্চল অর্থাৎ চিরদিন থাকিবে না, ভাগবতেও ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "অদ্য বা তদ্ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্" আজই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক জন্মিলেই মরিতে হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। সর্পে দংশন করিলে দেহ যেমন ক্রমশঃ জীর্ণ হয়, রোগাক্রান্ত দেহও সেইরূপ দিন দিন ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং সাংসারিক লোক সমস্তই অসুখী, কেহই প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না।৫

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥৬

বঙ্গানুবাদ। মনেতে সর্ব্বদা তত্ত্বচিন্তা কর, বিনাশি ধনাদিবিত্তে চিন্তা পরিত্যাগ কর। দুস্তর ভবজলধিতরণের ক্ষণকাল সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী বা উপায়।

ভাবার্থ। ক্ষণস্থায়ি বিত্তাদিতে বৃথা চিন্তাসক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সেই পরমাত্মার তত্ত্বচিন্তাই এই মানবজন্মের সারাৎসার বস্তু। পরমার্থ চিন্তাই চিত্তের একমাত্র সুখকর, সাধুসহবাসই সংসারের সুখসাধন, জ্ঞানি-সহবাসে অজ্ঞানী ও জ্ঞানী হইতে পারে। যেমন সূর্য্যকিরণ যোগে নিস্তেজ

বালুকারাশিও উষ্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়া তেজঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; যেমন কৃষ্ণ-লৌহও অনলসহযোগে অনলের রক্তিমরাগ ও দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি মানবেও সাধুসহবাসে সাধুভাব ধারণ ও জ্ঞানশক্তি লাভ করিতে পারে।৬

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা, ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
নত্বং,নাহং, নায়ং,লোকঃ তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

বঙ্গানুবাদ। আটটি কুলপর্ব্বত, সাতটি সমুদ্র এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, তুমি না, আমি না, এই লোক না, অর্থাৎ কেহই চিরস্থায়ী নহে, তবে লোকে কি নিমিত্ত শোক করে?

ভাবার্থ। কালবশে সকলেই লয় প্রাপ্ত হইবে, কেহই চিরদিন সমভাবে থাকিবে না।

শান্তিশতক গ্রন্থে মহাত্মা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে,——

অমীষাং জন্তুনাং কতিপয়নিমেষস্থিতিজুষাং
বিয়োগে ধীরাণাং কইহ পরিতাপস্য বিষয়ঃ
ক্ষণাদুৎপদ্যন্তে বিলয়মপি যান্তি ক্ষণমমী
নকেঽপি স্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধি প্রভৃতয়ঃ।

অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবই ক্ষণস্থায়ী, অতএব তাহাদিগের বিয়োগে জ্ঞানীগণের পরিতাপের বিষয় কি আছে! বিশ্বের চেতন, অচেতন যাবতীয় পদার্থই মুহূর্ত্তমধ্যে উৎপন্ন হয়, মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হয়, দেবগিরি সুমেরু অপার জলধি প্রভৃতি কোনও সৃষ্ট পদার্থই অবিনশ্বর নহে, কালবশে জীব জড় সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ, তাবৎ নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনুচ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতিগেহে॥৮

বঙ্গানুবাদ। যে পর্য্যন্ত ধন উপার্জ্জনে শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ অনুরক্ত থাকে, তার পর বার্দ্ধক্যে দেহ জর্জ্জর হইলে কেহ গৃহেতে বার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করে না।৮

ভাবার্থ। যে পর্য্যন্ত মনোনীত আভরণ ও সুখ ভোগ প্রদানে পুরুষ প্রিয়-তমা পত্নীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সেই পর্য্যন্তই প্রিয়তমা পত্নীও পুরুষকে প্রাণেশ্বর বলিয়া প্রীতিভাবে আদর করে, পুরুষের অর্থোপার্জ্জন না থাকিলে

হতভাগ্য বলিয়া ভার্য্যাও ভৎর্সনা করিতে ক্রটি করেন না। ইহলোকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যত দিন পর্য্যন্ত মানব অর্থোপার্জ্জনে ক্ষমবান্ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পরিবার মধ্যে আদর, কিন্তু বার্দ্ধক্যে অর্থোপার্জ্জনে অশক্ত হইলে, কেহ তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না ; তখন সকলেই তাহাকে বিষবৎ বোধ করে। এই ত সংসারের আত্মীয়তা, মমতা ও অনুরাগ! ইহাতে অবিবেকিরাই মুগ্ধ হয়।৮ ক্রমশঃ।

বায়ুতত্ত্ব।

জগতে যে পরিমাণে স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থতত্ত্ব উদঘাটিত হইবে, সেই পরিমাণে চিন্তাশীল মানবমাত্রেই জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিবে।

সৃষ্ট পদার্থের ভিতর কোনও একটি পদার্থ যতই সাধারণ হউক না কেন, তাহার প্রকৃত তত্ত্বের ভাবাবগত হওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থের সাহায্য না পাইলে আমরা এক মুহূর্ত্তকালও জীবনধারণ করিতে পারি না, সেই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে আমরা সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ ; সেই সকল বিষয়কে আমরা নিতান্ত তুচ্ছ বা কিছুই নহে জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছি।

বায়ু,—যাহা জীবন্ত প্রাণিগণের জীবন, যাহার স্থায়িত্বাস্থায়িত্বের উপর আমাদিগের জীবনক্রিয়ার অর্থাৎ রূপগত স্থায়িত্বের আবির্ভাব তিরোভাবাদি জন্মায়, সেই বায়ু কি, কি কি সূক্ষ্ম বিষয় হইতে তাহার জন্ম হয়, তাহারই বিষয় চিন্তা করিয়া বর্ণন করিলে ঈশ্বরের কত মহিমা প্রকাশ পায়, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

আর্য্যবৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টির আদি নিয়মানুসারে বায়ুকে দ্বিতীয় ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাদিগের মতে ব্যোমই আদিভূত এবং ব্যোম হইতেই বায়ু সৃষ্টি হয় ; নির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, "আকাশাজ্জায়তে বায়ুঃ।"

কোন কোন তত্ত্বদর্শী আর্য্যবৈজ্ঞানিকেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগু বল্লীর তৃতীয় অনুবাকে প্রথম শ্লোকে এই বিশ্বপ্রাণ বায়ুকে কত উন্নতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে লিখিত হইল। যথা——

প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি

অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থই এই ভূতপ্রধান প্রাণ বা বায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহাতেই অবস্থিত আছে এবং প্রলয় কালে ইহাতেই লীন হয়। বায়ু যে অসাধারণ সূক্ষ্ম ভূতবিশেষ, তাহা এই উপরোক্ত উপনিষদের শ্লোকে প্রমাণিত হইল।

বায়ু কি, এ প্রশ্নের মীমাংসায় সৃষ্টিক্রমবাদী কোন কোন আর্য্য-বৈজ্ঞানিকেরা ব্যোমপ্রসূত শব্দস্পর্শগুণাত্মক ত্বগেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতকে বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাদিগের মতে ইহা হইতেই অগ্নি উৎপাদিত হয় এবং নির্ব্বাপিত হইয়া অবশেষে ইহাতেই বিলীন হয়; দার্শনিকদিগের মতে ইহা সৃষ্টির রক্ষক, পালক, চালক ইত্যাদি। আরও ইহার বিষয় চিন্তা করিলে আমরা স্বভাবতই ইহার আর আর সাধারণকার্য্যকারিতা অনুভব করিতে পারি যে,—ইহা একটি শূন্য সহচর অদৃশ্য সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। শূন্যসহচর বাক্যটির অর্থ এই যে, ইহা অবকাশ স্থান মাত্রকে নিজ সমষ্টি দ্বারা আপূরণ করে। যদিও ইহা অদৃশ্য, কিন্তু সঞ্চরণাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহা স্বতই অনুভূত হয়।

অনেকেরই এরূপ ধারণা আছে যে, আর্য্য বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মীমাংসা কিছুই হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের ইহা অভ্রান্ত মীমাংসা নহে; সেইজন্য এস্থলে আমরা ভূততত্ত্বের উপর আর্য্যবৈজ্ঞানিক বা ঋষিদিগের সার সংগৃহীত দুই একটি ইঙ্গিত দেখাইতে বাধিত হইলাম। তাহাদিগের মতে প্রত্যেক মহাভূতের মধ্যে অপরাপর ভূতেরপরমাণু সমষ্টি নিহিত আছে। অর্থাৎ পঞ্চভূতান্তর্গত কোন একটি ভূত অপর ভূতচতুষ্টয়ের সাহায্যব্যতীত অবস্থিত নহে। তাহারা বলেন, প্রত্যেক ভূতে অবশিষ্ট ভূতগণের আংশিক পরমাণু মিশ্রিত আছে। তাহাদিগের মতে মিশ্র মহাভূত সকলের মিশ্র ভৌতিক অংশ নির্ণয় কথিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিত সমুদায় অখণ্ড ব্যোমমণ্ডলের দশাংশের একাংশ বায়ুতে পরিপূর্ণ আছে এবং বায়ুরাশিতে দশাংশের একাংশ তেজঃ পরমাণু মিশ্রিত এবং তেজোরাশিতে দশাংশের একাংশ জলীয় পরমাণু মিশ্রিত এবং জলরাশির দশাংশের একাংশ মৃৎ পরমাণু মিশ্রিত ইহাই তাঁহারা বলেন। অর্থাৎ সমুদায় সৃষ্টিমধ্যে যে পরিমাণে আকাশ আছে, তাহার দশভাগের এক ভাগ বায়ু, বায়ুর দশ ভাগের এক ভাগ তেজঃ, তেজের দশ ভাগের এক ভাগ জল এবং জলের দশ ভাগের এক ভাগ পৃথিবী।

উপরোক্ত প্রণালীতে সৃষ্টি মধ্যগত যাবতীয় ভূত সকলের অপরাপর

দ্যোতক অংশ সকল ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে মিশ্রিত আছে। এক্ষণে অপরাপর ভূতচতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া আমাদিগের বক্তব্য বায়ুর বিষয়ই বলা যাইতেছে। আর্য্যবৈজ্ঞানিকদিগের মতে পঞ্চদশীতে লিখিত আছে। যথা——

বায়োর্দশাংশতোন্যূনং বহ্নের্বায়ৌ প্রকল্পিতম্।

অর্থাৎ বায়ুর দশ ভাগের এক ভাগ অগ্নিপূরিত। বায়ুতে বায়ুর নিজ অংশ সহস্রের মধ্যে ৯০০ শত। ইহাতে তেজাংশ ৯০ নব্বই, জলাংশ ৯ নয় এবং পৃথিব্যাংশ ১ এক মাত্র অর্থাৎ যে কোনও পরিমাণের বায়ু গ্রহণ করা যাউক না কেন, তাহাতে এই ভাবে অন্য ভূতসকলের আংশিক ন্যূনাধিক্য আছে। ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

একটি শূন্যকলস মধ্যগত বায়ুকে অনুমান সহস্রাংশে বিভাগ করিলে তাহার নয় শত অংশ নির্ম্মল বায়ু, আর এক শত অংশ তেজ। এক শত অংশ তেজোমধ্যে জলীয়াংশ দশ, অর্থাৎ তেজের নিজ অংশ নব্বই আর জলাংশ দশ। আর ঐ দশাংশ জলের মধ্যে নয় অংশ জলের নিজ পরমাণু আর একাংশ মৃৎ পরমাণু পরিপূরিত।

যদি কেহ বলেন যে, শূন্যকলস মধ্যে বায়ু কিরূপে থাকিবে! তাহা হইলে তাহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বলা যাইতেছে যে, তাহারা পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। পরীক্ষা এই :——

একটি শূন্যকলস জলপূর্ণ করিতে হইলে জল পূরণ কালে কলস হইতে উত্থিত একটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেইরূপ শব্দ হয় কেন? নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই ইহার কারণ বুঝা যায় যে, শূন্যকলস মধ্যগত বায়ু, প্রবিষ্ট জল পীড়নে নির্গমনকালে শব্দ করিতেছে। ইহা স্বভাবের চিরন্তন নিয়ম্ যে, কোন এক স্থান এক পদার্থের দ্বারা অধিকৃত থাকিলে অপর পদার্থ সেই স্থানে রাখিতে হইলে পূর্ব্ব পদার্থ সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিতে হয়; সেই নিয়মে শূন্য কলসে জল প্রবিষ্ট হইবামাত্র কলসমধ্যগত বায়ুকে স্থানান্তরিত হইয়া জলকে স্থান দিতে হইল। তাহাতেই কলসে জল প্রবেশের সময় বায়ুর নির্গমন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে কে বলিতে পারে যে, শূন্য স্থানে বায়ু থাকে না।

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে ;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬। { ২য় সংখ্যা।

(প্রাপ্ত।)

কান্তারে রমণী।

একাকিনী সীতাদেবীকে অরণ্যে হেরিয়া মহর্ষি বাল্মিকীর উক্তি।

১
বিষণ্ণ-বদনা কে তুমি ললনা ?
একাকিনী বনে কেন গো আসীনা
গহনবাসিনী ফুল্ল-কমলিনী,
যৌবনে যোগিনী কি হেতু বল না।

২
আঁখি ছল ছল বদন কমল,
বিষাদ আভাষে সুষমা বিহীনা !
ভেবে ভেবে ক্ষীণ হতেছ মলিন,
কা'র তরে ভাব কিসের ভাবনা।

৩
অবয়বে হেরি গর্ভবতী নারী,
আশ্রমে আমার এস গো দুঃখিনী ;
আসিছে রজনী, বনে একাকিনী—
কেমনে থাকিবে পরমাদ গণি।

৪
আয় বৎসে আয়, রাখিব যতনে
পালিব সেথানে দুহিতা সমানে !
ক'রোনাকো ভয়, পিতার আলয়
আমার আশ্রম ভাবিও মা মনে।

৫
কে সে নিরদয়, কঠিন হৃদয়—
আপন দয়িতা যে পাঠালে বনে।
নাহি লজ্জাভয়, হেন নীচাশয় !
এ হেন করম করিল কেমনে ?

৬
অশ্রুজল তার—হয় নি কি সার !
পাষাণ অন্তর করে নি ক্রন্দন ?

ধিক্ রে জীবন, এ হেন যে জন,
তাহারি জীবন কি বা প্রয়োজন ?

৭

কহ গো মা সতি ! কোথায় বসতি—
কেবা তব পতি নিঠুর এমন !
তোমার ক্রন্দনে গলিল পাষাণ
সে যে কি পাষাণ জানি না কেমন !

৮

মা গো তব তরে আমিও অধীর
কুঞ্জবনবাসী সকলি কাতর।
ময়ুর ময়ুরী নাচে নাকো আর,
অলিকুল হের গুঞ্জেনা মধুর।

৯

ঝর ঝর শব্দে ঝরে না নির্ঝরি,
ত্যজিয়াছে পিক পঞ্চমস্বতান।
সুনাদী বিহঙ্গ গায় না সুস্বর,
সকলি নীরব আছে ম্রিয়মান।

১০

দুঃখে শুক শারী, মুখ হেঁট করি,
দেখ আহা মরি বিষাদে কাঁদিছে।
লজ্জাবতী লতা হেরগো দুঃখিতা—
হেঁট কবি মাথা ওই শুকায়েছে।

১১

দেখ তরুদল, কাঁদে অবিরল !
বহে না সুমন্দে মলয় পবন।
ফেলে ফুলদল নয়নের জল,
কাতরা প্রকৃতি তোমারি কারণ।

১২

ত্যজি লাজ ভয়, দেমা পরিচয়,
ভাবিও আমায় তোমারি তনয়।

মম পরিচয় শুন সমুদয়—
কহিগো তোমায় ঘুচিবে সংশয়।

১৩

সংসার-জঞ্জাল ত্যজি বহুকাল—
তপোবন-বাসে তপে যাপি কাল !
থাকি যোগে, ধ্যানে, আত্ম-আরাধনে,
আমাবি সম্বল গহন বিশাল।

১৪

বাল্মীকি বলিয়ে সবে ডাকে মোরে,
ওই অদূরেতে আশ্রম আমাব।
চরিছে যেথানে মৃগশিশুগণে,
দেখগো কুটীর পত্রের আগার।

১৫

কতক্ষণ পরে আদি কবিবর—
এতেক কহিয়া মুদিলা নয়ন।
জানিলা তখনি কে যে এ কামিনী,
দিব্যজ্ঞানযোগে হ'লো দরশন।

১৬

দুঃখে রোধে ভাষ, ঘন বহে শ্বাস,
সীতার বর্জ্জনে পীড়িত অন্তর।
কহিলা আবাব—নেত্রে অশ্রুধার,
হাহাকার রবে ভেদিল কান্তার।

১৭

আহা মরি মরি, একিরে নেহারি,
রাঘবরমণী বিষাদিনী হেন।
অযোধ্যার রাণী !—এবে কাঙ্গালিনী ?
মা, তোর অদৃষ্টে ছিল এ লিখন।

১৮

এতক্ষণে হায়, চিনিনু তোমায়,
জানিনু কেন গো বিজনবাসিনী।

বিধিবিড়ম্বনে আজি তপোবনে,
তুমি গো জননী জনক-নন্দিনী।

১৯

দশাস্যের বাসে ছিলে বলে মাতা,
তাই প্রজাগণ নানাকথা কয়।
প্রজার ভারতি, শুনি দাশরথী,
তাই মাগো তোরে বনেতে পাঠায়।

২০

তাই মাগো তোর এহেন দুর্গতি,
তাই আজি বস বিজন বাসেতে।
ম্লান মুখে দুঃখে কাঁদিতেছ সতী
তাই তোরে হেথা পাই মা দেখিতে।

২১

বিধি-বিড়ম্বনে এরূপ ঘটন,
কি করিবে মাগো ক'রোনা রোদন।
যাইবে কুদিন আসিবে সুদিন,
পুনঃ রাম-সনে হইবে মিলন।

২২

রাম জন্ম পূর্ব্বে ধরিয়া লেখনী
লিখিনু যে গ্রন্থ পরম চরিতে।
রামায়ণ নামে বিখ্যাত সেখানি
হেথা তব আসা সেখানি মিলাতে।

২৩

তোমা হেতু হবে শ্রীরাম দর্শন,
ধন্য রে জীবন সার্থক নয়ন!
যবে মা হেরিব যুগল মিলন,
শ্রীরামের বামে বসিবে যে দিন।

২৪

যা হয়েছে হবে সকলি মা জানি,
জঠরে তোমার সুন্দর কুমার।
দশরথ-বধূ শুন মা জননী,
জন্মিলে ভুলিবে এ শোক অপার।

২৫

দেখি তার মুখ পাসরি যে দুঃখ
বাড়িবে সে শিশু শশীর সমান।
অন্তরে পাইবে হেরি তারে সুখ,
শিখিবে সে শিশু রামগুণ গান।

২৬

যাব তারে লয়ে অযোধ্যাভবনে,
হৃদিভেদী গান গাবে সে সুতানে।
শোকের তুফান বহিবে উজানে
অশ্রুরূপে রাম-কমললোচনে।

২৭

পুরবাসীগণ তোমারি কারণ,
হবে উচাটন করিবে ক্রন্দন।
পাষাণ হৃদয় শ্রীরামের মন,
হবে দ্রবীভূত পাইবে বেদন।

২৮

রামের আদেশে আসিবে লক্ষ্মণ,
লয়ে যেতে তোমা অযোধ্যানগরে,
হেরি রামে পুনঃ জুড়াবে নয়ন!
এবে এসো মাতঃ! মুনির কুটীরে।

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

মোহমুদ্গারঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং তক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনমূঢ়া তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥৯

বঙ্গানুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করিয়া "আমি কে" এই ভাবে আত্মাকে জান; আত্মজ্ঞান বিহীন মূঢ় ব্যক্তিরাই নিগূঢ় নরকে পচ্যমান হয়।

ভাবার্থ। কামাদি ছয় রিপুর অধীন হইয়াই মানব এই সংসারশৃঙ্খলের বিষম বন্ধনব্যথা অনুভব করে। নিষ্কাম হইলে আর আমি ও আমার এই ভ্রমজ্ঞানে অনাদি মায়াপাশে পীড়িত হইতে হয় না। তখন আপনা আপনি তত্ত্বজ্ঞান-নাশিনী অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন জীব অনায়াসে আত্মদর্শনে সক্ষম হয়। যাহারা কামাদি রিপুপরবশ, তাহারা আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়, তাহাদিগের দুঃসহ নরকযন্ত্রণা কখনই নিবারিত হয় না। কামাদি রিপুগণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইজন্য আচার্য্যপ্রবর ইহাদিগের ত্যাগাদেশ করিয়া আপনি যে কে তাহা দেখিতে আদেশ করিয়াছেন। স্বপ্রকাশক আত্মজ্ঞান লাভে যত্ন করা জগতীস্থ সমস্ত লোকের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ।৯

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥১০

বঙ্গানুবাদ। সুরমন্দিরের মত তরুমূলে নিবাস হয়, শয্যার মত ভূতল হয়, বস্ত্রের মত চর্ম্ম হয়, কোন ভোগেতেই বিশেষ আদর থাকে না। অতএব বৈরাগ্য কোন্ ব্যক্তির সুখের কারণ না হয়! অর্থাৎ বৈরাগ্য সকলের সুখের কারণ জানিবে।

ভাবার্থ। যিনি বিরাগী, তিনি তরুমূলে বাস করিয়াও সুরমন্দিরে বাসের সুখানুভব করেন, কঠিন ভূতলে শয়ন করিয়াও দুগ্ধফেণনিভশয্যা শয়নের সুখানুভব করেন, লোমযুক্ত চর্ম্ম পরিধানে কোমল বস্ত্র পরিধানসুখ বোধ করেন, তাঁহার কোন ভোগেই বিশেষ আদর থাকে না। বিষ্ঠা চন্দনে, কাচ কাঞ্চনে সমান দৃষ্টি, সুতরাং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাবেতে যে সুখ ও দুঃখ হয়, তাহা বৈরাগ্যযুক্ত বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মাদিগের ঘটে না।১০

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥১১

বঙ্গানুবাদ। বাল্যকালে বালকসঙ্গে খেলারত, যৌবনকালে যুবতী সঙ্গে রঙ্গ, বৃদ্ধকালে নানা চিন্তায় নিমগ্ন, পরম ব্রহ্মেতে কেহই সংলগ্ন হয় না।

ভাবার্থ। বালককালে বিশেষ জ্ঞান না থাকায়, কেবল খেলাই সুখের কারণ হইয়া থাকে; যৌবনকালে যুবতীর সঙ্গে রসরঙ্গে বৃথা কালহরণ ঘটে; বৃদ্ধকালে আমার পরিবার বর্গের কি হইবে, এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া সেই চিন্ময় চিন্তামণির চরণচিন্তনে একবারও চিত্ত নিমগ্ন হয় না। সুতরাং সংসারীর প্রকৃত সুখও সম্ভবে না।১১

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্য-চিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥১২

বঙ্গানুবাদ। শত্রুতে মিত্রেতে, পুত্রেতে বন্ধুতে, যুদ্ধেতে সন্ধিতে যত্ন করিও না: যদি আশু বিষ্ণুত্ব বাঞ্ছা কর, তবে সকল স্থানে তুমি সমানচিত্ত হও, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর।

ভাবার্থ। পরমাত্মতত্ত্ববিৎ আচার্য্যদেব এই স্থানে বিষ্ণুত্বপ্রাপ্তির অভাবে সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ পদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট যে সারূপ্য পদ বা মুক্তি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তুমি বিষ্ণুত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে শত্রুমিত্রাদি জগতের যাবতীয় অনুকূল প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ রাগাদি শূন্য বা সমানচিত্ত হও। অর্থাৎ সংসারের প্রিয় অপ্রিয় পদার্থে যেন তোমার অন্তরে ভেদ বা বিকার উপস্থিত না হয়।১২

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব? তব সন্তোষঃ ॥১৩

বঙ্গানুবাদ। যে পর্য্যন্ত জন্ম, সে পর্য্যন্ত মৃত্যু এবং মাতৃগর্ভে শয়ন, এই ত সংসারে স্পষ্ট দোষ, হে মানব! ইহাতে তোমার কি প্রকারে সন্তোষ হইবে।

ভাবার্থ। হে জীব! তুমি যে পর্য্যন্ত সংসারে যাতায়াত বন্ধ করিতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্তই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। সুতরাং তোমার আর সুস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যাহাতে আর সংসারে আসিতে না হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন কর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা কর।১৩

দিনযামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥১৪

বঙ্গানুবাদ। দিবা রাত্রি, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত বারবার যাতায়াত করে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, জীবের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। তথাপি আশা-বায়ু জীবকে পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা নাশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বাসনা নিবৃত্তি হইবে না।

ভাবার্থ। এই শ্লোকে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশে বিবেক বৈরাগ্যহীন মূঢ় জীবগণের জন্য আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছেন যে, পরিবর্ত্তনশীল কালক্রীড়ায় পলে পলে জীববৃন্দ আয়ুহীন হইতেছে। তথাপি অবিদ্যার ঘোরে আশা ত্যাগ করিতে কেহই সক্ষম নহে।১৪

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥১৫

বঙ্গানুবাদ। অঙ্গ গলিত, মুণ্ড পলিত, দন্তবিহীন মুখ হস্তে ধৃত, দণ্ড বার্দ্ধক্যে কম্পিত, তথাপি জীব আশাভাণ্ডকে পরিত্যাগ করে না। যাবৎকাল তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে, তাবৎকাল আশাভাণ্ডও খণ্ড হইবে না।

ভাবার্থ। এই শ্লোকে আচার্য্যদেব বিশ্ববিমোহিনী জন্ম-জরা মৃত্যু-বীজ-স্বরূপিণী আশা জীবের অন্তর হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কেন না, জীব কালবশে জীর্ণ, শীর্ণ, জরাগ্রস্ত, বিহীনদেহলাবণ্য বার্দ্ধক্যে কৃতান্তের দ্বারে নীতপ্রায় হইয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারে না। অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তিও আশার মুগ্ধকর কটাক্ষ বিস্মৃত হইতে পারে না।১৫

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ্য ভেদজ্ঞানম্ ॥১৬

বঙ্গানুবাদ। তোমাতে আমাতে অন্যত্র সকল স্থানে এক বিষ্ণু আছেন; সহিষ্ণুতা নাই বিধায়ে আমাতে বৃথা কোপ করিতেছ; আত্মাতে সকল আত্মা দেখ; সকলের প্রতি ভেদ জ্ঞান ত্যাগ কর।

ভাবার্থ। পরমার্থতত্ত্ববিৎ পরমজ্ঞানী বন্দনীয় আচার্য্যদেব এই শ্লোকে বেদের নিগূঢ় সারতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া জগতের যাবতীয় জীবের উপকারার্থে জন্ম, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, দুঃখ-সঙ্কুল কর্ম্মভূমিরূপ সংসার হইতে নিস্তার পাইবার উপায় স্বরূপ মহৎ জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি আমি'

প্রভৃতি সর্ব্বজীবেই একমাত্র পরমাত্মা বিরাজমান। অজ্ঞানান্ধ জীবগণ বিবেক-বৈরাগ্যশূন্য বলিয়াই জীব দেহগত চৈতন্যের তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম, সুতরাং অসহিষ্ণু পরস্পর পরস্পরের প্রতি রাগদ্বেষাদি দৃষ্টে দর্শন করে, কিন্তু তাহাদিগের এ অবিদ্যাজনিত ভ্রমদৃষ্টি মিথ্যা ও সর্ব্বপ্রকার জঞ্জালের মূল কারণ। এই দৃষ্টিতেই জীবের মায়াচক্রে গতায়াত নিবারিত হয় না। সেইজন্য জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, জীবকে শাশ্বত দৃষ্টি দানে মুক্ত করিতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ সকল আত্মাতে আপনার আত্মাকে দর্শন কর। ভাব এই যে;—অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্য! হে জীব! তোমার দেহ গত হইয়া এক্ষণে জীবরূপ উপাধি ধারণে বিরাজ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বজীবে অভেদে বিরাজমান, অতএব সর্ব্বত্রে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর। অর্থাৎ তুমিই সর্ব্বময় বা সর্ব্বই তন্ময়। জীব যখন এই পরমাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার দুঃসহ সংসার যন্ত্রণা থাকে না। জীবের মহান্ কুণ্ঠিতভাব আপনা আপনি তিরোভাব প্রাপ্ত হয়; জীব তখন এই দেহে এই মর্ত্ত্যভূমে অবাধে বৈকুণ্ঠসুখানুভবে ও আত্মানন্দ রসাস্বাদে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য আত্মতত্ত্ব-বিচারকালে আর এক স্থানে বলিয়াছেন, যথা—

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নিরুক্তিরেষা।
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্॥

অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবই ব্রহ্ম, সেই অখণ্ডব্রহ্মরূপে অবস্থানই মোক্ষ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, শ্রুতিই ইহার প্রমাণ; বেদান্তের ইহাই অভ্রান্ত মীমাংসা।

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং তেষাং কঃকুরুতামতিরেকম্॥১৭

পজ্ঝটিকাছন্দে এই ষোলটি কবিতা দ্বারা শিষ্যের নিকটে অশেষ উপদেশ কথিত হইল, এই উপদেশেও যাহাদের বিবেক না জন্মিবে, তাহাদের অতিরেক কে করিবে।১৭

মোহমুদ্গর, অর্থাৎ মোহকে চূর্ণ করিতে মুদ্গারের ন্যায়, এই কারণ ইহার নাম মোহমুদ্গর।

ইতি শ্রীপূজ্যপাদশঙ্করাচার্য্যবিরচিতো মোহমুদ্গরঃ সমাপ্তঃ।

বায়ুতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আর্য্যবৈজ্ঞানিকদিগের মতে বায়ুতত্ত্বের কিয়দংশ আলোচনা করিয়া এক্ষণে সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে মার্জ্জিতবুদ্ধি পাশ্চাত্যমতে কিঞ্চিৎ বায়ুতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে।

পুরাতন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বায়ুকে একটি ভূত বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ডুমাস বলেন যে,ইহা দ্বিবিধ বাষ্পসংযোগে গঠিত মিশ্রভূতবিশেষ। এই দুইটি বাষ্প অক্‌সিজেন এবং নাইট্রোজেন। বায়ুতে পূর্ব্বটীর পরিমাণ ২০.৮১ আর পরেরটির পরিমাণ ৭৬.৯৯ সংরক্ষিত আছে, কিম্বা ভারবত্তায় অক্‌সিজেন ২৩.০১ এবং নাইট্রোজেন ৭৯.১৯ মিশ্রিত।

ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বাষ্পটি জীবনপোষক অর্থাৎ যাবতীয় জীব জগতের জীবনের উপাদানস্বরূপ আর দ্বিতীয় নাইট্রোজেন বা যবক্ষারযান বাষ্প ইহাকে মৃদুভাবে পরিণত করিতে বা ইহাকে তরল করিতে ইহার সহিত প্রাকৃতিক নিয়মে মিশ্রিত হইয়াছে।

প্রথম বাষ্পটি আগ্নেয় পরমাণুতে পরিপূরিত, দ্বিতীয়টি জড়ভাবাপন্ন; বিজ্ঞানালোচনে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রথমটিকে উগ্র ও দ্বিতীয়টিকে জড় বলিয়া বোধ হয়। যদিও অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেন উভয়ের স্বাভাবিক বিপরীত ভাব ও গুণ লক্ষিত হয়,কিন্তু এই উভয়ের যোগে একের উগ্রতা সাধন অপরের জড়তা নিবারিত হয়। তখন উভয়ে একত্র হইয়া প্রাকৃতিক নানাবিধ কার্য্যের সহায়তা করে ও বায়ু নাম ধারণ করিয়া জগতে যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ্ পদার্থের রচন ও পোষণ প্রভৃতির উপকার সাধনে সক্ষম হয়।

এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ বলেন, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ কারবনিক এসিড গ্যাস এবং পরিবর্ত্তনশীল জলীয় বাষ্পও কিয়ৎপরিমাণে আছে। নাইট্রোজেন এবং অক্‌সিজেন উভয়ে এরূপভাবে মিশ্রিত যে সে মিশ্রণে উভয়ে উভয়ের বর্ত্তমানে সামান্য বা রূপান্তরিত হইয়া নিজ নিজ বিশেষ গুণ বা শক্তি পরিচালনে ক্ষমবান্ হয়। কারবনিক এসিড গ্যাস সমভাবে সর্ব্বত্রে বিস্তৃত নহে, বিশ্বাবরিত বায়ুমণ্ডলে ইহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ন্যূনাতিরিক্তভাবে বিস্তৃত থাকে। ইহার স্বাভাবিক গতি দৃষ্টে জলীয় বাষ্প বা হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা ইহাকে ভারবত্তায় গুরু বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা

পৃথিবীর উপরে এমন একটি নাশক বাষ্প সৃষ্টি করিতে সক্ষম, যাহাতে জীব ও উদ্ভিদ কেহই জীবন ধাবণ করিতে পারে না। কিন্তু স্রষ্টার অপূর্ব্ব কার্য্য-কৌশলে প্রকৃতির বিশ্বপালনী শক্তিতে সকল বাষ্পকে এরূপ ভাবে শক্তিপ্রদান করা আছে এবং এরূপ স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করা আছে যে, পরস্পরে পরস্পরের সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য ভারবত্তায় অতি লঘু জলীয বাষ্প বায়ুরাজ্যের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে গুরু বাষ্পবৃন্দের উপরে ভাসমান হইতে উত্থিত হয় না এবং গুরু বাষ্প কারবনিক এসিড গ্যাস ও ভারবত্তায় লঘুবাষ্পেব নিম্নে পৃথিবীর অতি নিকটে স্বতন্ত্রভাবে চিরস্থায়ী থাকে না; তদ্বিপরীতে সকল বাষ্প এরূপভাবে বিমিশ্রিত হয় যে, অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কাববনিক এসিড গ্যাস বিশ্বাবরিত বায়ুমণ্ডলেব সর্ব্বত্রই অবস্থিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকেবা অনুমান করেন।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ চতুর্ব্বিধ বাষ্পই বায়ুর উপাদান অর্থাৎ অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন, একোয়াস ভেপাব আর কাববনিক এসিড গ্যাস এই চতুর্ব্বিধ বাষ্প হইতেই বায়ুব উৎপত্তি এবং এই চতুর্ব্বিধ বাষ্পই তাহাদিগের এক একটি স্বাভাবিক্ গুণে জগতের মহান্ উপকার সাধন করিতেছে। ইহারাই জগদাবরক সমস্ত বায়ুমণ্ডলে একাকারে থাকিয়া প্রকৃতিতে নানাবিধ সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে; ইহাদিগের স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, নীতি সকলই বিস্ময়কর, জগতে এখন এমন কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি ইহাদিগের সম্যক্ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন। অল্পমাত্র চিন্তা করিলে এইমাত্র অনুভব হয় যে, আগ্নেয় পরমাণু ও জলকণা অর্থাৎ তাপ ও শৈত্য এই দুইই বায়ুতে আছে, এ উভয়েই অক্‌সিজেন ও হাইড্রো-জেনের গুণ। ইহারা বিস্তীর্ণ সুদূরব্যাপী বায়ুমণ্ডলে কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বে গ্রীষ্মাদি ঋতুর উৎপাদন করে। ইহাদিগের মধ্যে দ্বিতীয়, যে যবক্ষারযান বাষ্প, তাহা কেবল অক্‌সিজেনের উগ্রভাব শময়িতা এইমাত্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে আর যদি কোন গুণ থাকে, তাহা আজিও বৈজ্ঞানিকের অনুভূতির গোচর হয় নাই। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, নাইট্রোজেন যদি অক্‌সিজেনের উগ্রভাবশমিত না করিত, তাহা হইলে অক্‌সিজেনের আকস্মিক প্রবল দাহিকা শক্তিতে সৃষ্টির মহান্ অনর্থ সাধিত হইত; কিন্তু নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকায় ইহার প্রবল ভাবের এরূপ মৃদুতা সাধন করিয়াছে যে, ইহা বিশ্বের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে।

চতুর্থ কারবনিক এসিড গ্যাস। ইহা অপর বাষ্পত্রয় হইতে ভারবত্তায় গুরু, ইহা প্রক্রিয়াভেদে তরল এবং কঠিনভাবে পরিণত হয়। ইহা শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। জীবজন্তু শ্বাস ত্যাগ করিলে যে বায়ু বমন করে, অর্থাৎ জীবগণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে শ্বাসনালী হইতে যে বায়ু বহির্গত হয়, তাহা কারবনিক এসিড গ্যাস পরিপূর্ণ। পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষকালে অর্থাৎ পদার্থ পূতিভাব ধারণ বা পচনকালে এবং বৃক্ষ ও পাথুরিয়া কয়লা দহনকালে এই গ্যাস উৎপাদিত হইতে থাকে। ইহা বিষ পরমাণু অর্থাৎ নাশক পরমাণু পরিপূরিত, সেইজন্য জগতে দেখা যায় যে, মানব অপরের শ্বাস পবনে শ্বাস গ্রহণ করিলে ও যে স্থানে দ্রব্যাদি পূতি ভাব প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানে চারকোল দগ্ধ হয়, সেই স্থানের কারবনিক এসিড গ্যাসে দীর্ঘকাল শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে মানবকে অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, এমন কি, কালগ্রাসে পর্য্যন্ত নিপতিত হইতে দেখা যায়। কারণ ঐ কারবনিক এসিড গ্যাস জীবগণের শ্বাসোপযোগী নহে, ইহা কেবল উদ্ভিজ্জগতের পোষণের জন্য পরমকারুণিক ঈশ্বরের সৃষ্ট।

অনেকেরই ইহা জানা আছে যে, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পরিশোভিত স্থানে বাস করিলে আমাদিগের দেহের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র নির্ম্মলবায়ুসেবন। বৃক্ষাদিশোভিত স্থানের বায়ুর বিষাংশ বা কারবনিক এসিড গ্যাস উদ্ভিজ্জগণে পান বা শোষণ করে, সুতরাং বৃক্ষরহিত স্থানাপেক্ষা তথাকার বায়ু অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল; সেই নির্ম্মল বায়ু জীবস্বাস্থ্যের বিশেষ উপকারক ও জীবদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করে।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যে বৃক্ষপরিপূরিত স্থানে বাস করিয়া সুস্থশরীর ও দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় নির্ম্মল বায়ুসেবনের কারণ।

আমরা বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ অবস্থিত হইলে শরীর স্নিগ্ধ বোধ করি কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বৃক্ষ দ্বারা সংশোধিত বায়ুসেবনমাত্র। বিষবায়ু সংশোধনের জন্য সকলেরই বাসস্থানের নিকট বৃক্ষ আবশ্যক করে। কারণ বায়ুর বিষাংশ শোধনের বৃক্ষ একটি অসাধারণ উপকরণ।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বায়ুর উপাদান নির্ণয় করিয়া এক্ষণে আর্য্যবৈজ্ঞানিকদিগের মতে আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর গুণ নির্ণীত হইতেছে।• রূপাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক গুণ, যথা——

শোষস্পর্শৌ গতি র্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরসৃষ্ট বায়ুর এই চতুর্ব্বিধ গুণের নিকট

জীব ও জড়জগৎ যে বায়ুর সাহায্য জন্য ঈশ্বর স্থানে কত ঋণী, তাহা সহজেই বোধগম্য হইয়া থাকে। বায়ুর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যদি ব্যোমমণ্ডলে জলদমণ্ডল না গঠিত হইত, তাহা হইলে শস্যাভাব ও ওষধি অভাবে জীবগণ কি জীবন ধারণ করিতে পারিত? নিদাঘ সূর্য্যের প্রখর তাপে যখন জীবের কণ্ঠতালুশুষ্ক হয়, তখন যদি শীতল বায়ু জীবদেহে শীতলস্পর্শে অমৃত সিক্ত না করিত, তাহা হইলে কি হইত কে বলিতে পারে? অনিবার্য্যগতি আশুগতি যদি জীবের প্রাণগতি না বহন করিত, তাহা হইলে জীবের জীবন কতক্ষণ থাকিত?

এই জগৎপ্রাণ বায়ু দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জগতের যে কত মহান্ উপকার সাধন করিতেছেন, তাহার বর্ণনা বিজ্ঞানের অসাধ্য। জীব ও জড়-জগতে যাবতীয় কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই বায়বা শক্তিসাধিত। বায়ব্য শক্তির অতি সামান্য হইতে অতি মহান্ কার্য্য পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে অপ্রশস্তচিত্ত নাস্তিকের অন্তরেও আস্তিকতা ও ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতই উপস্থিত হয়।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বর্ম্মাবৃত পুরুষ সন্ন্যাসীর এই বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমি সিন্ধুকূলবর্ত্তী মাথুরা নিবাসী একজন সামান্য হিন্দু, সম্প্রতি কোন কার্য্য উদ্দেশে এই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম; পথিমধ্যে গোদাবরী-তীরবর্ত্তী একটি বৃক্ষতলে শ্রান্তিদূর কালে সহসা কামিনীকণ্ঠ বিনিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিয়া এ স্থানে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বীরবর! আপনি আজ আমাদিগের যে উপকার করিলেন, তাহাতে তাহার প্রতিদান আমাদের সাধ্যাতীত।"

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া উদারহৃদয় বর্ম্মাবৃত বীর বিনীতস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্বতঃ অহঙ্কারী মানবকে আর অহঙ্কারে স্ফীত করিবেন না।"

বর্ম্মাবৃত বীর উন্নতমনা; আত্মগৌরব শ্রবণে তিনি লজ্জিত হইলেন। তাঁহার বিনীত স্বরে প্রকাশিত সলজ্জভাব সুচতুর সন্ন্যাসীর অগোচর রহিল না। সন্ন্যাসী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, বর্ম্মাবৃত বীর আত্মগৌরব শ্রবণে লজ্জিত।

তখন আগন্তুক বীর যে অসাধারণ উন্নত প্রকৃতির লোক তাহা তাঁহার প্রতীতি হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিরূপ ?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আপন্নকে উদ্ধার, স্বজাতির উপকার ও দুর্ব্বলের সহায়তা করা মানবমাত্রের কর্ত্তব্য, ইহা কি আপনার ন্যায় শ্বেতশ্মশ্রু-ধারীকে বুঝাইতে হইবে ?"

সন্ন্যাসী বর্ম্মাবৃত বীরের কথায় কহিলেন, "বহুদিনের পর দেবগিরি রাজ্যে মৃত আর্য্যগৌরব কি পুনর্জ্জীবিত হইল ? হাঁ তাহাই বটে, তাহা না হইলে জাতীয় অনুরাগপূর্ণ এরূপ বাক্য বহুদিনের পর শ্রুতিমূল স্পর্শ করিবে কেন ?" এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুধারা পাত হইল।

বর্ম্মাবৃত বীর উত্তর করিলেন, "সে কি মহাশয়! দেবগিরি রাজ্য কি আর্য্য বীরধর্ম্ম শূন্য হইয়াছে যে, আপনি বহুদিনের পর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন বলিতেছেন ?"

সন্ন্যাসী বর্ম্মাবৃত পুরুষের বাক্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিযা কহিলেন, "যে দিন স্বর্গীয় মহারাজ রামদেবের প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র মহাবীর শঙ্করদেব যবন সেনাপতি কাফুরের হস্তে বিশ্বাসঘাতকতায নিহত হইযাছেন, সেই দিন হইতে দেবগিরি একপ্রকার আর্য্যবীরধর্ম্মশূন্য হইয়াছে; এক্ষণে দেবগিরিতে যে সকল ক্ষত্রিয় আছে, তাহারা নামধারী আর্য্যসুতমাত্র, তাহাদিগকে দেবগিরির খিলিজি প্রতিনিধি এমরাত খাঁর ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আর্য্যনীতি ও ধর্ম্ম পালন করা দূরে থাকুক, যবনপদলেহনে জাত্যভিমান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীর এই বাক্য শুনিয়া বীরের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "বীরচূড়ামণি শঙ্কর-দেব কি বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ?"

সন্ন্যাসী উত্তর কবিলেন, "হাঁ।"

বর্ম্মাবৃত বীর পুনঃপ্রশ্ন করিলেন. "কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় আর্য্যবীর শঙ্করদেব কাফুরের হস্তে নিহত হন্ ?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "বীরবর! গোদাবরী-তীরবর্ত্তী পান্থশালায় গমন করি আসুন, সেই স্থানে আপনার নিকট শঙ্করদেবের হৃদয়বিদারক মৃত্যু-ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিব। সন্ন্যাসীর এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সহসা সমতল ভূমির প্রান্তদেশ হইতে বংশীধ্বনি হইল; সন্ন্যাসী দেখিলেন, সেই বংশীধ্বনির অব্যবহিত কাল পরেই তাঁহার সম্মুখীন বর্ম্মাবৃত পুরুষ নিজ

কটিদেশ হইতে একটি শৃঙ্গা লইয়া সমতল ভূমি প্রকম্পিত করিয়া বংশীধ্বনির উত্তর প্রদান করিলেন। শৃঙ্গার ভীম নাদ ব্যোমপথে বিলীন হইবার পরেই সমতল ভূমির প্রান্তে অশ্বপদধ্বনি—দেখিতে দেখিতে শতাধিক অশ্বারোহী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

আগত অশ্বারোহী দল মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আমাদের বর্ম্মাবৃত পুরুষকে প্রণাম করিল, বর্ম্মাবৃত বীর অগ্রগামী অশ্বারোহীকে কহিলেন, "ধুরন্ধর! নূতন সংবাদ কিছু আছে?"

ধুরন্ধর উত্তর করিলেন, 'আছে।' যে ব্যক্তি আমাদিগের বর্ম্মাবৃত বীরকে অভিবাদন করিল, তাহার নাম ধুরন্ধর সিংহ।

বর্ম্মাবৃত কহিলেন, "কি বল!"

অশ্বারোহী বিনীতভাবে কহিলেন,"তাহা কেবল আপনার কর্ণে বলিতে পারি।"

বর্ম্মাবৃত বীর কহিলেন, "তাহাই হউক।"

ধুরন্ধর সিংহ বর্ম্মাবৃত বীরের কর্ণে মৃদুস্বরে কোন কথা কহিলেন।

শুনিবামাত্র বর্ম্মাবৃত বীর চমকিয়া উঠিলেন! পাঠক মহাশয় এস্থলে ধুরন্ধর সিংহ বর্ম্মাবৃত বীরের কর্ণে কি কহিল, জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা জানিবার সময় নহে। ধৈর্য্য ধারণ করুন, আখ্যায়িকার পূর্ণ রহস্যোদ্ভেদকালে কিছুই আপনার অজানিত থাকিবে না। আমাদিগের বীর ধুরন্ধরের বাক্যে ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কার্য্যবিশেষের আবশ্যকে, এক্ষণে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; ক্ষমা করিবেন। কোন বিশেষ কারণে আর একবার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিতে বাসনা রহিল; যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে কোথায় আপনার দর্শন পাইব বলিয়া বাধিত করুন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "দেবগিরি দুর্গের দক্ষিণে অবস্থিত প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ-সন্নিহিত ভগ্ন অট্টালিকায় আমার দর্শন পাইবেন।"

"সুযোগ পাইলেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এক্ষণে বিদায় হইলাম" এই বলিয়া বর্ম্মাবৃত বীর বিদ্যুৎবেগে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমতল ভূমি হইতে অশ্বারোহীদলের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

সন্ন্যাসী বর্ম্মাবৃত বীরের এইরূপ বিস্ময়কর আচরণে তিনি কে, তৎসহচর অশ্বারোহীগণই বা কাহারা ও তাঁহার পুনঃসাক্ষাতের বাসনাই বা কেন এই সকল চিন্তা করিতে করিতে গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজন বনে।

একিরে অপূর্ব্ব রূপরাশি হেরি,
স্থিরসৌদামিনী লাবণ্য-ছটা;
জুড়াল নয়ন, বদন নেহারি—
আহা মরি কিবা রূপের ঘটা!

কবি, উপন্যাস লেখক ইহাঁরা উভয়েই কল্পনার দাস। কল্পনার ইঙ্গিতে ইহাঁরা সর্ব্বগ; কি মেরুমন্দারে, কি হিমালয়ের তুঙ্গশিবে, সাগরে, কান্তারে, নগরে, প্রান্তরে, শাণিত অসি হস্তে সহস্রযোধরক্ষিত রাজপ্রাসাদে, নন্দনে, গ্রহমণ্ডলে কোথাও ইহাঁদিগের গতি প্রতিহত হয় না। ইহাঁরা কল্পনার নিত্য সহচর; কল্পনাই ইহাঁদিগের চালক; কল্পনার সঙ্গে ইহাঁরা সর্ব্বত্রই যাইতে সক্ষম। আমরাও উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া কল্পনার অনুগমনে বাধ্য। আইস পাঠক, "লেখকের তুমি নিত্য সহচর" কল্পনার সঙ্গে একবার দেবগিরি ত্যাগে মাধুরা নগরে গমন করি।

যেদিন গোদাবরী-তীরে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, তৎপর দিন প্রাতঃকালে মাধুরার একটি সুপ্রশস্ত রাজপথে একটি হিন্দু যুবা পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। যুবক মধ্যমাকৃতি, তাঁহার বর্ণ গৌর এবং বক্ষঃ বিস্তৃত। তাঁহার আয়ত লোচন, প্রশস্ত ললাট ও সুদৃশ্য নাসিকায় মুখমণ্ডল সুশোভিত হইতেছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, দেহ মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে এবং মস্তক মনোহর উষ্ণীষে শোভা প্রকাশ করিতেছিল। পথিককে দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি বহুদূর হইতে আগমন করিতেছেন; কেন না, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে শ্রমজনিত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে বালসূর্য্যকিরণ ক্রমে প্রচণ্ড হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব ব্যোমপথে যত অগ্রসর, ততই উগ্রভাব ধারন করিতে লাগিলেন। মীনগত মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপ সরস প্রকৃতির প্রভাতের সরস ভাব শুষ্ক করিতে লাগিল। সে তাপে তৃষ্ণায় পথিকেরও কণ্ঠতালু শুষ্ক। তিনি ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সম্মুখে পথপার্শ্বে একটি বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার স্নিগ্ধ ছায়াতলে শ্রম দূর করিতে উপবিষ্ট হইলেন। পবনান্দোলিত বৃক্ষপত্রগণ শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে স্বভাব হইতে নিয়োজিত। ধার্ম্মিক গৃহস্থ যেমন শ্রান্ত অতিথি

গৃহে উপস্থিত হইলে স্বহস্তে ব্যজন করিয়া অতিথির শ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টিত হন, পাদপশ্রেষ্ঠ বটও শাখারূপ বাহুতে পত্র রূপ ব্যজন লইয়া পথিকের ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে প্রথমে ঘর্ম্মনাশ, শ্রম দূর, পরে দেখিতে দেখিতে তিনি নিদ্রার কোমল আকর্ষণে আকর্ষিত হইলেন। তাঁহার অক্ষিপত্রদ্বয় নিমীলিত ; তিনি বৃক্ষমূল উপধান করিয়া নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে সংজ্ঞা হারাইলেন। এইরূপে প্রায় এক দণ্ড গত—সহসা একটি শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!—নয়ন-মনমুগ্ধকর অপূর্ব্ব দৃশ্য!! তাঁহার নিকট শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রোপরি একটি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী যুবতী সংজ্ঞাহীনাবস্থায় পতিতা। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারই পতনশব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

কামিনীকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন ; কামিনীর নাসারন্ধ্রে হস্ত দিয়া তাঁহার প্রবাহিত শ্বাসপতন অনুভবে বুঝিতে পারিলেন যে, কামিনী মূর্চ্ছিতা, মৃতা নহেন। তখন তিনি কামিনীর মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য নিকটবর্ত্তী একটি সরোবর হইতে নিজ উত্তরীয় আর্দ্র করিয়া আনয়ন করিলেন। পুনঃ পুনঃ আর্দ্র উত্তরীয় সলিল কামিনীর সুকোমল মুখমণ্ডলে সিঞ্চন ও উত্তরীয় অগ্রভাগ ব্যজনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় কামিনীর কমনীয় রূপসরে ভাসমান—তারকাদ্বয় স্থির—নিমেষশূন্য ; তাঁহার মন যেন নয়নপথে বহির্গত হইয়া ললনার লাবণ্যজলে অবগাহন করিতেছে। তিনি দেখিলেন, কামিনী অনূ্যন পঞ্চদশবর্ষীয়া—সৌন্দর্য্যে, আকারে, গঠনে নবীনার লাবণ্য উচ্চবংশীয়ার প্রতিভা প্রকাশ করিতেছে। কামিনীর সুকুমার দেহে কৈশোরসুলভ ভাবকে পরাভব করিয়া মনোভবের প্রীতিপ্রদ যৌবনকাল বালার বক্ষে অনঙ্গের মনোরম ভাণ্ডার সজ্জিত করিয়াছে। কামিনীর বদন, নাসিকা, বিম্ব-সদৃশ ওষ্ঠ, সুগঠিত অবয়ব সকলই মনোজ্ঞ কান্তিবিশিষ্ট যুবজন-নয়নমনপ্রীতিপ্রদ। তিনি এ বিজন প্রদেশে এ অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনী কোথা হইতে আসিল ! এ সুন্দরী কে ? তাহাই জানিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কতক্ষণ পরে দেখিলেন, রমণী ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল ; উন্মীলিত আঁখিদ্বয় পথিকের আঁখিদ্বয়ে মিলিল ; ক্ষণমাত্রে নবীনার নয়ন অবনমিত হইল। তিনি ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন, পরে সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কোথায় ? মহাশয় ! আপনি কে ? আমার শুশ্রূষায় নিয়োজিত। এই কথা বলিতে বলিতে রমণী ভূতলশয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উপবিষ্টা হইলেন।

বীণার মনোহর স্বরলহরী শ্রবণে মানব হৃদয়ে যেরূপ আনন্দ উদ্বেলিত হয়, কামিনীর সুমধুরস্বর শ্রবণে পথিকের হৃদয়কন্দরেও সেইরূপ প্রীতির উৎস প্রবাহিত হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আপনি মাথুরা নগরের প্রান্তভাগে।"

"আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি একজন ক্ষত্রিয়, কোন কার্য্যোপলক্ষে এ নগরে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে স্বদেশে গমন করিতেছি, আমার নাম সুজনসিংহ।"

রমণী পথিকের বাক্য শুনিয়া সভয়ে সাগ্রহে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যিনিই হউন, যেকালে যত্ন করিয়া নিঃসহায়া সংজ্ঞাহীনা কামিনীর মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন, সে কালে আপনার হৃদয় উদার, আপনি বিশ্বাসের যোগ্য, আমি নিঃসহায়া ও বিপন্না, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।"

পথিক কামিনীর কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "আপনাকে দেখিয়া ভয়ার্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে; বলুন, আপনার বিপদ্ কি? আপনি কে? কে আপনার অহিতাচরণে চেষ্টিত? যেই হউক না কেন, আপনি যখন আমার শরণ লইলেন, শিবস্মরণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ক্ষত্রিয়, যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে, ততক্ষণ প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিব; আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার আর কোন শঙ্কা নাই।"

কামিনী সুজনসিংহের বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আতঙ্ক-জনিত উৎকণ্ঠার উপশম হইল না! যেন ব্যাধতাড়িত কুরঙ্গিণীর ন্যায় সত্রাসিত নয়নে চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমার আত্মপরিচয়, আর যে মহান্ শঙ্কটে আমি নিগৃহীতা, তাহা বলিবার সময় এক্ষণ নহে, পরে সকলই বলিব। এক্ষণে এই মাত্র বলি যে, যে পাষণ্ডদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে আমি পথিমধ্যে পদস্খলনে অচেতন হইয়াছিলাম; তাহারা বোধ হয়, আমার অনুসরণ করিবে, যদি আমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া চলুন। এখানে দীর্ঘকাল অবস্থানে বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আপনি রক্ষক হইলেও একক আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; কেননা আমার শত্রুরা প্রবল। তাই বলিতেছি, যদ্যপি আমাকে রক্ষা করেন, কিম্বা রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আমাকে অন্য কোন স্থানে লইয়া চলুন।"

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রেই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } আষাঢ়, ১২৯৬। { ৩য় সংখ্যা।

[প্রাপ্ত।]

বিশ্বেশ! বিশ্বেতে সকলি তোমার——

১

সুনীল গগন অনন্ত বিস্তারে
ব্যাপি দিগচয় ওই যে রয়েছে,
নীল দেহ তার অপূর্ব্ব আকারে
মরি কিবা শোভা কে হেন লিখেছে।
ওহে তারকেশ এই চিত্র কার,
মনোহর চিত্র নহে কি তোমার?

২

অদ্ভুত তাহাতে নূতন রঙ্গেতে,
ক্ষণে ক্ষণে ঘন আসিয়ে সদলে,
নাচিয়ে বেড়ায় উল্লাসিত চিতে,
যেন রঙ্গে শত করিদল চলে।
ওহে তারকেশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দব চিত্র নহে কি তোমার?

৩

এই মসিমাখা দেখিনু যাহারে,
শ্যামল সাজেতে খেলিছে গগনে
দেখি একি পুনঃ রজত আকারে
ওই সে বারিদ এমন কেমনে
ওহে জগদীশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার?

উজলি ত্রিলোক ঝলসি নয়ন,
আলোকিছে ক্ষিতি প্রকাশি প্রকৃতি
ঘন ঘন মাঝে খেলায় কেমন
আমোদে চপলা মধুর মূরতি।
ওহে জগদীশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার?

৫

খচিত হীরক নীল চন্দ্রাতপে
সমতারা দেহে গগন শোভিছে,
যেন কোটী দীপ উজল স্বরূপে—
মৃদুল প্রভায় মানস মোহিছে।
ওহে পরমেশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার?

৬

পূর্ব্ব নভস্তলে একি মনোহর,
রবি ছবিখানি কে আঁখি প্রভাতে।
উজলে প্রকৃতি মরি কি সুন্দর,
নবরঙ্গে যবে নভঘন মাতে।
ওহে তারকেশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার?

৭

হেমকুম্ভ যেন সুনীল সলিলে,
পবনতাড়নে তরঙ্গে নাচিছে,
তেমতি তরুণ অরুণ উদিলে,
দেখি নিশিমসি যাহাতে নাশিছে।
ওহে ত্রিলোকেশ! এই চিত্র কার,
এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার?

৮

বনাল প্রদেশে বিশাল তমালে
জড়িতা সরসে মাধবী প্রেমিকে,
সুখদনয়নে বিজন উজলে,
যেন রতি কাম বাহুপাশে থাকে!
ওহে ত্রিলোকেশ! এই চিত্র কার,
এ সুচারু চিত্র নহে কি তোমার?

৯

নিশিমসি-রাশি নাশিয়ে সকরে,
পূরব অচলে ওইযে হাসিছে
কে না মুগ্ধ হয় হেরি সুধাকরে!
রজত আকার কে তারে দিয়েছে?
ওহে ত্রিলোকেশ! এই চিত্র কার
সুন্দর সুধাংশু নহে কি তোমার?

১০

ছিল নীল নভ নূতন রঙ্গেতে
কে রঞ্জিল পুনঃ রজত অম্বর,
আহা কিবা শোভে শশীর করেতে,
ধবল দুকূল পরে চরাচর;
ওহে তারকেশ! এই চিত্র কার,
সুচারু এ চিত্র নহে কি তোমার?

১১

যে দিকে ফিরাই নয়নযুগল,
কহ দেব এই প্রকৃতি আগারে
দেখি কীর্ত্তিবল কার সুকৌশলে,
জগজনগণ-মন যাহে হরে।
ওহে তারকেশ! এই চিত্র কার,
সুচারু এ চিত্র নহে কি তোমার?

১২

পরিমল পরি প্রসূন নিচয়
সুবাসে সুবাস কানন মোহিছে,
মুকুল সকলে মধুগন্ধ বয়,
লভিতে লোভেতে ভ্রমর ছুটিছে।
ওহে জগদীশ! এই চিত্র কার,
সুচারু এ চিত্র নহে কি তোমার?

১৩

অমল সলিলে বিমল কমল,
বিকশিত কোষে ভ্রমরে মাতায় ;
যেন নীলাকাশে অমল ধবল,
শশাঙ্ক শোভিছে অতুল শোভায়।
ওহে জগদীশ ! এই চিত্র কার,
সুচারু এ চিত্র নহে কি তোমার ?

১৪

বিশ্বচিত্রকর বিশ্বের আধার,
বিশ্বের নিয়ন্তা বিশ্বের কারণ,
কার কার্য্যময় এ বিশ্ব আগার
কে সৃজে কে নাশে কে করে পালন।
ওহে জগদীশ ! এ সব কাহার,
যা দেখি তাহা কি নহেক তোমার ?

১৫

মধুর মাধব মদনরঞ্জন
মরুত মলয় বারণে চড়িয়ে,
জিতে শীতে এল তুলিয়ে নিশান,
পিক যশ গায় রাগিণী ধরিয়ে
কহ জগদীশ আদেশে কাহার,
মধুমাস আসে নহে কি তোমার ?

১৬

হাসিল প্রকৃতি মৃদুল সুহাসে,
সতী ঋতুপতি-সম্ভাষ কারণে,
পরি কিসলয়-মনোহর-বাসে
সাজায়ে সীমন্ত ফুল-আভরণে।
কহ জগদীশ আদেশে কাহার,
সাজেন প্রকৃতি, নহে কি তোমার ?

১৭

ওই যে তটিনী মধুর কল্লোলে.
নাচিতে নাচিতে সাগর যে দিকে,
চলিছে মাতিয়ে সাজায়ে দুকুলে
প্রণয়-প্রসঙ্গ-প্রমত্তা পুলকে
কহ নাথ ! নদী আদেশে কাহার,
চলে বায়ুবলে নহে কি তোমার ?

১৮

একি বিভীষণ করি দরশন !
মহীবক্ষে ঐ বিশাল আকার,
শিখরি শিখর স্পর্শিছে গগন,
নিরখি নয়নে সিহরে অন্তর।
ওহে বিশ্বপাতা আদেশে কাহার,
এই ভীম দৃশ্য নহে কি তোমার ?

১৯

এই যে প্রকৃতি স্থির ভাবে ছিল,
পলকে সে ভাব লুকাল কোথায় ?
নয়ন নিমেষে সে ভাব ত্যজিল,
তমোময় হলো জলদঘটায়।
ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার ?

২০

এই যে দেখিনু প্রচণ্ড তপন,
গগন ভালেতে ভীষণ করেতে
করিতেছিল হে প্রকৃতি দহন ;
লুকাল তাহা কি মেঘের মাঝেতে !
ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার ?

২১

আঁধার হইল, দিগন্ত বিচরে,
সজীব শিখর সম ঘনগণ
তড়িত তাহায় যেন রত্নহারে,
শোভে সারি সারি ভীম যোদ্ধগণ

কহ জগদীশ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২২

ভীষণ গর্জ্জনে অশনি নাদিছে
শুনিয়া শ্রবণ বধির হইল;
বায়ু ভীমবলে ঘনে নড়াইছে
নিষাদী বারণে যেন চালাইল।
ওহে পরমেশ! আদেশে কাহার
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২৩

ধাঁদিয়া নয়ন ইরম্মদ জ্বলে,
ভেদিতে ভূধর যেন গো আপনি,
অগ্নিমূর্ত্তিমান ঘোর রবে চলে,
সভয়ে শিখর কাঁপিছে মেদিনী।
ওহে জগদীশ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২৪

বরিষে বারিদ মুষল ধারায়,
শিখী শাখিপরে আমোদে নাচিছে;
তৃষিত চাতক আকাশে বেড়ায়,
পান করি বারি উল্লাসে গাইছে!
ওহে জগদীশ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২৫

ছুটে বায়ুকুল সন্ সন্ রবে,
সকুলে আকুল তরঙ্গিণী যত,
উথলে সাগর—লুকাতে বিভবে
চোর হতে যেন কৃপণ চেষ্টিত।
ওহে জগদীশ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২৬

আবার আকাশে শোভিল তপন,
ঘন ঘনঃ যাই জীবন ত্যজিল,
ইন্দ্রধনু হাসি মোহিল নয়ন,
অঙ্গে নানা রঙ্গ মাখি দেখা দিল।
ওহে পরমেশ! আদেশে কাহার,
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার?

২৭

অসীম ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকারে,
ফণিবর শিরে মণির মতন
গিরিনদী সিন্ধু কানন কান্তারে
হায়! কত শোভে কে করে বর্ণন!
ওহে জগদীশ! রচিত কাহার,
রচিত ইহাও নহে কি তোমার?

২৮

এই যে বসিয়ে মানব আকৃতি
বিশাল ধরায় যেন অণুপ্রায়,
বিরাজে ইহাতে কাহার শকতি?
মায়া মোহ গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়।
ওহে জগদীশ! এই চিত্র কার,
রচিত ইহাও নহে কি তোমার?

২৯

অণুযোগে তনু করিয়ে রচনা
আপনি ইহাতে বিরাজ চেতনে,
পঞ্চতন্মাত্রায় ভূতের যোজনা,
করিয়ে ঘটালে এ ঘট কেমনে
স্থূল সূক্ষ্ম লযে ঘটনা ইহার
ক'হ নিরাময়! নহে কি তোমার?

৩০

ইচ্ছা-তুলি দিয়ে মায়ারসরঙ্গে
চেতনপটেতে চিত্রকর কেন?
কহ চিত্রকর! পুনঃ কি প্রসঙ্গে
মুছ আঁক মুছ না জানি কারণ,

এ মহান্ চিত্র কিনে সাধ্য কার,
অমূল্য এ চিত্র নহে কি তোমার ?

৩১

কহ চিত্রকর ! কোথা বাস কর,
স্বরূপ তোমার কহ কি প্রকার
দেখিতে তোমায় চাহে আঁখি মোর
কহ কোথা তব সুখের আগার,
দেখা দেহ দাসে বিশ্বচিত্রকর !
স্বরূপ সুন্দর নহে কি তোমার ?

৩২

নিরাকার হ'য়ে সাকারস্বরূপে
নানারূপে সাজ খেল দিবানিশি,
আধার আধেয় নিজে বিশ্বরূপে,
করে কালক্রীড়া শান অবিনাশী
উন্মেষে নিমেষে জ্যোতির আধার,
প্রকৃতি কল্পনা নহে কি তোমার ?

৩৩

রবি-প্রতিবিম্ব, সরসীর জল
বিস্তৃত বক্ষেতে করয় ধারণ,
যেমতি, তেমতি মায়া সচঞ্চল,
প্রতিবিম্ব তব করয়ে বহন।
ওহে প্রাণনাথ ! এ স্বভাব কার,
লীলার প্রপঞ্চ নহে কি তোমার ?

৩৪

থাকিয়ে তপন সরস অন্তরে,
যথা সর হতে অনেক অন্তর ;
তুমিও তেমতি মায়ার আধারে,
যদিও বিহর নির্লিপ্ত অন্তর—
কহ হে চৈতন্য ! চেতন আমার
স্বরূপ আধার নহে কি তোমার ?

৩৫

কি গিরিকন্দরে অতলসাগরে,
কি ভূধরশিরে তপনমণ্ডলে,
ইন্দুবনে কিম্বা পাতালবিবরে,
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু নভস্তলে,
কহ গো কোথায় কর না বিহার,
সর্ব্বময়ী শক্তি নহে কি তোমার ?

৩৬

যে দেখে তোমার স্বভাবপ্রতিমা
সেই সে, স্বচক্ষে দেখিবারে পায়,
অনাদি অনন্ত তোমার মহিমা,
মহান্ যদিও সৃষ্টিছাড়া নয়,
রঙ্গভূমি রচি নিজে রঙ্গ কর,
রঙ্গময় রঙ্গ ! নহে কি তোমার ?
বিশ্বেশ ! বিশ্বেতে সকলি তোমার।

শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অথ বিবেক চূড়ামণি।*

সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দংসদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥১

বঙ্গানুবাদ। সকল বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্তের গোচর এবং মানবাদি জীবগণের চক্ষুর অবিষয়, জগতের একমাত্র উপদেষ্টা পরমানন্দ সেই গোবিন্দকে আমি নমস্কার করি।

---

* শঙ্কর সদৃশ জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য, জীবগণকে পরমাত্মতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইতে বিবেকবৈরাগ্য শমাদিষট্‌ক সম্পৎ মুমুক্ষুত্ব পরে গুণময়ী প্রকৃতি ও তদতিরিক্ত অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর ষড়বিকার-বর্জ্জিত তত্ত্ব সমুদায়ের প্রেরক পরম

ব্যাখ্যা। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রত্যক্ষীভূত এবং যাবতীয় জীব-বৃন্দের জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য গোবিন্দ। গো—বিশ্বসমূহাদি, বিদ্—জানা, অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ক্ষুদ্র সর্ষপবৎ যাঁহার জ্ঞানপ্রতিভায় প্রতিভাতিত হয়; ভাব—যাঁহার জ্ঞানদর্পণে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, পরমানন্দস্বরূপ সেই গোবিন্দ সদ্গুরুকে আমি প্রণাম করিতেছি,গ্রন্থরচনায় এই প্রথম শ্লোকে শঙ্করস্বামী অশিব নাশক শিবদায়ক মঙ্গলময় ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়াছেন।

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা।
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎপরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥২

বঙ্গানুবাদ। জন্তুগণের মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, ইহা হইতে পুরুষত্বলাভ সহজ ব্যাপার নহে; ব্রাহ্মণ জন্ম ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ জন্ম হইতে বৈদিক ধর্ম্মপথ-বিচরণশীল ব্যক্তিরই প্রাধান্য। ইহা অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ; আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদবিচারে যিনি সমর্থ, তিনি শ্রেষ্ঠতর এবং যিনি ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিতিলাভ করিযাছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম।

ব্যাখ্যা। মায়ার লীলাক্ষেত্রে অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণে মানবদেহ লাভ দুর্লভ। মানব হইয়াও পুরুষত্ব, তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদরত এবং বেদরত হইয়াও বেদবিৎ হওয়া অনায়াস সাধ্য নহে, ইহা অল্পকর্ম্মফলে হয় না; ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা আছে। বেদবিৎ হইযাও আত্মা অনাত্মার অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচারবান্, ভাব—সত্য কি এবং মিথ্যা কি, তাহা জানা; এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে আত্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই জ্ঞান যাহার আছে, তিনি বেদবিৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই বিবেকী এবং যিনি আপনার দেহস্থ অহংপদবাচ্য জীব চৈতন্যকে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মে সংস্থিত বলিয়া জানেন,—অনুভব করেন,তিনি বিবেকী হইতেও শ্রেষ্ঠতম,তাহা-কেই প্রকৃত জ্ঞানী কহা যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, সেই জ্ঞানই মুক্তি-

---

ব্রহ্ম বাসুদেবের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ এই বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যে সকল মানবের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে মায়ামল অপসারিত হইয়াছে,তাঁহারা মনঃ সংযোগে এই গ্রন্থ পাঠে কৈবল্যলাভে সক্ষম হন।

প্রদ, শতকোটী জন্মের মহাসুকৃতি সঞ্চয় না থাকিলে, সেই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান জীব লাভ করিতে পারে না।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥৩

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয় এই তিনটী দৈবের অনুগ্রহজন্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। যে সুকৃতিবান্ পুরুষ দৈবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তিনিই মানবদেহ লাভ, মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ সংসারবন্ধ-নির্ম্মুক্তি ইচ্ছা, আর মহাপুরুষ-পরায়ণ হইয়া থাকেন। উক্ত ভাবত্রয় অতি দুর্লভ।

লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং।
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপাতদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥৪

বঙ্গানুবাদ। কোন প্রকারে দুর্ল্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াও বেদাদির পার-দর্শী পুরুষত্বই দুর্ল্লভ। যে ব্যক্তি আত্মমুক্তি বিষয়ে যত্নবান্ না হয়, মূঢ়ধী সেই ব্যক্তি আত্মহা হইয়া অসৎ জ্ঞান আশ্রয় করতঃ আত্মাকে বিনিপাতিত করে।

ব্যাখ্যা। দুর্ল্লভ নরদেহ, দুর্ল্লভ পুরুষত্ব, বেদাদিতে দুর্ল্লভ পারদর্শিতা লাভ করিয়াও যিনি আত্মমুক্তির জন্য যত্নবান্ ও চেষ্টিত না হন, তাহাকে এই শ্লোকে জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কারণ মুক্তি বা আত্মোদ্ধারে চেষ্টাহীন ব্যক্তি অতি মূর্খ, সে অসৎ জ্ঞান অর্থাৎ অনিত্য সুখসাধে উন্মত্ত হইয়া আত্মাকে হনন করে অর্থাৎ অধোগমন করায়, ইন্দ্রিয় বিলাসাসক্তিতে উন্মোচিত নরকদ্বারে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করে, জন্ম জরা মৃত্যুপ্রবাহে সর্ব্বদা ভাষিতে থাকে।

লোকে জানে না যে,আত্মোদ্ধারের চেষ্টা না করা কত মহাপাতকের কার্য্য সেইজন্য গীতায় নারায়ণ বলিয়াছেন, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবে অর্থাৎ আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে, ভাব—আপনি সচেষ্ট না হইলে আত্মোদ্ধার হয় না।

ইতঃ কো ? ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥৫

বঙ্গানুবাদ। দুর্লভ মানুষ দেহ লাভ এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষদেহলাভ করিয়াও যে ব্যক্তি স্বার্থবিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়, জগতে তাহা অপেক্ষা মূঢ়বুদ্ধি কে আছে ?

ব্যাখ্যা। মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব প্রাপ্তেও যে ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হইয়া প্রমাদে পতিত হয়, জগতে তাহা অপেক্ষা মূর্খ জ্ঞানহীন আর কেহই নাই।

বদন্তু শাস্ত্রানি যজন্তু দেবান্।
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মানি ভজন্তু দেবতাঃ
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপিমুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥৬

বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রই বলুন আর দেবতা পূজা করুন, বেদোক্ত কর্ম্মে আসক্তই হউন বা দেবতা আরাধনা করুন, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম শত কল্পান্তরেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রালোচনা, দেবপূজা, বেদোক্ত কর্ম্মাসক্তি, দেবারাধনা, শঙ্করাচার্য্যের মতে ইহারা চিত্তশুদ্ধির মূল হইলেও, পরম্পরারূপে মুক্তিসাপেক্ষ হইলেও ইহারা সাক্ষাৎ মুক্তিদানে সক্ষম নহে, তাঁহার মতে আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্ম শত কল্পেও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের অনুগমন করিয়াও জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্রই বল, পূজকই হও, বৈদিক কর্ম্মে আসক্তি দেখাও, জপাদিই কর, আপনাকে আপনি না জানিলে ব্রহ্মের আয়ুকাল এ সকল সাধনে তোমার নির্ব্বাণ লাভ দুর্লভ। তন্ত্রে একস্থলে শিব বলিয়াছেন,

ন মুক্তির্জপনাৎ হোমাৎ উপবাসাৎ শতৈরপি।
ব্রহ্মৈ বাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥

অর্থ। জপ, হোম, উপবাস শত শত বার আচরণ করিলেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে দেহী মুক্ত হয়।

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণো মুক্তে রহেতুত্ব স্ফুটং যতঃ ॥৭

বঙ্গানুবাদ। (ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্থানে একটী শ্রুতি প্রমাণ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেছেন,) ধন দ্বারা মোক্ষের আশা নাই, শ্রুতি এই কথা বলেন, যেহেতুক মুক্তির প্রতি কর্ম্ম সাক্ষাৎ কারণ নহে, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল।৭

ব্যাখ্যা। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য মুক্তির প্রতি কর্ম্ম কারণ নহে, শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট জানিয়া এই শ্লোকে শ্রুতির প্রমাণ স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ধনের দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধন দ্বারা ইষ্টি পূর্ত্তি, অশ্বমেধাদি সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মুক্তির আশা করা যায় না। যেহেতুক কর্ম্মের মূলে রাগ বা কামনা সঞ্চার দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ ইচ্ছাই কর্ম্মের প্রতিকারণ; ইচ্ছা না থাকিলে কখন কেহ কোন কর্ম্ম করে না, অন্তরে ইচ্ছা উদিত হইলে কর্ম্ম প্রবৃত্তি তবে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা কর্ম্ম করিতে চেষ্টিত হই। এক্ষণে যখন দেখা গেল, সংসারপ্রসবী রাগ বা কামনাই কর্ম্মের মূল, তখন কর্ম্ম কেমন করিয়া নিষ্কাম নির্ব্বাণমুক্তির কারণ হইতে পারে? যখন কর্ম্ম মোক্ষদানে অক্ষম, তখন যে ধন দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাতে মোক্ষের আশা কিরূপে সম্ভব হয়। শ্রুতি প্রমাণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ধন ও কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না।

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেন বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥৮

বঙ্গানুবাদ। এই হেতুক বাহ্যিক সুখস্পৃহা ত্যাগ করতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি সদসৎ জ্ঞানবান্ সাধুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাধুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিষয়ে, সংযতচিত্তে মুক্তির জন্য যত্ন করিবে।

ব্যাখ্যা। আত্মতত্ত্ববিৎ শঙ্করাচার্য্য এই হেতু ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য যে বাহ্য বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধাদিতে যে জীবের অনুরাগ, জীবকে তাহা ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন; আরো কহিয়াছেন, নিত্যানিত্য বিবেকবান্ সাধুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া যিনি বিদ্বান্, তিনি সংযতচিত্তে মুক্তির জন্য যত্ন করিবেন। অর্থাৎ সাধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া অনিত্য অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগে বীতরাগ হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ যে মোক্ষ, তল্লাভে চেষ্টিত হইবেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্ব মাসাদ্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া ॥৯

বঙ্গানুবাদ। আত্মসাক্ষাৎকার লালসায় যোগারূঢ় হইয়া সংসারসাগরে মগ্ন আত্মাকে স্বয়ংই উদ্ধার করিবে।৯

ব্যাখ্যা। বুধশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য,লোকহিতার্থ এই শ্লোকে মহান্ বিষয় অবতারণা করিয়াছেন, ইহার অর্থ যে কত গুরু গভীরভাবপূর্ণ এবং ইহা বুঝান যে কত উন্নত জ্ঞানের কার্য্য, তাহা বিবেকীরাই জানেন। তিনি কহিয়াছেন, সংসারসাগরে মগ্ন আত্মাকে আত্মা দ্বারা উদ্ধার করিবে অর্থাৎ রাগাদি-সঙ্কুল সংসারে পতিত হইয়া আত্মা নিজ নির্ম্মলভাব বিস্মৃত হইযাছেন ; মায়ার দুস্তর তরঙ্গে এক্ষণে তিনি নিমগ্ন, স্তুতরাং অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকে তিনি দৃষ্টিহীন ; কেবল অহং ইদং ভাবের অনুসরণে রত। সেই শাশ্বত দৃষ্টিহীন মায়ামুগ্ধ আত্মাকে আত্মজ্যোতিতে প্রবোধিত করিয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক (যাহাকে দর্শন করিলে জীবের দৃষ্টিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয) সেই জীবের উপাদানস্বরূপ পরমব্রহ্মে দৃষ্টি স্থাপন বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ যে মানসিক স্বত্বে স্ফীত হইয়া ধী অহং বুদ্ধিতে পরিণত হয়—স্থূলভাব ধারণ করে—জীব উপাদান স্বরূপে প্রকাশ পায়,প্রথম তাহাকে স্বত্বশূন্য কর ; স্বত্বশূন্য হইলে অহং বুদ্ধি আপনা আপনি তিরোহিত হইবে। অহং মলমোচনে পরিশোধিত জীব তখন অক্লেশে অনায়াসে উপাদান কারণ ব্রহ্মে মিলিত হইয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিবে। (ক্রমশঃ।)

[প্রাপ্ত]

ধর্ম্মতত্ত্বঃ।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন !
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম্। গীতা—প্র—৪৩

ধর্ম্ম এই মহৎ বাক্যের অনুসরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। যে দিন পুণ্য নাম আর্য্যঋষিগণ গিরিগুহামধ্যে নিমীলিত নয়নে পরমানন্দ পরমেশ্বরের আরাধনায় চিরদিন অতিবাহিত করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন ও যে দিন ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ ধর্ম্মকঞ্চুকে আবৃত হইয়া সংসারসংগ্রামে জয়লাভ করতঃ অখণ্ড নিরুপাধি পরমেশ্বরের রাজ্য অধিকার করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ

করিয়াছেন, যে দিন হইতে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পূতকাল অতীত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের আর্য্য-গৌরব একেবারে পাপপঙ্কে নিমগ্নপ্রায় ও ধর্ম্মপথ একরূপ দুর্গম ভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্ম যে কি এবং কিরূপে ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন না এবং জানিতে ইচ্ছাও করেন না।

ধর্ম্ম কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সাধারণ মনুষ্যের একমাত্র আশ্রয়নীয়, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলের সমানরূপে সেব্য এই বিষয়ে নীতিশাস্ত্রবিৎ কামন্দক কহিয়াছেন,——

ধর্ম্মার্থকামঃ সমমেব সেব্যাঃ
যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটিকে সমানরূপে সেবা করিবে, যে ব্যক্তি একশক্ত অর্থাৎ উক্ত অন্যতমের মধ্যে যে ব্যক্তি একে আসক্ত হইবে, সেই ব্যক্তি জঘন্য; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নীতিশাস্ত্রবিৎ কামন্দক প্রথমেই "ধর্ম্ম" এই শব্দ নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সহিত অর্থকাম সেবন বিষয়ে মতি প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ ধর্ম্মমূলক সমস্ত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করা বড়ই সুকঠিন; তবে চেষ্টার ত্রুটি হইলে পাঠকবর্গের নিকট লজ্জিত বা দোষী হইতাম।

এই স্থলে সুচতুর নৈয়ায়িকগণ কি কহিয়া থাকেন, তাহাও দেখা যাউক, ধর্ম্ম শব্দের অর্থ "বৃত্তিমত্ত্ব ধর্ম্মত্বম্" বৃত্তিমৎ পদার্থই ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তু থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। পাঠক এই স্থলে একটু মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, বড়ই বাধিত হই। পৃথিবীতে গন্ধ, জলে স্নেহ, আত্মায় জ্ঞান এবং যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহাও আত্মায় বর্ত্তমান, নৈয়ায়িকগণ দ্রব্যমাত্র বৃত্তি যে বস্তু, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আত্মা দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং আত্মা বৃত্তিধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মায় ধর্ম্ম আছে, তাদৃশ পৃথিবী, তাহাতে গন্ধ ইত্যাদি। আকাশে শব্দ পরিমাণ, শারীরিক ক্রিয়া সকল পদার্থকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। আমাদের আশ্রয়নীয় এবং চিরন্তন কৌলিক প্রথানুসারে বর্ত্তমান যে ধর্ম্ম তাহাও বৃত্তিমৎ পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইল: কেননা ধর্ম্ম মনুষ্যজীবনের ধন ও গতি এবং তপঃ-কৃশ ঋষিগণের হৃদয়কোষ রত্ন। ক্রমশঃ।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কামিনীর এই বাক্যে সুজনসিংহ কহিলেন, "তবে তাহাই হউক, আসুন আপনাকে দেবগিরিতে লইয়া যাই।" এই বলিয়া সুজনসিংহ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, কামিনীও তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ত্বরিতপদ, উভয়েই দ্রুতগমনে ব্যস্ত—দেখিতে দেখিতে বন, কান্তার, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত। পল্লীপ্রবেশমুখে একটি বিপনি পাইয়া সুজনসিংহ তত্রত্য একটি লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি শিবিকা, অশ্ব কিম্বা শকট পাওয়া যায়?"

দোকানদার উত্তর করিল, "এখানে পাওয়া যায় না—এস্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অশ্ব, যানাদি পাওয়া যাইতে পারে।

সুজন সিংহ কহিলেন, "কোন্ দিকে গমন করিলে, তথায় উপস্থিত হইতে পারিব?"

দোকানদার উত্তর করিল, "এই রাস্তায় গমন করিলে, তথায় পৌছিতে পারিবেন।" এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

সুজন সিংহ ও রমণী অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

অস্তাচলে রবি রক্তিম বদনে,
ধীরে বহিতেছে প্রদোষ পবন,—
হেনকালে এই প্রান্তর বিজনে,
কে তোমরা দোঁহে করিছ গমন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পক্ষপরে একদিন অপরাহ্নে দাক্ষিণাত্যের একটি বিজন প্রান্তর দিয়া দুইটি লোক অশ্বারোহণে দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছিল। পাঠক! ইহাদিগকে চিনিতে পারিবেন কি? ইহারা অপর কেহ নহে, ইহারা আপনার পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রীয় যুবক সুজনসিংহ ও সেই নিঃসহায়া যুবতী। সুজনসিংহ অশ্বারোহণে অগ্রে ও তৎপশ্চাতে যুবতী।

উভয়ে তুরঙ্গচালনে সুপটু—উভয়ে সত্বরগমনে দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ বিজন প্রান্তরের অর্দ্ধাধিক ভাগ অতিক্রম করিলেন।

এই সময়ে সূর্য্যদেব নিয়তি-নিয়োজিত দৈনিক কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, ধীরে ধীরে অস্তগিরি-শীরে আরূঢ়—দেখিতে দেখিতে গিরি-পার্শ্বে একেবারেই লুক্কাইত হইলেন। পর্ব্বত, প্রান্তর, নদ, নদী, বন জ্যোতির্ম্ময় ভাস্করের অস্ত-গমনে পলকে পলকে নিশা-তম-তস্করের করকবলিত হইতে লাগিল। তমঃ আতঙ্কসহচর, সুতরাং তৎসমাগমে জীবমাত্রেই যে শশঙ্কিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তাই বিহঙ্গগণ আতঙ্কে আপন আপন আশ্রয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাহাদের পক্ষ, পদচালন শব্দে তাহারা যে নীড়ে নিশা যাপন করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাহারই পরিচয় দিতেছে।

নিশা সমাগম দৃষ্টে আমাদিগের সুজনসিংহ ও তৎসহচারিণী যুবতী পূর্ব্বা-পেক্ষা অশ্ববেগ দ্রুত করিতে পুনঃ পুনঃ অশ্বকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্বও আরোহীদ্বয়ের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আরও দ্রুতপদে প্রান্তর কম্পিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সুজনসিংহ বহুদূরে অবস্থিত অস্পষ্ট প্রাসাদচূড় দেখিয়া অশ্বরজ্জু শ্লথ করিলেন—পরমুহূর্ত্তে কামিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "বহুক্ষণ আপনার অশ্বপৃষ্ঠে বড় কষ্ট হইতেছে, আর দ্রুতগমনে আবশ্যক নাই, ঐ সম্মুখে কৈবল্যপুর দেখা যাইতেছে, উহা প্রায় এস্থান হইতে এক ক্রোশ হইবে; এই ক্রোশপরিমিত পথ অল্পক্ষণে অনায়াসে মন্দগমনে অতিক্রম করা যাইতে পারে।"

এই বলিয়া সুজনসিংহ নীরব হইতে না হইতে পশ্চাৎ হইতে একটী তুরঙ্গ পদবিক্ষেপের উচ্চশব্দ তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল।

রমণী পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আতঙ্কে বিচলিতা হইলেন, শঙ্কায়, নিরাশে, তিনি সুজনসিংহের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "একি! কেহ কি আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে?"

কামিনীর এই বাক্যের প্রতিউত্তর দিতে সুজনসিংহ ওষ্ঠ উন্মীলিত করিবার পূর্ব্বে একটি অশ্ব সুসজ্জিত আরোহীপৃষ্ঠে লইয়া বিদ্যুৎবেগে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুজন সিংহ দেখিলেন, অশ্বারোহী একজন দক্ষ সাদী, কেননা, তুরঙ্গের সেইরূপ দ্রুতবেগ সম্বরণ অপরের দুঃসাধ্য হইলেও আগন্তুক অশ্বারোহীর শিক্ষিত কৌশলে পলকে সংযত বল্গায় অশ্বের গতি রুদ্ধপ্রায়—অশ্ব তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান—অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান হইল।

অশ্বারোহী একজন হিন্দুযুবক। তাহার দেহ উন্নত অবস্থাপন্ন, সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত, তাহার কটিদেশে একখানি কোষবদ্ধ অসি দুলিতেছে। ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে যত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সুজনসিংহ বুঝিলেন যে, অশ্বারোহী একজন শ্রীমান্ যুবক এবং তাহার দেহ সুগঠিত ও দীর্ঘাকার।

অশ্বারোহী দিব্যনৈপুণ্যে অশ্ববল্গা আকর্ষণে অশ্বগতি স্থির করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ সন্ধ্যামুখে আপনারা কে এ স্থান দিয়া কোথায় যাইতেছেন? বলিতে পারেন কৈবল্যপুর এস্থান হইতে কতদূর?"

তদুত্তরে সুজনসিংহ কহিলেন, "আমি একজন ব্যবসায়ী, আমার নিবাস কৈবল্যপুর। বাণিজ্যোদ্দেশে বহুদিন বর্দ্ধনগল ও মাধুরায় অতিবাহিত করিয়া অদ্য স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছি." 'ইনি'—এই বলিয়া কামিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আবার কহিলেন, "আপাততঃ আমার সঙ্গিনী। আপনি কৈবল্য পুরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ওই—কৈবল্যপুর তোরণের উন্নতচূড় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উহা প্রায় এস্থান হইতে এক ক্রোশ অন্তর হইবে।"

যুবক অশ্বারোহী সুজনসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যেকালে আপনাদের ও আমার গন্তব্যস্থান এক, তখন আপনাদিগের সঙ্গী হইতে পারি কি?"

যুবক অশ্বারোহীর বিনীত বাক্যে সুজনসিংহ উত্তর করিলেন, তাহাতে বাধা কি, যখন উভয়েই কৈবল্যপুরে যাইতেছি, তখন আসুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাউক।"

অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা তবে চলুন।"

এই কথার পর সকলে কৈবল্যপুরাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে অশ্বারোহী সুজনসিংহকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনারা কি দেবগিরি রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এতাবৎকাল মধ্যবর্ত্তী রাজপথ দিয়া আসিতেছেন?" যুবক অশ্বারোহী এই প্রশ্ন করিলেন এবং ইহার উত্তরে তাঁহারা যে মধ্যপথ দিয়া আসিতেছেন, তাহা জানিয়া আবার বলিলেন, "তবে বোধ হয়, আপনারা দ্বাদশটি পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারীদের এই পথে যাইতে দেখিয়া থাকিবেন,বলিতে পারেন,তাহারা কখন এই পথে গমন করিয়াছে?"

যুবক অশ্বারোহীর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সুজনসিংহ কহিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি, প্রহর অতীত হইল কতিপয় অস্ত্রধারী প্রহরী-বেষ্টিতা কতকগুলি

কুমারী এই পথ দিয়া গমন করিয়াছে,—তাহাদের দেখিয়া কুমারী বলিয়াই বোধ হইল; যেহেতু তাহাদের সীমন্তে সিন্দুর দেখিতে পাইলাম না।"

সুজনসিংহের বাক্যশ্রবণে যুবক অশ্বারোহী দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগে বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি? এত শীঘ্র তাহারা গমন করিয়াছে? তবে আমার শ্রম সকলই বিফল হইল।" যুবক এইমাত্র বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইলেন; বোধ হইল, তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সুজনসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহীর অন্তরে কোন দুঃসহ ক্লেশ উদিত হইয়াছে, তাই যুবক দীর্ঘশ্বাসত্যাগে চিন্তাকুল—আনত আননে নীরব। সুজনসিংহ প্রকৃত সজ্জন—তাঁহার অন্তর সরল, সদয়, কাহার দুঃখ বা বিষণ্ণভাব দেখিলে তাঁহার অন্তরে স্বভাবতঃ ব্যথা লাগিত: সুতরাং যুবক অশ্বারোহীর নির্ব্বাক্—বিষাদ চিন্তায় এক্ষণে তিনি ব্যথিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি কহিলেন, "আপনার নির্ব্বাক্ চিন্তায় নিরাশ অনুমিত হইতেছে,—বোধ হয়, আপনার অন্তর কোন গুরুতর বেদনায় ব্যথিত, বলুন, আপনার বেদনা কি? যদি আমার সাধ্য থাকে—যদি আমার দ্বারা কোন উপকার সম্ভব হয়,—তবে অসন্দিগ্ধমনে বলুন, আপনার বেদনা কি? পরোপকার যখন মানবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম, তখন আমি তাহাতে কখনই পশ্চাৎপদ নহি, যথাসাধ্য কষ্টলাঘব করিতে—উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।"

যুবক অশ্বারোহী সুজনসিংহের সদয়বাক্যে, সুজনসিংহ যে পরদুঃখে কাতর, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন; মানসে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার ন্যায় উন্নত হৃদয়বান্ পুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়। আপনার সদয় আশ্বাসপ্রদ উদারবাক্যে আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। আপনার অনুমান যথার্থ, আমি নিরাশে যথার্থই দুঃসহ মনোকষ্ট ভোগ করিতেছি। আমি অতি হতভাগ্য, যে দুঃখ দারুণে আমি নীরবে চিন্তাকুল, আমার সেই মনোবেদনার কারণ শুনুন।" এই বলিয়া যুবক অশ্বারোহী আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন:—

"মহাশয়! আমি, দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন খিলিজির প্রতিনিধি ও দেবগিরির শাসনকর্ত্তা এমরাত্ খাঁর প্রধান মন্ত্রী ও ওমরাহ হিন্দু সামন্ত দ্বারকেশ ভাওয়ের পুত্র, আমার নাম কুশলসিংহ। আজ বৎসরদ্বয় হইল আমি একদিন শিকারে গিয়া দেবগিরির প্রান্তসীমাস্থিত নাহরগ্রামে একটি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী

দরিদ্র তনযাকে দর্শন কবি। দর্শনাবধি আমি তাহাতে আসক্ত হইলাম, তাহার মনোহব রূপে—প্রাণপ্রফুল্লকর হাস্যে—প্রমোদ কটাক্ষে এ জনমের মত আত্ম বিক্রয় করিলাম। সেই দিন হইতে নব অনুবাগের প্রীতিকব স্রোতে—প্রায়ই সকলের অজ্ঞাতে তাহাব চারুমুখচন্দ্রমা দর্শন করিতে যাইতাম। ক্রমে দেখিলাম, তাহাবও অন্তব আমাতে আশক্ত—সেও আমাকে ভালবাসিল। আমিও যেরূপ তাহাব জন্য—তাহাকে দেখিবার লালসায উদ্বিগ্ন হইতাম, বুঝিলাম, সেইরূপ তাহারও অন্তর, আমাব জন্য—আমাব দর্শনলালসায—আমার আশা-পথ নিরীক্ষণে উদ্বিগ্ন হইত। সেইরূপ সানুরাগ সাক্ষাতে—প্রীতিকর মিলনে দেখিতে দেখিতে সার্দ্ধৈকবর্ষ গত হইল। তখন আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমাব পিতাকে আমাব প্রণযঘটিত আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার সম্মতিগ্রহণে প্রণযিণীব পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু হায়! বিধি যাব প্রতিবাদী—বিবোধী, তাহার আশাপূর্ণেব সম্ভাবনা কোথায়। অদ্য ছয মাস হইল, এক দিন সায়াহ্নে যখন আমি প্রিয়াসন্দর্শনের পর, গৃহে ফিরিযা আসিলাম, আমাকে দ্বারদেশে দেখিবামাত্র একজন পবিচারক বলিয়া উঠিল, 'আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইল, আমি আপনার অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম' পরিচারকের বাক্যে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?' সে উত্তর করিল, 'দিল্লীশ্বরপ্রতিনিধি আমাদের দেবগিবিব শাসনকর্ত্তা জানি না, কি কারণে আপনাদের পিতাপুত্রকে দ্রুত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছেন' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পিতা কোথায়?" সে উত্তর করিল, 'তিনি এক্ষণে মান্যবর প্রতিনিধির দেওয়ানখানায গিযাছেন, আর আমাকে আপনার অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে তথায় লইযা যাইতে আদেশ দিয়াছেন।' আমি পবিচারকের মুখে পিতার আদেশ শুনিযা তৎক্ষণাৎ দেবগিরি-দুর্গাভিমুখে—এমরাতের দেওয়ানখানা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। দুর্গদ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র, একজন রক্ষি' আমাকে দেওযানখানায় লইয়া গেল; সেখানে গিয়া দেখি, আমার পিতা, আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও তাতারজাতীয় আমীর ওমরাহ সহ প্রতিনিধি এমরাত্ খাঁ গম্ভীর বদনে কোন গুরুতর গোপনীয় মন্ত্রণায় নিয়োজিত।'

ক্রমশঃ।

াহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান;
...া অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

... সংখ্যা।

ও মন ভুলি... ...

১

...লয়ে কেন ভবের ভ্রমণে
... রঙ্গে ভাস রসের তুফানে!
এখানে ...দিন রবে,
কদিনের তরে ভবে,
... প্রাণান্ত দিন ভাব একবার;
...ী জীব তুমি নহ হেথাকার।

২

...য়া অভিনয়স্থলী এ বিশ্বসংসার,
সুরূপ কুরূপ এর পটের সঞ্চার;
অভিনেতৃ জীবগণ—
তুমি তার একজন,
সুখ দুঃখ মোহ শোক অভিনয় সার!
অহঙ্কার অলঙ্কার আমার আমার।

জন্ম জরা মৃত্যু মাত্র বাদ্য ...
এ তিন বাদ্যের তালে নাচ অনিবার।
পলক সুস্থির নও,
ঐ বাদ্যের তালে গাও,
ও মন বুঝিয়া লও গতিক তোমার,
মায়াক্রীড়নক মিছে তব অহঙ্কার।

৪

তোমার যে দম্ভ দর্প শার্দ্দূলবিক্রম,
তোমার যে উচ্চ আশা বীর্য্যের বিক্রম
সত্য এর কহ কিবা!
কদিন এদের বিভা—
অনিত্য সংসারে তব গৌরব রাখিবে!
এ সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত দেহে কদিন রহিবে!

কদিনের তরে তব বিপুল বিভব
কদিনের তরে তব আত্মীয় বান্ধব ?
কদিনের তরে পিতা,
সহোদর ভগ্নী মাতা,
দুহিত্রী কলত্র আদি প্রিয় পরিবার,
আনন্দে উৎফুল্ল হও মুখ দেখি যার।

৬

ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভা চমক যেমন,
এ হেন অস্তিত্বকাল জাননা কি মন ?
তবে কেন বৃথা ভ্রমে,
মায়া নৃত্য সসম্ভ্রমে,
অনিত্য-সংসার,
াক আর।

সলিলে,

সবেগে সধ
বায়ু ববিকরে পুন
তবে বিহঙ্গমবর হয় ত

৮

তেমতি তুমিও মন। মায়াহ্রদ হতে,
হওবে উত্থিত দ্রুত বিবেক বুদ্ধিতে ;
বৈরাগ্য বলেতে মন !
বুদ্ধিপক্ষ সঞ্চালন
কর তথা, মায়ারস আর্দ্রভাব আর
রেখনা ঝাড়িয়ে ফেল্ল রবেনা তোমার।

৯

ছাড় মন মায়ামল হেয অহম্ভাব,
এখনি ঘুচিয়ে যাবে মলিন স্বভাব,

কা
আ
হর্ষ শোক
কার্পণ্য আল

১০

এ সকলি জীব ! তব বুদ্ধির বিকার,
এ সব অচিরস্থায়ী নহে সদাকার,
মায়ায় মগন তুমি,
তাই তব মন-ভূমি—
কলঙ্কিত করিতেছে এ সব জঞ্জাল,
ইহারা উপাধিগত ভ্রমমায়া জাল।

১১

বার,
-বিকার,

করি,
ভেদিতেছে, করিতেছে
সৃজি পঞ্চক্লেশ নিত্য

বুদ্ধির কর্দ্দম
চিত্তেতে এ
জগতে
এ জন্য মানব
দিয়ে তোবে পাঠালেন একার্য্য সাধিতে
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি ভাব তা কি চিতে ?

১৩

এ সাধন ভুলে গেলে মায়ার ছলনে,
আশার আশ্বাসে বসি সস্মিত বদনে,
ধূলি ক্রীড়নক লয়ে,
কত কুতূহলী হয়ে,

[illegible] মত্ত মানবের প্রায়
[illegible] কাল, অঘোর খেলায়।

১৪

আসিল যৌবন যবে হাসায়ে জীবন,
তুলিয়ে বিনোদবৃত্তি মানস-রঞ্জন,
বিশ্বের প্রতি দৃশ্যেতে,
ছুটে যবে অবাধেতে,
সরস আনন্দস্রোত প্রণয়হিল্লোলে,
বাজিল ধমনী যবে কামনার তালে।

১৫

তখন তরুণী চিত তোষের কারণ,
[illegible] তাতে কত রত মন;
[illegible]
হা [illegible]
গেল কাল মধুকাল [illegible]

১৬

[illegible] পরিবারচিন্তি ভ্রান্তিঘোরে থাকি
[illegible] প্রতি খুলিলে না আঁখি!
[illegible] র সংসার করে,
[illegible] ন কূপ ভিতরে,
[illegible] য় খেদ করিলে না তায়,
[illegible] সতত চিত্ত মায়ার জ্বালায়।

১৭

আসিল বার্দ্ধক্য, তবু অহং অধ্যক্ষতা,
গেলনা প্রাচীনে কেন নবীন-মূর্খতা?
আর কি সময় আছে,
ঐ কাল ফিরে পাছে,
কাছে কাছে আছে স্বধু অপেক্ষে সময়,
এখন হলোনা মন বিবেক উদয়?

১৮

এখন বিভবভাবি বিকল অন্তর,
ভ্রমেও ভাবনা চিতে আছে লোকান্তর
এখন আবাসে আশ,
এখন অর্থের দাস,
অনর্থ এখনি ঘোর লাগাইবে কাল,
অবাধ্য সে যে,তাহার নাহি কালাকাল।

১৯

যেতে হবে চিরতরে রবেনা হেথায়,
[illegible] করিলে বি [illegible]
[illegible]
এসেছ [illegible]

২০

অতএব কেন আর অজ্ঞান আঁধারে,
করমে পরমে ভুল অসার সংসারে;
জীব, যাঁর অধিষ্ঠানে
আছ রে জীবিত প্রাণে,
সেই জ্ঞেয় নিত্য পূর্ণ সত্য নিরঞ্জন—
প্রিয়জন সেই, ভাব তাঁরে প্রয়োজন।

শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দেওয়ানখানার নিভৃত মন্ত্রণা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মর প্রস্তরাসনে আসীন সম্রাট প্রতিনিধি এমরাত্ খাঁকে অভিবাদন করিলাম। আমাকে শান্তিত

জানুতে অভিবাদন করিতে দেখিয়া প্রতিনিধি কহিলেন, "কুশলসি[illegible] আজি এখানে আহ্বান করা হইয়াছে, কেন, তাহা তুমি জান ?" [illegible] উত্তর করিলাম, "আজ্ঞা না।"

আমার প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া প্রতিনিধি মহাশয় পার্শ্বস্থ একজন বর্ষীয়ান তাতার ওমরাহের প্রতি কটাক্ষে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতমাত্র বর্ষীয়ান তাতার ওমরাহ কহিলেন, "কুশল, তোমার পরীক্ষিত পরাক্রম মান্যবর প্রতিনিধি মহাশয় সম্রাটের একটি গুরুতর কার্য্যোদ্ধারের জন্য নিয়োজিত করিতে চান, সেইজন্য তোমাকে এই স্থানে প্রতিনিধি মহাশয়ের আদেশে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাতে তোমার অভিমত কি ?" তাতার ওমরাহ এই বলিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয় ! দাস প্রভুর আজ্ঞাবহ, প্রভুর ইচ্ছা, আদেশ, দাসের [illegible] আমরা [illegible] যুবা [illegible] দেশ [illegible] থাকিলেও আমি তাহা পালন [illegible]

[illegible] তের মুখমণ্ডল হর্ষবিকসিত হইল [illegible] কহিলেন, "কুশলসিংহ, আমি জানি, তোমার পিতা এবং তুমি দিল্লীশ্[illegible] উদ্দীনের ও তাতার শাসনের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী,সেইজন্য তোমাকে দি[illegible] কার্য্যে নিয়োজিত করিতে আমার একান্ত বাসনা। এক্ষণে যে কারণে তো[illegible] দেওয়ানখানায় ডাকান হইয়াছে,বলিতেছি শ্রবণ কর। কুশলসিংহ, আমি [illegible] করি, তুমি জান বা শুনিয়া থাকিবে, যে সময়ে মাননীয় সেনানী কাফুর [illegible] শঙ্করদেবকে জয় করেন,তখন শঙ্কর অধীনস্থ পরাজিত বহুসংখ্যক হিন্দুসৈন্য দেব-গিরিতে তাতার আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইতে দেখিয়াও বশ্যতা স্বীকার না করিয়া দেবগিরির দুর্গমবনে আশ্রয় লয়। এতাবৎকাল তাহাদের কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি শুনা যায়, সিন্ধুকুলবর্ত্তী মাথুরা দেশ হইতে আগত হরপাল নামক একজন অকুতোভয়, বিচিত্রবীর্য্য, রণদুর্ম্মদ অসীমসাহসী, হিন্দুবীরকে নেতৃত্বে পাইয়া তাহারা দেবগিরিতে মহান্ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের দ্বারা নগরলুণ্ঠন,পল্লীদাহন,তাতারসৈন্যপীড়ন,তাতার রাজ-

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সময়ে সময়ে অনবধানে অবস্থিত তাতার সৈন্য ... নানাবিধ অত্যাচার সংবাদে প্রতিনিয়তই আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত ... তাতার শাসন বিরুদ্ধে তাহারা যেরূপ অত্যাচার, উৎপীড়ন ... য়াছে, তাহাতে আশু তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক। ক্রমে তাহা- ... ও অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হইতেছে। উপেক্ষা করিয়া আর তাহা- দিগকে প্রশ্রয় দান করা উচিত নহে, সামান্য অগ্নি অল্প জলসেচনে প্রথমে নির্ব্বাপিত করা যাইতে পারে, অগ্রে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে দেশব্যাপী কালানল প্রজ্বলন ভাব ধারণ করিতে দিলে তাহা নির্ব্বাপিত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গমেই দলনাবশ্যক। শুনিতেছি, হরপাল একজন তাতার শাসনবিদ্বেষী, দেবগিরি হইতে তাতার শাসন উন্মূলন করাই তাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য—দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের সমুন্নত বিজয়কেতন পাতন করাই তাহার ... বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তাই সে এক্ষণে বিদ্ধস্ত ... হরপা... সমগ্র ...

... তে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে সবলে ... স্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইবে। এরূপ ঘোষণা ... কোন কার্য্য হইল ... । এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, একজন উপযুক্ত সুদক্ষ, সাহসী, ... রাজবিদ্রোহী হরপালের দমন জন্য নিযুক্ত করিব। সেইজন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। দুর্বৃত্ত বিদ্রোহী হরপালকে দমন করিবার জন্য আমি তোমাকে পঞ্চহাজারি মনসোবদারীপদে বরণ করিতে উৎসুক।"

... বলিয়া প্রতিনিধি এমরাত্ খাঁ মর্ মর্ প্রস্তরাসন-সংলগ্ন সোপানাবলী অবরোহণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন নামাঙ্কিত স্বর্ণকোষবদ্ধ ... নি কৃপাণ আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "হজরত পয়গম্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি শত্রুজয়ী হইয়া তাতার শাসন ও সম্রাট সম্মান দেবগিরিতে অক্ষত রাখ।"

পরক্ষণে প্রতিনিধি সভা ভঙ্গ করিয়া দেওয়ানখানা হইতে উঠিয়া গেলেন; আমিও গৃহে আসিলাম। পরদিনেই আমাকে তাতারসৈন্য সমভিব্যাহারে বিদ্রোহীনায়ক হরপালের দমন জন্য বহির্গত হইতে হইল; সেই দিন হইতে পর্ব্বতে, কান্তারে, প্রান্তরে ও দেবগিরির সর্ব্বত্রেই বিদ্রোহীনায়ক হরপালকে

অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ; এইরূপে ছয়মাস কাল গত হ[illegible] নায়ক হরপালকে দমন করিতে চেষ্টিত হইয়া সেই চেষ্ট[illegible] হইয়াছি যে, অদ্য ছয় মাস কাল ক্রমাগত দেবগিরি রাজ্যের [illegible] করিতে হইতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইতে পারি না[illegible] দিনের জন্যও প্রিয়তমার বদন দর্শনের অবসর পাই নাই। কেবল অদ্য সুযোগ পাইয়া একবার নাহরগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম—প্রিয়াদর্শনলালসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা ভাগ্য ভাঙ্গিয়াছেন, অদৃষ্টের কঠোর পরিবর্ত্তনে সে সানুরাগ-মিলন ভঙ্গ হইল—চিরকালের জন্য ভঙ্গ হইল! প্রণয়িণীকে আর দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম, দেবগিরির অধীনস্থ কৈবল্যপুরের ঠাকুররাজ ধূর্জটি পাণ্ডের কৈবল্যনাথ শিবের সেবার জন্য কুমারীস্বরূপে তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে—আমার হৃদয়প্রতিমা চির[illegible]লম্বনে শিব-সেবার জন্য নির্ব্বাচিতা। এই [illegible] শূন্য [illegible]তে লাগিলাম, যেন মস্তকে ব[illegible]হিতে অন্তর হইতে অন্তর হইয়া গেল; [illegible]তে [illegible]কে আ[illegible]পরে [illegible]থ যদি কোন সুযোগে প্রণয়িণীকে দেখিতে পাই, [illegible]র তাহাকে দেখিয়া লইব; এই ভ[illegible] [illegible] সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্রুতপদে [illegible]দিকে আসিতেছি। গ্রহকষ্টে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কো[illegible] মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল! যেকালে আপনার মুখে শুনিলাম, [illegible] পথ দিয়া গমন করিয়াছে, তবে বোধ হয় এতক্ষণে তাহারা কৈবল[illegible] করিয়াছে, আর বোধ হয়, প্রণয়িণীকে এ জন্মে কখন দেখিতে পাইব না।" এই বলিয়া যুবক অশ্বারোহী কুশলসিংহ নিরাশান্দোলিত মনোবেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সুজনসিংহ কুশলসিংহের বাক্যে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি যখন প্রান্তরে রক্ষিবেষ্টিতা সুন্দরী কুমারীগণকে দেখিয়াছিলাম, তখনই তাহারা কে, কেন রক্ষিবেষ্টিতা, আর কোথায় যাইতেছে, জানিতে আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে। পুনরায় আপনার মুখে "শিব-সেবার জন্য কুমারীগ্রহণ" এই কথা শুনিয়া কুমারী ঘটিত আমূল বৃত্তান্ত জানিতে আমার আন্তরিক কৌতুহল ও ঔৎসুক্য আরো দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

[illegible] কহিলেন, "সেকি মহাশয়, আপনি কি জানেন না, বাৎসরিক [illegible]বল্যপুর ও তদধীনস্থ, গ্রামসমূহ ঠাকুররাজ ধূর্জটি পাম্বকে শিব-[illegible]র্বে দ্বাদশটি কুমারী দান করিতে বাধ্য।

[illegible]ংহ উত্তর কবিলেন, "কৈবল্যপুব আমার বাল্য বাসস্থান হইলেও [illegible]নগর এবং মাধুরাদেশে বাণিজ্যার্থে অবস্থান করায় আমি দেশের কোন নবনীতি বা সংবাদ অবগত নহি, আপনার মুখে কুমারীসম্বন্ধে নবনীতি এই প্রথম শুনিলাম।"

কুশল সিংহ বলিলেন, "হইতে পারে।"

সুজনসিংহ আবার কহিলেন, "আপনি যে বলিলেন, আর আপনাব প্রণ-য়িনীর সহিত এ জন্মে দেখা হইবে না, তাহার কারণ কি?"

কুশলসিংহ উত্তর করিলেন, "শুনিয়াছি, কৈবল্যনাথ-সেবার্থ প্রদত্ত কুমাবী-গণ [illegible]থের আলয়ে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগকে দেবালযের দ্বাব উ[illegible]

[illegible]সিংহ কহিলেন, "কেন?"

[illegible] করি[illegible]

[illegible]লয়ের কারণ?"

[illegible]সিংহ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "শুনা যায়, কৈবল্য[illegible]

[illegible]ীভূত কারণ।"

[illegible]কার্য্যের সহিত দেবাদেশের সংশ্রব শুনিয়া সুজনসিংহের অন্তরে [illegible]কনি উদ্বেলিত হইল। তিনি বিস্ময়স্তম্ভিত পলকশূন্য স্থিরনেত্রে [illegible]লের [illegible]পানে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, "সে কিরূপ?"

তদুত্তরে কুশলসিংহ কহিলেন, "লোকমুখে শুনা যায় যে, কৈবল্যনাথ মহাদেব আজি দুই বৎসর হইল, এক দিন নিশাযোগে স্বপ্নে আবির্ভূত হইযা ধূর্জটিপাম্বকে এইরূপ প্রত্যাদেশ কবিয়াছিলেন, যথা:—'ধূর্জটি, আমার সেবা ভাল হইতেছে না, আর আমি এ স্থানে থাকিতে পারি না, যদি আমাকে এ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে ভগবতীস্বরূপিণী কুমাবী দ্বারা আমার পূজাব উপচার দ্রব্য স্পর্শ করাইবে, অপর কাহাকে আমার পূজোপচার পুষ্প, বিল্বপত্র, নৈবেদ্যাদি স্পর্শ করিতে দিবে না। সংসারে আবদ্ধ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাম-সম্পর্কে সকলেই অশুদ্ধচিত্ত,—অস্পৃশ্য সুতরাং তাহাবা আমার সেবার সম্পূর্ণ

অযোগ্য। আমি সন্ন্যাসীপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, সন্ন্যাসাচারে পূজিত হই। সঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী ও অবিবাহিতা কন্যা বা কুমারী আ... পূজোপচার স্পর্শের পাত্র।"

আস্তিক সুজনসিংহ কুশলের মুখে বিস্ময়কর এইরূপ দেবা... ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে উদ্দেশে কৈবল্যনাথকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "তার পর তার পর।"

তদুত্তরে কুশলসিংহ সুজনসিংহের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য আবার কহিলেন, "এইরূপ দেবাদেশ যে দিন হয়, তৎপরদিন প্রাতে ধূর্জটি পান্থ কৈবল্যপুর ও তদধীনস্থ যাবতীয় গ্রাম ও পল্লীস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু অধিবাসীগণকে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকটে দেবাদেশ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। রঘুজিভূমা নামক একজন দেবালয়ের প্রধান রক্ষকও সেই নিশীথে তৎসহ শিবসাক্ষাৎকার ও তদ্রূপ শিবাদেশ সর্ব্বসমক্ষে বর্ণনা করিল।"

আস্তিক দেবভক্তিপরায়ণ ... ভগবান্ কৈবল্যনাথের আদেশ ... দ্বাদশটি কুমারীকন্যা কৈবল্যনা... ...হইলে সেইদিন হইতে ... ...টি কুমারী কন্যা প্রদান করিবার রীতি কৈবল্যপু... ...য় নির্ব্বাচিতা কুমারীগণের পাছে বহিঃসঙ্গদোষে ...ের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেইজন্য তাহাদিগকে ...উল্লঙ্ঘন করিতে দেওয়া হয় না।

সুজনসিংহ কুমারী ঘটিত বিস্ময়কর সংবাদ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ... মনে আবার কৈবল্যনাথকে প্রণাম করিলেন এবং ভাবিলেন, বহুদিন প্রবাস হইতে দেশে আসিয়াছি, অগ্রে কৈবল্যনাথকে দর্শন করিয়া তবে স্বগৃহে গমন করিব। এখনো যে দেবতারা জাগরিত, এখনো যে দেবতারা প্রত্যাদেশ ও সুদুর্লভ নিজরূপ স্বপ্নে মানবকে প্রদর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহার হৃদয় দেবভক্তি ও বিশ্বাসে উদ্বেলিত হইল; তৎসঙ্গে তাঁহার নয়নে দেবোদ্দেশে প্রেমাশ্রু বিন্দু দেখা দিল, তিনি কিছুক্ষণ কৈবল্যনাথের অদ্ভুত মহিমা চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, "সেনানী মহাশয়, যে সকল কুমারীরা কৈবল্যনাথের সেবার্থ নিয়োজিতা হয়, তাহাদিগের নির্ব্বাচন প্রথা কিরূপ?"

ক্রমশঃ।

"ধর্ম্মতত্ত্ব।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্ম জানিতে হইলে তাহার বিরোধী অধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা হয়, অতএব অধর্ম্ম কাহাকে কহে, তাহা দেখা যাউক।

অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বর, অনন্ত প্রকার মনুষ্য ও অনন্ত প্রকার দেশ সৃষ্টি করতঃ ঐ মনুষ্যাদির ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র-লিখিত কর্ত্তব্যবিধির আচরণ। সমাজকে সুনিয়মে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের একান্ত আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বিপরীত অধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইতেছে। জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বর দেশভেদে, ব্যক্তিভেদে, সাধারণরূপে ও বর্ণ-[illegible] নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। [illegible] বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শাস্ত্রমূলক ন[illegible]ত নহে, কেন না, কেবল যুক্তি দ্বারা [illegible]লে তাহাতে অনেক বিরোধী তর্ক উপস্থিত [illegible]রে; য[illegible]ধ্য দৃষ্টে অনুমান হয় যে, উপকার ধর্ম্ম [illegible] কিন্তু ইহাতে দেখা যায়, একপক্ষের অপকার ব্যতীত [illegible] প্রায় সম্ভবে না। এই হেতু ইহাকে বাস্তবিক ধর্ম্মপদ[illegible] [illegible]লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি বা ক্ষতি [illegible] সুবিধার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না; কেননা, অল্পায়াসে, অল্পব্যয়ে লোকে স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারিত, [illegible]নীতিতে যখন তাহা আদেশ করে না, তখন বুঝা যাইতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ কেবল সামাজিক সুবিধার জন্য নহে; তাহা হইলে স্বসম্পর্কীয় বিধবারমণীর প্রতি আসক্ত হইলে লোকে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিত না, যদি বল রাজ্যশাসনের নিমিত্ত রাজা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, রাজনিয়ম পালনে বা উল্লঙ্ঘনে লোকের শুভাশুভ হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টফল যে, রোগশোকাদি, তাহা রাজনিয়মে হয় না। এক্ষণে ধর্ম্ম জানিতে হইলে অধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা হয়; এই প্রতিজ্ঞাত বিষয় অবতারণা করিতেছি। শাস্ত্র-লিখিত কর্ত্তব্যবিধির লঙ্ঘন ও নিষেধবিধির আচরণকে অধর্ম্ম বলিয়া মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠক! ইহার অভাব অর্থাৎ ইহার বিপরীতকে সম্যক্ প্রকার জানিতে পারিলে যে, ধর্ম্ম জানা যায়, ইহা

মনে করিবেন না। মনীষিগণ ধর্ম্ম কি পদার্থ স্থির করিয়া যাউক গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, প্রব্রজ্যা ও যতিধর্ম্ম, এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম প্রধান বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, এইজন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম গার্হস্থ্যধর্ম্ম গৃহির ধর্ম্মকে বলে; গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দুই প্রকার, ঐহিক ও পারমার্থিক তাহাতে ঐহিকধর্ম্ম দুইপ্রকার, অর্থাৎ ইহকালে সুখস্বচ্ছন্দলাভ এবং তৎকর্ম্মফলে পরকালে স্বর্গভোগ। পরমার্থিকধর্ম্মে স্বর্গসুখাদি ভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। গৃহস্থ ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেন না, মনুষ্য, ধর্ম্মদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভোগকরতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধন গৃহস্থাশ্রমে হইয়া থাকে, গৃহী অন্যান্য আশ্রমি সকলের অন্নদাতা ও আশ্রয় স্বরূপ। শাস্ত্রে চারি-বর্ণের যে ধর্ম্ম নিনীত হইয়াছে তন্মধ্যে অনাপৎকালে ... ব্রাহ্মণের যাজন অর্থাৎ পুরোহিতের কার্য্যে দক্ষি... অর্থাৎ বেদ পড়াইয়া শিষ্যদ্বারা গুরুদক্ষিণা লাভ ও ... উঞ্ছশীলা অর্থাৎ পরিত্যক্ত শস্য এক একটি করিয়া ... মঞ্জরীরূপ ধান্যাদি সংগ্রহের নাম শীল এবং যাচ্ঞা ... ধর্ম্ম বলিয়া সাধুগণ কীর্ত্তন করেন। ... অর্থাৎ পরিবার অধিক হইতে থাকিলে ... বাণিজ্য ও কৃষি* ব্রাহ্মণ করিতে পা... বিদ্যা অর্থাৎ তর্ক, বৈদ্য, বিষচিকিৎসা... ...গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্ম করা, ব্রাহ্মণের পাচকবৃত্তি ... ঋণপ্রদান করা, এবং যথাকথঞ্চিল্লাভে সন্তোষলাভে ও ... ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করা,† ব্রাহ্মণ এই সকল কার্য্য ... করিতে পারেন; কেবল ব্রাহ্মণের শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ পরিচর্য্যা কর্ম্ম সর্ব্বতো নিষিদ্ধ, বাণিজ্য কার্য্যের মধ্যে চর্ম্মপাদুকা, মদ্য, মাংস, লাক্ষা, ... লবণ বিক্রয় প্রভৃতি নিষেধ আছে আর অধিক আপৎ না হইলে হীনজাতির নিকট দানগ্রহণ করাও নিষেধ আছে এই কয়টি জীবিকা ধর্ম্ম। মদ্যপান, পরদার-গমন, গোমাংস, কুক্কুট, পলাণ্ডু, রশুন প্রভৃতি এবং হীনজাতিরকৃত বা স্পর্শ হওয়া অন্নাদিভক্ষণ ও অস্পৃশ্য জলাদি ভক্ষণ এই কয়টি ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কর্ম্ম মধ্যে উক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যবহারিক ধর্ম্ম জানিবে। অতিথি সেবা,

* মনুসংহিতা চতুর্থ অধ্যায় দেখ।

† মনু—১০ম অঃ ১১৬ শ্লোক দেখ।

[illegible], দেবার্চ্চনা, ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি, তীর্থস্নান, দেবতা প্রতিষ্ঠাদি, [illegible] নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি স্বর্গ সুখাদির [illegible]যমপূর্ব্বক ধ্যান,ধারণাদ্বারা জ্ঞানলাভ, মুক্তি লাভের কারণ [illegible]রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পাঠক! এই কয়টি পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অন্যান্য হীনবর্ণের পৃথক পৃথক জীবিকা ও পারমার্থিক যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রায় একই মূল নিয়ম জানিবে। মনুতে ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তদ্বিষয় বিশেষরূপে লিখিত থাকায় এই সামান্য প্রবন্ধে বাহুল্য আশঙ্কায় তাহা দেখাইতে পারিলাম না। আরো দশটি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া ভগবান মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা।---

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

[illegible] ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না কর[illegible] মানসিক অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়ে পরধন হরণ না [illegible]ল দ্বারা শাস্ত্রসম্মত দেহশোধন), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (বিষয় [illegible] (শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থকথন), [illegible] সত্ত্বেও ক্রোধ না করা)। পাঠক! এই দশপ্রকার [illegible]োগ করিতে চাও? দেখ! সন্তোষ সংসারসমুদ্রের [illegible]; সন্তোষ না থাকিলে সংসার আশীবিষসদৃশ হইত। [illegible] প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়া ধ্রুবলোকবৎ ইহার উচ্চতা [illegible] কোনকালে ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ ঋষিকুলের মানসগগনের [illegible] চন্দ্রিকা ছিল; এখনও সেইটি কোন কোন মহাপুরুষের হৃদয়-[illegible]াশ পাইতে দেখা যায়। পাঠক! দম, ঋষিবৃন্দ যাহাকে আশ্রয় করিয়া চিত্রিত হেমমৃগসদৃশ বিষয় সকলকে দমন করত পরমানন্দলাভ করিতেন, এটিও কি তোমাদিগের সুখকর নহে? জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাকে সংসারের প্রধানতম সামগ্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা কি? অস্তেয়। পাঠক! ইহাকে কি চিনিতে পারিলেন? ইনি কি তোমাদের অপরিচিত? যে শৌচ অবলম্বনে সাধুগণ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যিক অর্থাৎ স্থূলদেহ সংশোধন করিয়া আত্মাকে শুচি বিবেচনা করতঃ পরমানন্দ পরমেশ্বরের চরণারবিন্দে ভ্রমায়মান হইতেন, সেই শৌচ কাহার সেব্য নহে? সাধক! এক বার এই মরুভূমে প্রেমধারা বর্ষণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়ভোগব্যাকুল মানবকুলকে শিক্ষা দাও। তুমি

ঈশ্বরের নিকট যে অকপট দয়া লাভ করিয়াছ, সেই দয়া ... মহিমা প্রকাশিত কর !! দেখ, অন্তরে অপার আনন্দপয়োধি ... কিনা ! তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে,ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি প্রসা... কিরূপ প্রসন্ন হয়। ইহা কি বুঝিতে পারিলেন ? ইহা ইন্দ্রি... ধর্ম্ম। যোগিগণ মুক্তির উপায় দুইটি স্থির করিয়াছেন,প্রথমটি শাস্ত্রের যথার্থজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, এইটি পরমোৎকর্ষসাধক মুক্তির উপায় জ্ঞান জানিবে। যে জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে 'ধী' বলিয়া জানিবে। মুক্তির উপায় যে আত্মজ্ঞান বলিয়াছি, তাহাকে বিদ্যা বলিয়া জানিব। পাঠক ! এখন বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ মনু যখন মুক্তির উপায় দুইটিকে সমানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াও প্রথমেই 'ধী' এই শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তাহার মতে ধী বিদ্যাপ্রসবিনী অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান ... জন্মে, ইহাই বুঝা যাইতেছে। যোগিগণ যথার্থরূপ... এইজন্য সত্যকে বেদে, পুরাণে, ভাগবতে, ব্র... যোগিগণের মানস সরোবরের অপঙ্কজাত সর... গলে শোভাশালী যে হার, সেই হারের মধ্যস্থিত ... তাহার যাথার্থ্য স্থাপন হয় না। অক্রোধ, শান্তিগু... কাযকুশে... সুধারসব্যঞ্জক সঞ্জীবনৌষধি স্বরূপ। ক্রমশঃ।

শ্রীকাশীপতি তর্কবাগীশ,—...

বিবেক চূড়ামণিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মানি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈ র্ধীরৈ রাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ ॥

অনুবাদ। সংসারবন্ধনমুক্তির নিমিত্ত ধীর পণ্ডিতগণ সকল কর্ম্ম ত্যা... করিয়া আত্মযোগ অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ ধৈর্য্য যার আছে, সেই ধীর, পণ্ডা নামক বুদ্ধি যার আছে, সেই পণ্ডিত, প্রতিভা বুদ্ধি যার আছে, তাহাকেই উপস্থিত বলা যায় ; উপস্থিত এবং ধীর ও পণ্ডিতগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল দেখিতে পান, সুতরাং কাম্য কর্ম্ম যে বন্ধনের কারণ, তাহা জানিয়া তাহারা কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করেন। কর্ম্মসন্ন্যাস আত্মাভ্যাস, আত্যন্তিক দুঃখনাশের কারণ, সুতরাং জ্ঞানিমাত্রেই তাহাতে যত্নবান হয়েন।

...তত্ত্ববিদ্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকে কহিয়াছেন, জন্ম, জরা, ... ক্লেশপঙ্কপূর্ণ মায়ার লীলাক্ষেত্র ভবসংসার বন্ধন বিমুক্তির ... কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাভ্যাসে যত্নবান্ হয়েন। ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই স্থলে কর্ম্মসন্ন্যাস ও আত্মাভ্যাস কাহাকে বলে, তাহা ব্যাখ্যা করা উচিত। কর্ম্মসন্ন্যাস শব্দের অর্থ কর্ম্মত্যাগ। এই কর্ম্ম-সন্ন্যাসসম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ২ বলেন, ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম আচরণ করাই কর্ম্ম সন্ন্যাস, অপর কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে ঈশ্বরে কর্ম্ম বা তৎফল অর্পণও কর্ম্মসন্ন্যাস। কর্ম্মসন্ন্যাস সম্বন্ধে এরূপ নানাবিধ মত-ভেদ থাকিলেও এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে গীতা স্মৃতিতে উল্লিখিত ভগ-বান্ নারায়ণের অনুশাসিত বাক্যে প্রাপ্ত বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ...ীর পাণ্ডব মহামতি অর্জ্জুন, সন্ন্যাসতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সন্ন্যাস ...শকে প্রশ্ন করিলে ভগবান্ তদুত্তরে গীতায় ...ক কহিয়াছেন।

...ং ন্যাসং সন্ন্যাসংকবয়ো বিদুঃ।
...ং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

...। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ফলমাত্র ত্যাগই ...া কর্ম্মত্যাগ বলিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেন। ভগবদ্বর্ণিত ... আমরা আদর করি। বিস্তারভয়ে কর্ম্মসন্ন্যাসের সম্বন্ধে আরো ...া আমরা দিতে পারিলাম না, অল্পমাত্র বলিয়াই স্থির থাকিলাম। ...ভ্যাস কাহাকে বলে তাহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে; পঞ্চদশীতে

...চিন্তনং তৎকথনং অন্যোহন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

অর্থ। তৎ অর্থাৎ সেই আত্মস্বরূপ চিন্তন, সেই আত্মার বিবেকবিজ্ঞান বিষয়ে কথোপকথন, অপরকে সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দান, এইরূপ সেই আত্মৈকপরতাকেই জ্ঞানিগণ তদভ্যাস অর্থাৎ আত্মাভ্যাস বলিয়া জানেন।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধি র্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ১১

অনুবাদ। কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয়, বস্তু লাভ হয় না। বস্তুসিদ্ধি

বিচারেতে হয় কোটি কোটি কর্ম্মেও কিছু হয় না। অর্থাৎ কা[illegible] করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, সেই নির্ম্মলচিত্তের সহিত আ[illegible] বিচারশক্তি জন্মে অর্থাৎ ব্রহ্মই বস্তু, অন্য সকল মিথ্যা এই বিচা[illegible] অন্তরে স্বতই উদিত হয়। এই বিচার দ্বারা বস্তু উপলব্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, কোটি কোটি কর্ম্মের এ জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষমতা নাই।

ব্যাখ্যা। চিত্ত শব্দের অর্থ মন, শুদ্ধি শব্দের অর্থ বিশোধন অর্থাৎ মনোমল বিশোধনের জন্যই কর্ম্ম আবশ্যক; কর্ম্মদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, আচার্য্যপ্রবর ইহাই বলেন। এ স্থানে জানিতে হইবে, সকাম কর্ম্ম নহে, নিষ্কাম কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ। বস্তু এস্থলে আত্মা, 'বস্তু উপলব্ধয়ে' অর্থাৎ আত্মোপলব্ধযে. ভাব আত্মানুভব বা আত্মজ্ঞান দানের ক্ষমতা কেবল বিবেকিরা বিচারশক্তির দ্বারা লাভ করিতে পারে। চিত্ত শুদ্ধির প্রতি কারণ হইলেও কর্ম্ম আত্মানু[illegible] দানে কখন ক্ষমবান্ নহে। গীতায় লিখিত আছে যথা[illegible]

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমে[illegible]
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণা[illegible]

অর্থ। যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম ইহারা ত্যাজ্য [illegible] বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধিকর।

সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধারজ্জুতত্ত্বাবধারণা [illegible]
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী [illegible]

অনুবাদ। যথার্থ বিচারে সিদ্ধ রজ্জুর যথার্থ অব[illegible] মহাসর্প সম্ভূত ভয় দুঃখবিনাশিনী জানিবে। অর্থাৎ পদ[illegible] সর্প বলিয়া জানিলে তখন সেই ভ্রান্ত মানবের মনে মহা[illegible] ত্রাস উৎপাদন করে, সুতরাং তাহাতেই দুঃখ ঘটে, পরে যখন বিচার দ্বারা জানিতে পারে যে, পদে যথার্থই রজ্জু, কখনই সর্প নহে, তখন আর সে ভ্রান্ত মানবের ভ্রান্তোদিত সর্পভীতি থাকে না; ভয়, দুঃখ সকলই দূর হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা। যদি কাহার কখন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ঘটে, সেই ভ্রান্তোদিত সর্পভয় নিবারণের শক্তি কেবল একমাত্র বিচারই দেখিতে পাওয়া যায়। রজ্জু যে প্রকৃত রজ্জু, সর্প নহে, এ অবধারণা পূর্ণ বিচার দ্বারা সংঘটিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কেবল বিচার দ্বারা ভ্রমজ্ঞান নিবারিত হয়। বিচার ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান নাশের শক্তি আর কাহার নাই। প্রসঙ্গক্রমে বিচার

[illegible] তাহা দর্শাইতে জ্ঞানিপ্রবরের কৃত অপরোক্ষানু-
[illegible] শ্লোকটী এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথাপদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা কচিৎ॥

অর্থ। যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, দীপাদিপ্রকাশক জ্যোতিঃপদার্থ ব্যতীত ঘটাদি প্রকাশ্য পদার্থ প্রকাশ পাইতে পারে না, সেইরূপ বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপাসনা বা সাধনা দ্বারাই পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান উৎপাদিত হয় না, বিচারই আত্মজ্ঞানোৎপাদনের প্রকৃত কারণ, বিচার ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেন হিতোক্তিতঃ
[illegible]নেন, প্রাণায়ামশতেন বা ॥১৩

[illegible] কেবল বিচারেতে দৃষ্ট হয়, স্নান দান শত শত [illegible] হ। অর্থাৎ হিতোপদেশ দ্বারা সদসদবস্তু বিচা[illegible] সেই ব্রহ্মমাত্র সত্যআর জগৎ মিথ্যা কিন্তু [illegible] বিচারেতেই হইয়া থাকে, স্নানদান প্রাণায়াম [illegible] ও ঘটে না।

[illegible]ক আচার্য্যদেব বিচারের ভ্রান্তিনাশিনী শক্তি [illegible] তত্ত্ব মীমাংসা শক্তিও যে কেবল বিচারেতে নিহীত [illegible]র অবতারনা করিয়াছেন। শত শতবার স্নান, [illegible]রা অর্থের নিশ্চয়, অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্বের মীমাংসা [illegible]গুরুগণের মতে বিচারেই কেবল আত্মতত্ত্ব মীমাংসা [illegible] অর্থের নিশ্চয় বা ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসা যে জীবমাত্রেরই দুঃসাধ্য তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ অনাদি অবিদ্যাবশে অনাদিকাল জীব মায়াচক্রে ভ্রমণ করতঃ মহাভ্রান্তে নিক্ষিপ্ত, জীব মহা ভ্রান্ত, অবিদ্যা দোষে জীবচিত্তে মহাভ্রান্তি আশ্রয় করিয়াছে ব্রহ্মে যে জীব ও জগৎ ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির ন্যায় ইহা কেবল বিচার হীন অবিবেকির অন্তঃরেই স্থান পায় সম্যগ্বিচারবান্ পুরুষ বিচারের সুতীক্ষ্ণ যুক্তি বলে এ ভবের মহাভ্রান্তি অর্থাৎ নিত্যে অনিত্য ও অনিত্যে নিত্য জ্ঞান দীর্ঘকাল অন্তরে স্থান পাইতে দেন না, অবিচারী অজ্ঞানী ও অবিবেকির অন্তরেই ভ্রান্তি বা অর্থের অনিশ্চিত জ্ঞান স্থান পাইতে পারে বিচারির অন্তরে নহে, যেহেতুক ইহা

স্পষ্টই প্রমানিত হইল যে বিচার দ্বারাই ভ্রম জ্ঞান নি[illegible] প্রকৃত মীমাংসা বিচারের করায়ত্ত, স্নান, দানাদি দ্বারা না[illegible] জীবের ব্রহ্মতত্ত্বের নির্ণয় হয়, যে বিচার দ্বারা অনাদি অবিদ্যা[illegible]তে সূর্য্যোদয়ে নীশান্ধকারের ন্যায় তাড়িত হয়, যে বিচার দ্বারা বিমলবোধসূর্য্য অন্তরে উদিত হইয়া আত্মজ্যোতিতে পরমানন্দ প্রদান কবিতে থাকে সে বিচার কি, কিরূপ? তাহা এস্থলে দেখাইতে আমরা আচার্য্যদেবের অপরাখ্যানুভূতি গ্রন্থের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথাঃ—

কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাঽস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥

অর্থাৎ। যে অহঙ্কার কে লইয়া জীব আমার আমার [illegible]াদি নানা বিধ ভাব প্রাপ্ত হয়, যে অহঙ্কার কে জীব কর্ত্তা [illegible] ব্যবহার বশত বিষয়াদি ভোগ করে, সেই অহঙ্কারকে, [illegible] কি? এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভাস্বর জগৎ, কোন্ পদার্থ [illegible]ছে, ইহা কিরূপ, এবং ইহার অধিষ্ঠান বা কে, মৃত্তিকা [illegible] উপাদান কারণ সেইরূপ এই জগতের কোন পদার্থ উপাদান কারণ আছে কি না, যদি থাকে তবে তাহা কি ঈদৃশ তত্ত্বান্বেষণই বিচার এবং ইহাই [illegible] ইহার দ্বারাই জ্ঞান উৎপাদিত হয়। ভাব আমি কে, জাত [illegible] হইতে ইহারা উৎপন্ন হইল, ইহাদের কেহ কর্ত্তা আছে কি না, [illegible] তবে তাহা কি এই সকলের মীমাংসাই বিচার সেই [illegible] ঈশ্বরাবধরণ হয়।

অধিকারিণ মাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৫ [illegible]

অনুবাদ। বিশেষ ফলসিদ্ধি বিশেষ অধিকারিকে আশ্রয় করে দেশকালাদি উপায় সকল সহকারি কারণ মাত্র জানিবে।

ব্যখ্যা। দেশভেদে কালভেদে অধিকারিভেদ সুতরাং স্বীকার কবিতে হইবে স্থুল সূক্ষ্মভেদের ন্যায় অনেক রকম ভেদও স্বীকার করিতে হয়, উপাসনাভেদে অধিকারির ভেদ, অধিকারি ভেদে ফলের ভেদ, যেমন শৈর, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধকভেদে সাধনার ভেদ এবং ইহাদের ফলেরও তারতম্য ও পার্থক্য দৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ।

হিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম [illegible] ভাদ্র, ১২৯৬। { ৫ম সংখ্যা।

অসার আশা।

১

[illegible] ভাবে মন আর ভুলনা।
[illegible]মাঝে করে সুধু ছলনা।
[illegible] আশাভাবে,
[illegible] যে বেড়ালে হেসে,
[illegible]আনন্দ নৃত্য একবার ভাবনা;
[illegible]ল দেখি কটা তার,
পুরিয়াছে রে তোমার,
তাই বলি মায়াবিনী করে সুধু ছলনা,
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

২

যখন তখন দেখি মুখে হাসি ধরে না,
আশার আশ্বাসে ধাও দিক্‌জ্ঞান রহেনা,
কভু গগনেতে উঠ,
কভু দিগন্তেতে ছুট,
কল্পনার তুলিকায় কর কত রচনা;
কভু হও ধনেশ্বর,
কভু হও নরবর,
কভু নন্দনের ভোগ আস্বাদিতে বাসনা,
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

৩

কর্ম্মক্ষেত্রে যোত্রহীন তবু কত ধারণা,
সকলেতে অগ্রসর কিন্তু কিছু পার না।
অলীক সুখের পিছে,
আগ্রহেতে যাও মিছে,
কই বা তাই বা পাও! আরবার যেওনা।
ওই যে উন্নত হতে,
কত সাধ করে চিতে,
কই রে তাই বা হও, কিছুই ত দেখিনা।
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

আর রে নির্ব্বোধ নৃত্যে বার২ নেচনা,
পঙ্গু গিরিলঙ্ঘি সাধে লোক হেয় হ'য়ো না।
আশার মায়ায় পড়ে,
অসার কল্পনা তোড়ে,
সংসারের ঘূর্ণা জলে ডুবে গেলে উঠনা,
আশা মরীচিকাময়,
কিছু তার সত্য নয়
তবু রে ইঙ্গিতে এর উঠা বসা ছাড় না,
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

৫

কি উদ্দেশে আশা এই ঈশ্বরের রচনা,
জীবের অন্তরবাজে তা কি মন জাননা ?
মায়ানৃত্যে নাচাইতে
অশক্তে শকতি দিতে,
ভ্রম ঘোরে ঘুরাইতে প্রবৃত্তির সূচনা ;
ইহার বদন হেরে
বিবেক হারায় নরে,
তাই মরে জন্মে পুনঃ আসা যাওয়া যায়না
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

৬

আশা জীবে মায়াযূপে বাঁধিরাখে ছাড়ে না,
তাই সে প্রকৃতিস্রোতে ভাসে ডুবে রয় না
কভু আসে কভু যায়,
প্রবাহ আকারে ধায়,
তিরোভাব আবির্ভাব সদা স্থির হয়না,
ষড়বিকারেতে ভরা,
ধরায় দেহটি ধরা
তাই তার বার বার নি[illegible]
অসার আশার ভাবে ম[illegible]

৭

আশারে অসার তোর ম[illegible]
যাও,দূর হও দ্রুত এসে [illegible]
কল্পনার তুলি ধ[illegible]
চিত্তপটে চিত্র করে,
আর মোরে বার বার জ্ঞানহীন ক'রনা,
বিশ্বাসে আশ্বাস আঁকি,[illegible]
আর কেন [illegible]
বাকি নাই,চিনিয়াছি[illegible]
অসার আশার [illegible]।

[illegible]

যে ভুলে,ভুলুক আশা [illegible]রে দিব[illegible]
এঅন্তরে প্রাণান্তরে স্থান[illegible]
মায়ার মোহিনী ছ[illegible]
আশা তুমি উদ হ[illegible]
মায়ার দুহিতা তুমি ম[illegible]
মায়ায় জীবিতা রও,
মায়া ছাড়া কভু নও,
যাহ কবি জ্ঞানহরি সুধুদেহ যাতনা,
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা।

৯

তোর মধুময় বোলে আর আমি ভুলিনা
আশারে অসার তোরে জগতে কে চিনেনা!
বাল্যাবধি লয়ে মোরে,
চতুরা চাতুরি করে,
মাতালি নাচালি ঘোরে দিলি কত লাঞ্ছনা।

[illegible] শ্রবণে তুলি,
[illegible] প্রেম বুলি,
[illegible] ফেলি করিলি সে তাড়না
[illegible] ভাবে মন আর ভুলনা।

১০

সে [illegible] লে কভু ভুলে যাব না,
চিনেছি জেনেছি তোরে আর ভেবে চাব না।

তোর রঙ্গরসে মজে,
আসিয়ে এ বিশ্বমাঝে,
সকলি সকলি গেল কিছুই ত হলো না
ত্রিবর্গ সাধিতে ধীতো
মহাব্যস্ত অবিরত
অপবর্গ পানে সে ত একবার ফিরে না
অসার আশার ভাবে মন আর ভুলনা

শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় ।

আর্য্যবীর—হরপাল ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

[illegible] লেন "শুনা যায়, প্রতিবর্ষে কৈবল্যপুর ও তদধীনস্থ গ্রাম ও [illegible] কুমারীর নাম এক একটি আম্রপত্রে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হয়, [illegible] ঙ্কিত পত্রাবলী কৈবল্যনাথের নাটমন্দিরে প্রক্ষেপ করা যায়। [illegible] প্রক্ষিপ্ত পত্রাবলীর মধ্য হইতে কুমারী নির্ব্বাচন করিবার জন্য [illegible] পালিত কৈবল্যনাথের একটি বৃষকে পরে সেই স্থানে উপস্থিত করা [illegible] বৃষ প্রথমে যে যে নামাঙ্কিত দ্বাদশটি আম্রপত্র ভক্ষণ করে, সেই সেই [illegible] মারীকে কৈবল্যনাথের কুমারী বলিয়া সকলে নির্ব্বাচিত করে। সেই [illegible] রীগণই শিবসেবার জন্য চিরকৌমার্য্য ব্রতধারিণী হইতে বাধ্য। পর [illegible] সকল কুমারীগণ শিবসেবার জন্য প্রেরিতা হয়।"

[illegible] রূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা মৃদুমন্দ গতিতে ক্রমশ [illegible] পুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সুজনসিংহ স্তিমিত সন্ধ্যালোকে পার্শ্বস্থ একটি দুর্গম উপত্যকাভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শৈশবস্মৃতিতে এরূপ অনুভব হয় যে, এ স্থানের দৃশ্য অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমার স্মরণ হয়, যেন আমি বাল্যকালে এ স্থানে দুর্গপ্রাসাদ ও জনাকীর্ণ একটি নগর দেখিয়াছিলাম।"

কুশলসিংহ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "হাঁ তাহাই বটে, আমিও শুনিয়াছি এ স্থান রাসপুর নামে খ্যাত ছিল, পূর্ব্বে রাসপুর একটি প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগর মধ্যে পরিগণিত হইত, কিন্তু তাতাররাজ আলাউদ্দিন যে সময়ে দেবগিরি আক্রমণ করে, তাহার অব্যবহিত কাল পরেই এ স্থান জনশূন্য হইয়া যায়।

কথিত আছে, তাৎকালিক রাসপুরের অধীশ্বর সামন্ত রাজা [illegible] নির্ব্বাসন ও আলাউদ্দিনের দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তিই এ স্থা[illegible] কারণ। এক্ষণে ইহা প্রসিদ্ধ দুর্জ্জয় বিদ্রোহী হরপালের লীলাক্ষে[illegible] বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্রোহী [illegible] ইহাই জন্মভূমি।

সুজনসিংহ কহিলেন, "আপনি না পূর্ব্বে কহিলেন, [illegible] মাথুরাবাসী? মাথুরা হইতে এস্থানে আসিয়াছে, তবে এ[illegible] তেছেন, রাসপুর হরপালের জন্মভূমি, ইহা কিরূপ।"

প্রত্যুত্তরে কুশলসিংহ বলিলেন, "পূর্ব্বে যাহা শুনিয়া[illegible] মুখে শ্রুত, পরে যাহা বলিয়াছি, তাহাও জনশ্রুতি, যথাশ্র[illegible] বলিতেছি, বিভিন্নমতের সত্যাসত্য কিছুই আমার জানা [illegible] যে, একবৎসর হইল, বিদ্রোহী নায়ক হরপাল পরাজিত [illegible]ত মাথুরা হইতে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন; তিনি প্র[illegible]ন, অনেকেরই ইহা মিমাংসিত অনুমান, যে হরপাল দেবগিরি[illegible]রিই তাহার জন্মভূমি। তাহা না হইলে দেবগিরির তাতার রাজত[illegible]র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুস্বাধীনতা উদ্ধার করিতে—তাতাররাজ আ[illegible] বল বিধ্বস্ত করিতে—দেবগিরিতে অবনমিত হিন্দুবিজয়কেতন পুনরু[illegible] তাঁহার এত ঐকান্তিক আগ্রহ—দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার কেন? [illegible] তাঁহাকে রাসপুর পার্ব্বত্যপ্রদেশে পর্য্যটন করিতে দেখিলে প[illegible] বলিয়া তাই দেবগিরিরাজ্য অধিবাসীগণ সকলেই অনুমান করেন, যে [illegible] তাহার জন্মভূমি।

কুশলসিংহের বাক্যে সুজনসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "[illegible] মুখে হরপালের যেরূপ বৃত্তান্ত শুনিলাম তাহাতে তাহাকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া বোধ হয়। যার ভুজদণ্ডে আলাউদ্দিন প্রতিনিধি পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে—যাহার নামমাত্রে সমগ্র দেবগিরি রাজ্য প্রকম্পিত হয় সে হরপাল কোন্ জাতীয় তাহার চরিত্র কিরূপ?"

কুশলসিংহ কহিলেন, "আপনি অসাধারণ বীর হরপালের বিষয় কিছুই জানেন না বোধ হইতেছে, বিদ্রোহী নায়ক হরপালকে দমন করিতে নিয়ো-জিত হইয়া লোক মুখে তাহার বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যদিও কার্য্যক্ষেত্রে হরপালের শত্রুরূপে তদ্বিরুদ্ধে আমি

য়োজিত—যদিও তাহাতে আমাতে সাক্ষাতের পরমুহূর্ত্তে হয় আমি, বিজয়ী বা বিজিত হইব—যদিও স্বকার্য্য সাধনে উভয়ে হয় আমার কৃপাণদ্বারা তাতার, বা তাহার কৃপাণদ্বারা হিন্দুর বে; কিন্তু তত্রাচ সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে জনশ্রুতি প্রাপ্ত শত্রু যাথার্থ্য বর্ণন করিতে জিহ্বাকে সংযত করিতে পারি না।"

কুশলসিংহ বিদ্রোহী নায়ক হরপালের যথাশ্রুত পরিচয় গিলেন—"মহাশয়! এই দুর্জ্জয় বিদ্রোহী বীর অসাধারণ পাল, যাঁহার নামে দেবগিরি রাজ্যের উত্তর হইতে সুদূর প্রকম্পিত হয়,যাঁহার যশগুণ, গান মধ্যবিত্ত ও দীন দরিদ্রের খে বিস্তীর্ণ দেবগিরি রাজ্যের সর্ব্বত্রেই শুনা যায়, যাহার য়ে তাতারগণ সদা সশঙ্কিত; তিনি দেবগিরিস্থ স্বদেশানু- অধিবাসিগণের আশা ও উপাস্য দেবতা স্বরূপ আর গণের করাল কৃতান্তস্বরূপ; ম্লেচ্ছ তাতারসৈন্য দলনই —অন্তরের মূলমন্ত্র। কেশরী যেরূপ হীন পশুপালগণের ত্রাসের পালও তদ্রূপ ম্লেচ্ছ তাতার যবন গণের ভীতির স্বরূপ। তাহার চরিত্র বর্ণনে লোকে দ্বিবিধ মতভেদ শুনা যায়, তাতার শাসনপ্রিয় রাজপুরুষগণ তাহাকে দস্যু নায়ক ও রাজবিদ্রোহী বলিয়া থাকে, অধীন হিন্দু সৈন্যগণ সময়ে সময়ে তাতার যবনের দের দলপতির নামে বনরাজ কর বলিয়া বলপূর্ব্বক করে। দেবগিরিবাসী হরপালপক্ষসমর্থনকারি হিন্দুরা দায়ের কারণ আর কিছুই নহে; কেবল বহুসংখ্যক পরীক্ষিতবীর্য্য বীর সৈন্য পোষণের জন্য মহাবীর হরপাল এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দেবগিরির যাবতীয় হিন্দু অধিবাসী, যাহারা তাতার শাসনের আন্তরিক বিদ্বেষ্টা, তাহারা বলেন, হরপাল একজন প্রকৃত আর্য্যবীর-চূড়ামণি, অপূর্ব্ব কৌশলী, অসাধারণ অধ্যবসায়শালী মহৎসাহসী, দয়ালু, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, শিষ্টের পালক, নিঃসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শরণাগত দীনের একমাত্র রক্ষক। জাত্যনুরাগ, জাত্যভিমান ও দেশহিতৈষিতা যদি কেহ একাধারে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি হরপালেই তাহা দেখিতে পাইবেন। তাহাদিগের মতে প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বজাতি ও স্বদেশ বৎসল, যদি কেহ সমগ্র দেবগিরি রাজ্যে থাকে তাহা হইলে হরপালই

একমাত্র সেই ব্যক্তি। তাতার রাজশাসন ভয়ে যদিও কেহ প্রক[illegible] পালপক্ষ-অবলম্বন করিতেসাহসী নহে বটে; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে [illegible] পারি যে দেবগিরির অর্দ্ধাধিক হিন্দু অধিবাসীগণ অন্তরে অন্তরে হ[illegible] অচল অটল অনুরাগ প্রদর্শন করে। এমন কি আমি, অনে[illegible] স্বীকার করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে, হরপাল রাজদ্রোহী নহে[illegible] হিতৈষী। তাহারা বলে হরপাল অত্যাচারী নহে, হরপাল [illegible] পীড়ন নিবারণকারী। হরপালের অত্যাচার কেবল অ[illegible] যবনের উপর। স্বজাতীর বিরুদ্ধে তাহার কৃপাণ কখন কোষ[illegible] তাহার কৃপাণ কেবল তাতার বল বিধ্বস্ত করিতে—তাতার য[illegible] পান করিতে সময়ে সময়ে উন্মুক্ত হয়। তাহাদের এই বা[illegible] কারণ আমি ছয়মাস কাল তদ্দমনে নিয়োজিত হইয়া এতাবৎ [illegible] হরপাল যে কখন কোন হিন্দুর অহিত সাধন করিয়াছে, তাহা [illegible] যবনপক্ষীয় কতিপয় হিন্দুব্যতীত প্রায় অধিকাংশ হিন্দুপ্রজাসাধা[illegible] দেবগিরির বিলুপ্ত আর্য্যগৌরবের ও হিন্দুকরস্খলিত আলাউদ্দিন [illegible] ব-গিরির একমাত্র ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা বোধ করেন। হরপালের সাধু [illegible]তে—বিচিত্র সাহসে—অপূর্ব্ব কূটকৌশলে অপরাপর হিন্দুরাজন্যবর্গেরা সকলেই বিস্মিত। আলাউদ্দিন-প্রতিনিধি স্বয়ং এমরাত, হরপালের মস্তকের জ[illegible] সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার বিঘোষিত করিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন—আমা[illegible] দমনে নিযুক্ত করিয়াও সুস্থির নহেন—তিনি দেওয়ানখানার [illegible] উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে হরপাল বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে সত[illegible] হরপাল নির্ভীক, কিছুতেই তাহার অচল অটল হৃদয় বিচলিত হই[illegible] কিছুতেই তাহার স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ইচ্ছা তিলপরিমিত হ্রাস হইবার নহে—কিছুতেই তাহার শিষ্টপালন, দুষ্টদমন কার্য্য বাধা পাইবার নহে; তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে, অসীম সাহসে, দুর্জ্জয় বলে যবন ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া নিজ দেবোপম চরিত্রের পূর্ণ বিকাশে দেবগিরি রাজ্যে দিন দিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। আজ ছয়মাস কাল পঞ্চসহস্র তাতারসৈন্য সমভিব্যাহারে আমি অনালস্য চেষ্টাতেও তাহার কেশাগ্রেরও ক্ষতি সাধন করিতে পারি নাই, বরং তাহার প্রভুপরায়ণ সৈন্যের দ্বারা সময়ে সময়ে আমার সৈন্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

সুজনসিংহ, বিদ্রোহী বীর হরপালের দেবোপম চরিত্রশ্রবণে বিস্ময়ে বলিয়া

নানী মহাশয়! মহাবীর হরপালের চরিত্রশ্রবণে তাঁহাকে দেখিতে লিতে পারেন, এরূপ স্বদেশ ও স্বজাতিহিতৈষী সর্ব্বগুণাকর গঠন কিরূপ!"

উত্তর করিলেন, "আমি কখন স্বচক্ষে হরপালকে দেখি নাই, দে যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে তাহার আকার সম্বন্ধে দ্বিবিধ তাতার শাসনপক্ষপাতী আমীর ওমরাহ ও সম্ভ্রান্ত সামন্ত- করিলে তাহারা বলে, হরপাল অতি কুৎসিত, কদর্য্য, রাক্ষসা- াধারণ দীনদরিদ্র শ্রমজীবি প্রজামণ্ডলিকে জিজ্ঞাসা করিলে হরপাল যেমন প্রাণপ্রীতিকর সর্ব্বগুণের আকর, আকারে, ও সেইরূপ দে দৃশ মহাপুরুষ। তাহার মনোজ্ঞ কান্তিবিশিষ্ট র্য্য, সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার।"

হিলেন, "এরূপ অসঙ্গত মতভেদের কারণ কি?"

তি উত্তরে কহিলেন, "কারণ আর কিছুই নহে, স্বার্থপর, জাতীয় শাসনপ্রিয় সম্রাটপক্ষীয় হিন্দুগণ এবং স্বাভাবিক হিন্দুবিদ্বেষ্টা আন্তরিক ঘৃণা করে, সেইজন্য তাহারা তাহাকে রাক্ষসা- করে।" আর সাধারণ প্রজামণ্ডলী যাহারা তাতার উৎ- হ বোধ করে, তাতার মুসলমানগণের পদলেহন করিতে যাহারা বাধ করে, জাতীয় স্বাধীনতা যাহারা সুখের কারণ বলিয়া জানে, াসন ম্লেচ্ছ তাতারকে উপবিষ্ট দেখিয়া যাহাদের অন্তর ব্যথিত াই হরপালের পক্ষপাতী, তাহাদের নয়নে হরপাল অতি সুন্দর! ার্থ সুন্দর কি কদর্য্য, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না, তবে যদি পালকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে লোকপ্রবাদের সত্যাসত্য বুঝিতে পারিব।"

সুজন কহিলেন, "সেনানী মহামশয়, শত্রু হইয়াও নিরপেক্ষভাবে আপনি যেরূপ হরপালের চরিত্র বর্ণন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, আপনার হৃদয় অতি উন্নত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার ন্যায় উন্নত হৃদয়-বান্ পুরুষের অন্তরে কি জাতীয় প্রেম নাই, তাহা না হইলে যবনপক্ষাবলম্বনে জাতীয় দেবোপম হরপালের বিরুদ্ধে আপনাকে দণ্ডায়মান দেখিতেছি কেন?

কুশলসিংহ সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন, "যখন অপরিচিতের হৃদয়েও হর-পালের দেবোপম চরিত্র শ্রবণে তাহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়, তখন হর-

পালের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া—সাধুকীর্ত্তি শুনিয়া
তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় নাই, একথা আমি বলিলে
দূষিত হয়। যখন আমি সেনাপতিপদে ববিত হই, তখন
গুণাবলীর কথা কিছুই জানিতাম না। এক্ষণে তদ্বিরুদ্ধে
হরপালের পরিচয় বিশেষরূপে জানিলাম—হরপালের মহা
হইল, কিন্তু কি করি, আমি এক্ষণে মহাশঙ্কটে পতিত,
দণ্ডায়মান হইলে; জাতীও দেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে
ও রাজার অনুরোধে এ গর্হিত কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন
না। মহাশয়! ঈশ্বর আমাকে ধর্ম্মরক্ষার অনুরোধে অধর্ম্ম
করিয়াছেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, আমার
তরণীর ন্যায় বিচলিত হইতেছে।”

সুজনসিংহ বহুদিনের পর সম্মুখে জন্মভূমি কৈবল্যপু
কহিলেন “এই আমরা কৈবল্যপুর তোরণে উপনীত হইলা

মুহূর্ত্তমধ্যে পথিকত্রয় কৈবল্যপুর তোরণ অতিক্রম করিল
করিয়া সকলে, পুরঞ্জন নামক একটি সুন্দর পান্থশালার
হইতে অবতরণ করিলেন।

বিবেকচূড়ামণিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুব্রহ্মবিদুত্তমম্॥ ১৬

অনুবাদ। আত্ম বস্তুর জিজ্ঞাসু হইলে প্রথমতঃ দয়াসিন্ধু অর্থাৎ দয়া
ব্রহ্মবিদ্ উত্তম গুরুর নিকটে যাইয়া বিচার করিবে।

ব্যাখ্যা। দয়াবান, জ্ঞানবান, ব্রহ্মবিদ্ গুরু সংসারানলে সন্তাপিত শিষ্যকে দেখিলে অবশ্যই দয়া করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন সুতরাং শিষ্যেরও বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিবে, সেই জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণেচ্ছু শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞানী গুরুর সহিত ব্রহ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, আচার্য্য শঙ্করের ইহাই অভিমত।

পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ
াত্মবিদ্যায়ামুপলক্ষণলক্ষিতঃ ॥* ১৬

ী অর্থাৎ বিলক্ষণ স্মৃতিশালী এবং তর্ক বিষয়ে বিচক্ষণ, পুরুষই আত্মবিদ্যার অধিকারী হয়।

বেদান্ত ব্যক্তিদিগের মতে মেধাবী অর্থাৎ ধারণাবতী াছে, যাহার তাহাকেই মেধাবী বলে। আচার্য্যদেব বলেন, সিক বিদ্বান্ যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। ভাব—যে প্রত্যুৎপন্নমতিতে তর্ক সুমীমাংসিত হয়, যিনি শাস্ত্রজ্ঞান- ানের প্রকৃত অধিকারী।

া বিরক্তস্য শমাদি গুণশালিনঃ।
র হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যোগ্যতামতা ॥১৭

হইতে আত্মা পৃথক্, এই জ্ঞান যাহার থাকে, সেই বিবেকী, ও শমাদিগুণযুক্ত এবং মুক্তিলাভে ইচ্ছুক পুরুষেরই ব্রহ্ম- া হয়। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

পাদ আচার্য্যদেব পূর্ব্বশ্লোকে আত্মবিদ্যার অধিকারী াবী ইত্যাদি বলিয়াও পুনরায় এ শ্লোকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহেন, বিবেকী অর্থাৎ আত্মা ই জ্ঞান যাহার আছে, তাহাকেই বিবেকী বলা যায়; ভাগে যাহার বিরতী জন্মিয়াছে, তাহাকেই বিরক্ত বা দিগুণ অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা সমাধান, ক্ষুতা অর্থাৎ সংসারবন্ধনের মুক্তি ইচ্ছা এই সকল যাহার ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে বিবেক, বিরাগ, শমাদি- চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রকৃত ্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞসায় সফল মনোরথ হইয়া তত্ত্বনিশ্চয় ও করিতে পারে।

ত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
স্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥১৮

গণ চারিটী সাধন বলিয়াছেন, যে সাধন বিদ্যমান থাকিলে য়ে যে সাধনচতুষ্টয় না থাকিলে সিদ্ধি হয় না।

* ইহার পূর্ব্বে যে দুইটি শ্লোকে ১৫ ও ১৬র অঙ্কপাত হইয়াছে, তাহা ১৪ ও ১৫ হইবে।

ব্যাখ্যা। মুনিরা বলেন, এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ
ইচ্ছুকের উপায়স্বরূপ চারিটী সাধন আছে। আত্মজ্ঞান
করিতে হইলে এই সাধনচতুষ্টয় তাহার সোপান, সেই
লাভ করিতে হইলে এই সকলের একান্ত আবশ্যক।
করিতে হইলে যেমন আরোহণীর সহায় ব্যতীত কেহই প্র
হণ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সাধনচতুষ্টয় ব্যতী
কখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না, যে
থাকিলে সন্নিষ্ঠা জন্মে, অর্থাৎ যে সাধনে জীবের অন্তর
করে, যে সততই তাহাতে সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে।
চতুষ্টয় ব্যতীত সিদ্ধির আর উপায় নাই।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ
ইহামুত্র ফলাভোগে বিরাগস্তদনন্তরম্
শমাদি ষটক্ সম্পত্তি র্মুমুক্ষুত্বমিতিস্ফুট

অনুবাদ। চারিটী সাধনের মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যানিত্য বস্ত
মূত্র ফলভোগ বিরাগ, তৃতীয় শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ইত্যা

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে সাধনচতুষ্টয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে
যাহা সোপানস্বরূপ, সেই সাধনচতুষ্টয় কি কি, তাহা বি
আচার্য্যদেব এই শ্লোকের রচনা করিয়াছেন। প্রথম নিত্যা
দ্বিতীয় ইহামূত্র ফলভোগ, বিরাগ, তৃতীয় শমাদি ষটক সম্প
এক্ষণে এই সাধনচতুষ্টয়ের এক একটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা
যাউক। প্রথমতঃ বস্তুবিবেক অর্থাৎ নিত্য কি না অবিন
কি না নশ্বর, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের—এই প্রপঞ্চগঠিত
নশ্বর এবং কোন্ পদার্থ অবিনশ্বর এই যে জ্ঞান, তাহাকেই
বিবেক কহে। এইটী আত্মাভ্যাস ইচ্ছুকের প্রথম আবশ্যক
বস্তুতত্ত্ব বিবেকসাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে মানবে বিবেকি
আপনা আপনি জীবের অন্তর হইতে মায়ার মালিন্যভা
দ্বিতীয় ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ, অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক
অভাব; তৃতীয় শমাদি ষটক্ সম্পত্তি অর্থাৎ শম, দম, উপর
সমাধান, এই ছয়টী ইহারা আত্মজ্ঞানসাধকের সম্পত্তিস্বরূ
ইহাদিগকে ষটক্ সম্পৎ কহেন। চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভের ইচ্ছা।

জগন্মিথ্যে ত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥২০

সত্য, জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয়কেই নিত্যানিত্য বস্তু-

শ্লোকে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পূর্ব্বোক্ত সাধনচতুষ্টয়ের ত্যানিত্য বস্তুবিবেক কাহাকে বলে, তাহা বিশদভাবে হেন, এই অসীম অনন্ত দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপ র, তিনি কেবল নিত্য অবিনশ্বর সৎস্বরূপ; তাহার জন্ম, পরিণাম প্রভৃতি ষড়বিকার নাই। তিনি চিরকাল নিজ রন, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু সকলই অলীক নশ্বর এই যে কহে। অর্থাৎ কেবল একমাত্র আত্মাই সত্য, আর নই বিরক্ত। এই স্থানে সাংখ্যের ভাষ্যকার সাংখ্যসার-ক উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

স্য চৈতন্যং সারোঽসার স্তথেতরৎ।

বৃক্ষের চৈতন্যাংশই সার, নিত্য, সত্য, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু র, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা। এক্ষণে বিবেকের আবশ্যকতা লা যাইতেছে।—

র ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের পক্ষে কিরূপ উপকরণ ও ইহা যে তা সাধক, ইহাতে যে কি মহতী শক্তি নিহিত আছে, মাত্রেই চিন্তাদ্বারা বুঝিতে পারেন। বিবেক বাক্যটি অতি র্থ যে কতদূর বিস্তৃত—ইহার অর্থ যে কতদূর গভীর ভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে, তাহা কেবল বিচারবান্ পণ্ডিতেরাই বেক সাধারণতঃ ভাল হইতে মন্দ এবং মন্দ হইতে ভাল, অর্থাৎ মন মানবগণ কেবল জ্ঞানের পরিপাকে ভালমন্দের পার্থক্য এবং ভাল মন্দ জানিয়া মন্দকে ত্যাগ করিয়া যাহা উত্তম, হারা গ্রহণ করে। সেইরূপ বিবেকিরা বিবেকবলে ত্যাজ্য উপাদেয়, তাহাই গ্রহণ করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, জানিলে, তাহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগের হেয়ত্ব, উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারি না। তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টীতে

আমাদের উপকার এবং কোনটিতে আমাদের অপকা[illegible]
আমরা জানিতে পারিনা,সুতরাং পদার্থের পার্থক্য জ্ঞান [illegible]
ও বর্জ্জন করিতে অগত্যা আমরা অক্ষম হই। এই বি[illegible]
ইতিহাস আমাদিগের স্মৃতিতে উদিত হইল; সেই বৈ[illegible]
ইতিহাসটি আমরা পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে এস্থলে উদ্ধ[illegible]
ইতিহাসটি এই :—

কোন সময়ে একজন হিন্দু সংসারে বিরক্তহইয়া ঈশ্বরে[illegible]
লম্বন করিয়া হিমাদ্রিশিখরমালার একটি নিভৃতগহ্বরে [illegible]
দেখিতে পাইয়াছিলেন। দর্শনমাত্রে তিনি বিনয়বচনে প[illegible]
উপদেশদান করিতে বারবার অনুরোধ করেন। পরমহংসে [illegible]
তত্ত্বজিজ্ঞাসু দেখিয়া কহিলেন, বিবেক ব্যতীত তাহাকে [illegible]
ঈশ্বরপ্রাপ্তির মূল। পরমহংসের বাক্যে জিজ্ঞাসু উত্তর [illegible]
বলে তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। পরমহংস উত্তর ক[illegible]
বৃক্ষসমূহ হইতে কতকগুলি ফল আনয়ন কর। আদেশমা[illegible]
গুলি ফল আহরণ করিয়া পরমহংসের পুরোভাগ রক্ষা কর[illegible] তখন পরম-
হংস ঈশ্বরজিজ্ঞাসুকে কহিলেন, আচ্ছা বল দেখি তোমার সম্মুখে এই ফল
আর তুমি ক্ষুধিত, তোমার এক্ষণে কি করা উ[illegible]
ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত এই ফল ক্ষুধিতের আহার[illegible]
তিনি কহিলেন, এ সকল ফল তোমার জানিত[illegible]
করিলেন, এ সকল বন্য ফল, আমি ইহার বিশেষ [illegible]
যতি উত্তর করিলেন, যেকালে এ সকল ফল তোমা[illegible]
না জানিয়া তোমার আহার করা উচিত? কেননা যদি [illegible] কোন [illegible]
ফল থাকে, তাহা হইলে ভোজনমাত্রে তোমার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। জিজ্ঞাসু
উত্তর করিলেন তাহা সত্য, এক্ষণে পরমহংস বলিলেন, বল দেখি, যে সকল
দ্রব্য আমরা আত্মপ্রয়োজন উদ্দেশে ব্যবহার করি, সে সকল দ্রব্যের গুণাগুণ
আমাদের নির্ণয় করা উচিত কি না? জিজ্ঞাসু উত্তর করিলেন, সম্পূর্ণ
উচিত। তখন যতি সেই সকল ফলমধ্য হইতে গুটিকতক ফল লইয়া কহিলেন,
এই কয়টি ফল বিষময়; ভোজনমাত্রে ইহাতে প্রাণনাশ হয়, এই বলিয়া সেই
কয়টি ফল পৃথক্ স্থানে রক্ষা করিলেন। যতি পুনরায় কহিলেন, "এক্ষণে বুঝিতে

[illegible]র, "আজ্ঞা হাঁ"। তখন যতি হাস্য করিয়া কহিলেন, কিরূপে [illegible] জিজ্ঞাসু উত্তর করিল, আপনার শিক্ষায়। তখন যতি [illegible]থায় ফল বিষয়ে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল—বিষময় ও [illegible]র্থক্য জ্ঞান জন্মিল, তাহাই এই ফলবিষয়ে বিবেক। এ [illegible]মি হয় ত বিষময় ফল ভোজনে প্রাণ হারাইতে। এক্ষণে [illegible]মিত্ত বিষময় ফল ভোজন করিবে না। কারণ তুমি আমার [illegible] চিনিয়াছ। সুধু চিন নাই, চিনিবার সঙ্গে তাহাকে ত্যাগ [illegible] কারণ বিষফল নাশকগুণযুক্ত। এই যে ফলবিষয়ে পার্থক্য [illegible]। এক্ষণে বুঝিতে পারিলে, এই ফলবিবেক তোমার কত [illegible]ল, তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইল ও নির্ব্বিঘ্নে ক্ষুধা-[illegible]শ করিয়া দিল। এক্ষণে বিবেকের উপকারিতা ও আব-[illegible]রিলে। সেইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে নিত্যানিত্য [illegible]র একান্ত আবশ্যক। এক্ষণে মনোযোগপূর্ব্বক শুন, এই অসীম [illegible] পদার্থ বিদ্যমান, একটি নিত্য আর একটি অনিত্য। পাঞ্চ-ভৌতিক মায়া[illegible]ত পদার্থ সকল ও মায়া অনিত্য, আর চেতন স্বরূপ ব্রহ্মই নিত্য। [illegible] দুয়ের পার্থক্যজ্ঞানের জন্য ফলবিবেকের ন্যায় ইহাদেরও বিবেক [illegible]বেকে যেমন তুমি পূর্ব্বে জানিয়াছ, কোন্ ফল তোমার গ্রহণীয় [illegible] বর্জ্জনীয়, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকেও জানিতে পারিবে [illegible]হণীয় আর কোন্টি তোমার বর্জ্জনীয়। বিষময় ফল [illegible] মৃত্যু হয়, তদ্রূপ অনিত্য দুঃখময় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক [illegible] অনবরত জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। আর [illegible] যেমন রসনা তৃপ্ত ও দেহ পুষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই আত্মস্বরূপ গ্রহণে জীব পরম শান্তি প্রাপ্ত ও অজর অমর হইতে পারে। এক্ষণে বল দেখি কি তোমার গ্রহণীয়? জিজ্ঞাসু উত্তর করিল, নিত্য ব্রহ্মই গ্রহণীয়। যতি কহিলেন, কেন। জিজ্ঞাসু উত্তর করিল, যেহেতু আপনার শিক্ষায় জানিতে পারিলাম, নিত্য আত্মাই মঙ্গলময়, আর তদ্ব্যতীত সকল পদার্থই অমঙ্গলের আকর। যতি উত্তর করিলেন, পদার্থদ্বয়ের বিরুদ্ধ গুণাগুণ জানিয়া তাহা-দিগের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই বিবেক। এই বিবেকবলে জীবের স্বতই উপাদেয় পদার্থে রতি ও হেয়পদার্থে বিরতি উপস্থিত হয়। এক্ষণে জানা গেল যে, বিবেকের অন্তরে সংসারবিরাগ ও আত্মরতি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে।

এই ইতিহাস পাঠে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, কি
পূর্ণ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভি
দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি

অনুবাদ। দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত অনিত্য ভোগবস্তুতে বা
যে ইচ্ছাভাব তাহাকেই বৈরাগ্য বলা যায়।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, জ্ঞানীগণ
শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎজনকস্বরূপ বৈরাগ্য যে কি
বলিয়াছেন। দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহাদি এই শরীর
কিছু ভোগ করি,তাহাই আমাদিগের ঐহিক ভোগ বা মর্ত্ত্যে
দিগের দেহপাতের পর যে আমরা ব্রহ্মলোকাদিতে গমন ক
করি,তাহাই পারলৌকিক ভোগ। উক্ত দ্বিবিধ ভোগের যা
দৃষ্ট আর যাহা পারলৌকিক,তাহা শ্রুত অর্থাৎ মৃত্যুর পর
ভোগ করে, তাহা কাহারই দৃষ্ট নহে; শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ প্রম
শ্রুতিপ্রতিপাদিত জীবের দ্বিবিধ ভোগ নির্দ্দেশ করেন; এ
পারলৌকিক। কামিনীকাঞ্চন,স্রকৃচন্দন,বিভবদ্বারা যে ভোগ উ
ঐহিক ভোগ; তাহাই দৃষ্ট; আর মরণান্তে ইন্দ্রলোক, শিবলো
বিষ্ণুলোক গমন করিয়া জীব যে ভোগ প্রাপ্ত হয়,তাহাই
অদৃষ্ট; তাহার বিষয় আমরা শ্রুতিতে ও জ্ঞানীর মুখে
ঐহিক বিষয়ভোগ ও পারলৌকিক স্বর্গভোগ,এই দ্বিবিধ
রিক বিতৃষ্ণা,তাহাই বৈরাগ্য; বুধগণের ইহাই মত। এই
বিরক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎদ্বারস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির প্রধান
নিশার ঘোরতর তামসী যেমন আপনা আপনি তিরোহিত হয়, ত
পাবন বৈরাগ্য উদিত হইলে জীবের মন-মলা আপনা আপনি বিগলিত
যায়। বৈরাগ্যের বিশদবিবরণ প্রদান করিতে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃ
সমাধিপাদের একটী সূত্র আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলা

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈ
(পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপা

অর্থাৎ স্ত্রী, অন্ন,পানাদি দৃষ্টবিষয়,আর বেদকথিত স্বর্গভো
ভোগের প্রতি যে ইচ্ছাভাব বা বিরক্তি, তাহাই বশীকার বৈরাগ্য।

রা মন-মল বিশোধিত হয়, যে বৈরাগ্য কৈবল্যপ্রাপ্তির বৈরাগ্যের বিষয় সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে বিশদভাবে রাগ অর্থাৎ রাগশূন্য ভাব। অনেকে রাগশব্দে ক্রোধ কিন্তু কপিলাদি দর্শনকারের মতে রাগ শব্দের অর্থ অবিদ্যাবশে জীবের অন্তর স্বভাবতই বিষয়া- মুহূর্ত্তকালও আশক্তিশূন্য বা রাগহীন হইয়া অবস্থান যখনই আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না কেন, তখনই তে পারি, আমাদিগের চিত্ত কোন না কোন বিষয়া- তেছে—কোন না কোন বিষয়ের অনুরাগ আমাদিগের তেছে। আমরাও সেই অনুরাগের অনুরোধে জননী যেমন করেন, সেইরূপ আমাদিগের প্রিয় বিষয়কে চিত্তে চিন্তা করিতেছি। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাগই সংসারের সহিত আমাদিগকে বন্ধন করিবার গের অনুরোধে আমরা জগতের যাবতীয় ভোগ্য বাহ্য য়া চিত্তকে কলুষিত করি। জগতের সঙ্গে চিত্তের সম্বন্ধ চিত্তের মল, দর্পণের উপরে মলা পড়িয়া থাকিলে যেমন র্থের প্রতিবিম্ব পড়িবার ব্যাঘাত জন্মায়, তদ্রূপ আমা- গরূপ মলায় মলিন থাকিলে, তাহাতে পরমপ্রভু পরমা- তের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। এই রাগরূপ মলা রিত হওয়া আর বিরাগ উদিত হওয়া একই কথা। এক্ষণে া বোধ হয় চিন্তাশীল ঈশ্বরানুগৃহীত জনগণের দুর্বোধ

ক্রমশঃ।

"ধর্ম্মতত্ত্ব।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিশেষ যে ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ও ব্রহ্মচর্য্য এবং তাহা দেখা যাউক। প্রথমে ভারতবর্ষীয় বিশেষ ধর্ম্ম এই ও শূদ্র এই চারিজাতির দশবিধ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ, ন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, পৌষ্টিককর্ম্ম, নামকরণ, অন্নাশন, জাতির প্রভেদ এই যে, উপনয়ন ব্যতীত উক্ত নববিধ শূদ্রজাতির বেদমন্ত্র পাঠে সম্পূর্ণ অনধিকার। কিন্তু তে পারিবেক। ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম ;—যজন, যাজন, ন প্রতিগ্রহ, এতন্মধ্যে যজন অর্থাৎ দেবার্চ্চনা, প্রতিদিন থি সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং বলিবশ্য এই পঞ্চমহাযজ্ঞ, ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে, এতদ্ভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রবিহিত নানাপ্রকার কর্ম্ম আছে। প্রজাপালন, দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিষয়ে অনাসক্ত

হইয়া ভোগ করা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্য ক্রিয়াসকল বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, বেদা এবং কুশীদ (সুদ) গ্রহণ করিয়া ঋণ প্রদান ও পঞ্চযজ্ঞ করণ এই সকল বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম। বিপ্রসেবা, ক্ষত্রির বেতন গ্রহণ করত কর্ম্ম করা এবং শিল্পকর্ম্ম ও অমন্ত্রক প সন্ধ্যা ও পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করা শূদ্রদিগের বিশেষ ধর্ম্ম। ম ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত চারিবর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহা কার জন্য ও কতকগুলি পারলৌকিক উপকারের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির ব্রহ্মচর্য্য বিহিত আছে; নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ। উপনয়নানন্তর মরণ পর্য্যন্ত গুরুকু করাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, ইহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই মাংসাদি বর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি ও গুরুর আজ্ঞাব্যতীত কোন কার্য্য না করা ইত্যাদি। নৈ ব্রাহ্মণজাতিরাই হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের নৈ ঘটে না, কারণ তাহারা বিষয়ভোগী, ঐ ধর্ম্মে সম্পূর্ণ কঠোর কুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী উপনয়নানন্তর গুরুকুলে বাস করত নৈষ্ঠি এরূপ আচরণ ও নিয়মিতকাল অতীত হইলে গুরুদক্ষিণাপ্র ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন। এক্ষণে প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম বি যাউক। অর্দ্ধবয়ঃক্রম অতীত হইলে আচরণের কাল আগ তাহাতে নিয়ম এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তি যখন আপনার দেহের চ কেশের পক্কতা এবং পৌত্রের মুখাবলোকন করিবেন, সেই করা বিধেয়, তাহাতে নিজ পত্নী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে রাখিয়া কিম্বা ইচ্ছা করিলে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবেন। মনুর প্রথম হইতে সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল শিথিল বাসনা রহিত হইলে সুতরাং আর গৃহে বাস করাই কর্ত্ত পূর্ব্বক বল্কফল ও কন্দমূলাদি ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারীর বানপ্রস্থের প্রধান ধর্ম্মই তপস্যা, তন্মধ্যে গ্রীষ্মঋতুতে পঞ্চ আগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মস্তকের উপর দিনমণির তাপ সহ্য জলে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরে আসক্তি পর বয়সের তিন ভাগ গত হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসকল ত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডগ্রহণ ও ভি ধারণ করিয়া পরমব্রহ্মে চিত্ত বিলীন করাকে সন্ন্যাস কুটীচর, বহূদক, হংসজটি, মুণ্ডী শিখী প্রভৃতি যে সকল তাহা সকলই উদাসীনের আশ্রম, কিন্তু তাহা সন্ন্যাসাশ্র গণ সাংসারিক বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা শুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান,
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

[illegible]ম ভাগ। | আশ্বিন, ১২৯৬। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভরত-বিলাপ।

১

কৈকেয়ীতনয় তবে উৎকণ্ঠিত চিতে,
নমি জননীর পদে লাগিলা কহিতে।
"কহগো জননী একি
যথায় তথায় দেখি,
অযোধ্যায় অমঙ্গল কেন সর্ব্বঠাঁই,
কেহ না ভাবে,—যাহারে কারণ সুধাই।

২

অযোধ্যার পূর্ব্বভাব নাহি কেন আর,
নীরবে যেন গো ভাসে শোকের পাথার!
নাহিক উৎসাহ লেশ,
যেন নির্জ্জীব এ দেশ—
বিষণ্ণতা বিরাজিছে কেন গো হেথায়,
কেনগো হেরিয়া মোরে প্রজারা পলায়?

৩

পূর্ব্বের উৎসব নৃত্য বিবিধ বাজনা,
অযোধ্যায় ক'ই সব কেন মা শুনিনা,
বলগো মা বল বল,
সন্দেহে চিত্ত বিহ্বল,
কেন রাজপথে মাগো নাহি চলে লোক
কোথা অযোধ্যায় আজি পূর্ব্বের পুলক?

৪

দৃষ্টিসুখপ্রদ এর চারু দৃশ্য যত,
কহগো কেন না হেরি কোথা গেল মাতঃ!
কেন মা সিংহতোরণে,
বাদ্য না শুনি শ্রবণে,
কেন বন্দিগণ মুখে নাহি স্তুতিগান
কি লাগি নীরব সব সবে ম্রিয়মান!

৫

হিমশীখর-সদৃশ রাজেন্দ্রপ্রাসাদে,
উন্নত ও ধ্বজদণ্ড মনোহর ছাঁদে,
কেন শ্রীবিহীন রয়,
পতাকা না শোভে তায়,
কেন বর্ম্মে নাহি হেরি প্রহরীর দল,
কেন এ কোশল রাজ্য হেন বিশৃঙ্খল।

৬

সূর্য্যবংশ অংশুমালী জনক কোথায়,
কহ মাতা কেন তাঁরে না দেখি হেথায়;
ক্ষণমাত্র যেই জন,
তোমা ছাড়া নাহি রন,
কেন তাঁরে কক্ষে আজি চক্ষে নাহি হেরি,
ইহার কারণ মাতা কহ ত্বরা করি।

৭

বিষাদ নিরাশ দুঃখ প্রতিমুখে মাখা,
কহ কেন কার আস্যে নাহি হাস্যলেখা?
সবে যেন মনস্তাপে,
অযোধ্যায় কাল যাপে,
নিশামণি-হীন নিশা যেমন দেখায়,
তেমনি কেন মা আজি হেরি অযোধ্যায়।"

৮

শুনি ভরতের বাণী, কৈকেয়ী তখন,
চাহি পুত্রপানে ধীরে কহিলা বচন।
পুরপ্রবেশের কালে,
অযোধ্যায় যা দেখিলে,
ইহলোক ত্যজি স্বর্গে গেছেন রাজন্
এ হেন শ্রীহীন পুরী বৎস। সে কারণ।

৯

জনকবিয়োগবার্ত্তা-অশনির ঘাতে,—
ভেদিল ভরত-চিত দারুণ আঘাতে!
পড়িলা পৃথিবী পরে,
আসি শোক জ্ঞান হরে,
কতক্ষণ পরে সংজ্ঞা হইল সঞ্চার,
হাহাকার রবে কাঁদি কহিলা কুমার।

১০

"কি কহিলে জননীগো জনকবিহীন,
আজি মোরা,—তাই পুরী এহেন শ্রীহীন!
হা পিতা, হা স্নেহময়,
পুত্রের প্রীতিরালয়,
কোথায় কোথায় তুমি করিলে গমন,
আর কি ভরতে নাহি দিবে দরশন?

১১

রঘুকুলরবি! আর মধুময় ভাষে,
পুনঃ কি কবেনা কথা পুত্র পরিতোষে?
আর কি যতনে ডাকি,—
সস্নেহে ক্রোড়েতে রাখি,
অপত্য-বৎসলভাব দেখাবেনা কভু,
কোথা তুমি কহ পিতা, অযোধ্যার প্রভু।

১২

অযোধ্যার দিনমণি নৃমণি আপনি,
অকালে অস্তগমনে অমার রজনী;
দেখ আসি অযোধ্যায়,
দীপ্তিহীন তমোময়,
লিপ্ত শোক কালিমায় বদন সবার,
দেখ লোকে শোকে কত করে হাহাকার।

১৩

হে রাজেন্দ্র! রাজধানী দেখ একবার,
তোমা বিনে দিনে পুরী হয়েছে আঁধার।
তপন উজল করে,
এরে উজলিতে নারে,
শ্মশান ভীষণভাবে করিছে বিরাজ,
গভীর নীরব পুরী হের মহারাজ।

১৪

চিরানন্দময় পিতা তোমার এ পুরী,
নৃত্যগীত বাদ্যামোদে মন মুগ্ধকারী;
বীণা ভেরী তূর্য্যনাদে
সদত গগন ভেদে,
এবে নিরানন্দ হেন খেলিতেছে তায়,
জনশূন্য যেন ইহা অরণ্যের প্রায়।

১৫

ভুবন বিখ্যাত তুমি প্রজার বৎসল,
প্রজাহিত মূলমন্ত্র তোমার কেবল;
পরম দয়ালু তুমি,
ওগো অযোধ্যার স্বামী,
তবে কেন নীরবেতে রয়েছ এখন,
কাঁদে প্রজা রাজে হৃদে না কর দর্শন।

১৬

অযোধ্যার আর্ত্তনাদ শোক কোলাহল,
শুন পিতা একবার, হে প্রজাবৎসল!
তোমা তরে কাঁদে সবে,
কথা কিগো নাহি কবে,
প্রজাদুঃখে দুঃখী তুমি হইতে সর্ব্বথা
কেন তবে নীরবেতে? নাহি পাও ব্যথা!

১৭

অথবা কহিব কিবা নির্দ্দয় হৃদয়
নহ তুমি—নাহি তুমি, শব এই কায়;
দুর্বৃত্ত কালশাসনে,
হরিয়াছে তব প্রাণে,
জড়দেহ প্রাণহীন কে কহিবে কথা,
তাই প্রজা, পুত্র কাঁদে নাহি পাও ব্যথা।

১৮

অহো, অসহ্য যাতনা, হৃদয় বিদরে,
কোথা পিতা ত্যজে গেলে আমা সবাকারে?
নন্দিগ্রাম হতে যবে
আসি, ভাবিলাম তবে—
অগ্রে করিব তোমার চরণ বন্দন,
স্নেহ সম্ভাষণে তব—যুড়াব জীবন।

১৯

হায়গো স্বপনে আমি ভাবিনি তখন,
করিতে হইবে তোমা শব দরশন
হা পিতা কোথায় গেলে,
একবার পুত্র বলে,
ডাক—রাখগো জনক! বচন আমার,
এ ভিক্ষা ভরত চায়, চাহ একবার।

২০

বৃক্ষ যথা পক্ষ্যাদির আশ্রয় আগার,
তেমতি ছিলেগো তুমি আমা সবাকার
হারায়ে পিতা তোমায়,
এবে মোরা নিরাশ্রয়,
আর কার স্নেহছায়ে জুড়াব জীবন,
কে আর বাৎসল্যে মোরে, করিবে পোষণ?

২১

ভীত হ'লে কার কাছে লইব স্মরণ
পেলে দুঃখ কার কাছে করি নিবেদন?
তোমার বিয়োগ হেরে,
শূন্য দেখি চরাচরে,
বিশ্ব বিষ বোধ হয়, বল কোথা যাই,
কহ পিতা কোথা তোমা দরশন পাই!

২২

বড় সাধ ছিল মনে ওগো নবমণি,
যতনে সেবিব তব চরণ দুখানি।
বৃদ্ধ যবে হবে তুমি,
ওগো অযোধ্যার স্বামী
সকল করিব দেহ চরণ সেবায়,
নিয়ত থাকিব রত তব শুশ্রূষায়।

২৩

প্রদানিতে বিন্দুসুখ তোমা অকপটে,
আজ্ঞ.বহ অহরহঃ রহিব নিকটে।
সে আশা রহিল মনে,
যেন বিলাস স্বপনে,
অকালে হরিল কাল তোমার জীবন,
চ'লে গেলে, মর্ত্ত্য ত্যজি অযোধ্যাজীবন! ক্রমশঃ।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কেও বর্ষীয়ান্ ব্যবসায়ী বেশে ?
প্রশান্ত মূরতি, প্রকৃতি গম্ভীর,
সরল স্বভাবে সবারে সন্তোষে,
বাক্য সুধাময় স্বভাব সুধীর।

পথিকত্রয় পুরঞ্জন পান্থশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র, পান্থশালার দ্বারে অবস্থিত একজন কিঙ্কর দ্রুতপদে পান্থশালার অধিস্বামীকে নবপান্থ-সমাগম সংবাদ দিল। ক্ষণপরেই তাঁহারা দেখিলেন, একজন স্থূল, লম্বোদর মহারাষ্ট্রজাতীয় পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে উপনীত। ইনিই পুরঞ্জন পান্থশালার অধিস্বামী, নাম ভাওরাজি। ভাওরাজী অতি বিনয়ী, বিনয় যে লোক বশীভূত করণের একটি প্রধান উপকরণ, ভাওরাজির তাহা অবিদিত ছিল না; সেইজন্য কোন নব আগত পান্থকে দেখিলেই এই সুন্দর উপকরণটি তিনি আগে ডালি দিতে ক্রটি করিতেন না। এক্ষণে পথিকত্রয়কে দেখিবামাত্র প্রসারিত বাহু দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে তিনি কহিলেন, "আসুন আসুন, আপনাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে,আপনারা বহুদূর হইতে আসিতেছেন।"

ভাওরাজি পথিকদিগকে এইমাত্র বলিয়া পরে সহচর বালক কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শীউরাম, শীঘ্র শীঘ্র এই অশ্বগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া তৃণজল দাও।"

আদেশমাত্র কিঙ্কর শীউরাম অশ্বের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইল। ভাও-রাজি তখন "আপনারা আসুন" এই বলিয়া আমাদিগের পরিচিত পথিকত্রয় সুজন, কুশল ও কামিনীকে লইয়া পান্থনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

সুজনসিংহ পান্থনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপে অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, পান্থশালাটি এক বিস্তৃত দ্বিতল প্রাসাদ। তাহা নিম্নে উচ্চে সারি সারি অগণিত গৃহমালায় পরিপূর্ণ। নিম্নতলে যে প্রকোষ্ঠে এক্ষণে তাহারা উপনীত, তাহা একটি সুবৃহৎ কক্ষ বা দালান; ইহারই এক পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যে সজ্জিত একটি দোকান, দোকানের মধ্যস্থলে একখানি অৰ্দ্ধজীর্ণ কাষ্ঠাসন শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ব্ব আসনখানিই আমাদিগের ভাওরাজি সাজিহানের ময়ূরাসন, ইহার উপরে উপবিষ্ট হইয়াই তিনি পান্থনিবাসে রাজত্ব করিয়া থাকেন। দোকানের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত দালান গালিচা, সতরঞ্চি কাষ্ঠাসন প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্রামোপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

সুজনসিংহ দেখিবামাত্র বুঝিলেন, এ কক্ষটি জনসাধারণের সমাগম ও বিশ্রামস্থান, কেননা তিনি দেখিলেন, এ কক্ষটি মহারাষ্ট্র, রাজপুত, তাতার মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় জনতায় পরিপূর্ণ।

কক্ষটী এইরূপ বহুজনাকীর্ণ দেখিয়া এস্থানে একটি কুলমহিলাকে অবস্থান করিতে দেওয়া অবমানজনক বোধে তিনি ভাওরাজিকে কহিলেন, "আমাদের এই স্ত্রীলোকটিকে একটি নির্জ্জন স্বতন্ত্র গৃহ দিতে হইবে। এ স্থান ইহার থাকিবার উপযুক্ত নহে।"

সুজনসিংহের বাক্যে ভাওরাজি উত্তর করিল, "গৃহের অভাব কি মহাশয়, আপনি একটি স্বতন্ত্র গৃহের কথা কি বলিতেছেন, আপনাদের প্রত্যেককে এক একটি স্বতন্ত্র গৃহ দিতে পারি।"

সুজনসিংহ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আমাদিগেরও তাহাই আবশ্যক, অগ্রে তুমি ইহাকে একটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রদান কর, আর আমাদিগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখ, তাহাতেই আমরা অবস্থান করিব; আপাতত আমরা কিছুক্ষণ এইস্থানে বিশ্রাম করি।"

ভাওরাজি "যথা ইচ্ছা" এই বলিয়া সুজন সিংহের বাক্য পালন করিতে কামিনীকে সঙ্গে লইয়া পান্থনিবাসের জনতায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই সময় কুশলসিংহ ও সুজনসিংহ উভয়ে নিকটস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। বিশ্রামে নীরবে কিছুক্ষণ অতি-

বাহিত হইলে কুশলসিংহ সুজনসিংহকে কহিলেন, "মহাশয়! স্মরণ হইতেছে, আপনি না বলিলেন, কৈবল্যপুর আপনার জন্মস্থান, তবে কৈবল্যপুরে আসিয়া একেবারে স্বভবনে না গমন করিয়া পান্থনিবাসে অবস্থান করিতে চাহিতেছেন কেন?"

সুজনসিংহ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "পথশ্রান্তে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আর কৈবল্যপুর উত্তর প্রান্তে আমার বাসস্থান, এস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করিতে মানস করিয়াছি, কল্য কৈবল্যনাথকে দর্শন করিয়া তবে স্বগৃহে গমন করিব।"

এই সময়ে পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাণ্ডরাজি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনাদিগের সঙ্গিনী কামিনীকে দ্বিতলে একটী উত্তম গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনাদিগের উভয়ের জন্য তৎপার্শ্বে দুইটি পৃথক্ গৃহ সজ্জিত করা হইয়াছে; আসুন, আপনাদিগকে তথায় লইয়া যাই।"

পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাণ্ডরাজি এই বলিয়া নীরব হইতে না হইতে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠসিন্ধুক কক্ষে লইয়া একজন বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী মারওয়ারী পান্থশালার সাধারণ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বপরিচিতের হাস্যে ভাণ্ডরাজির ওষ্ঠ বিকসিত হইল। আগন্তুক যে ভাণ্ডরাজির অপরিচিত নহে, তাহা আর ভাণ্ডরাজির হাস্যে কাহারও অবিদিত রহিল না। ভাণ্ডরাজি আগন্তুক বর্ষীয়ান্‌কে দেখিয়া কহিল, "আরে এসো উধামল্, অনেক দিনের পর যে।"

আখ্যায়িকার অনুরোধে পাঠকবৃন্দের কথঞ্চিৎ কৌতুহল তৃপ্তির জন্য এস্থলে আমরা আগন্তুকের যথাশ্রুত পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। আগন্তুকের নাম উদ্ধবমল, চলিতভাষায় সাধারণে ইহাকে উধামল বলিয়াই ডাকে। উদ্ধবমল একজন মারওয়ারী বণিক বলিয়া দেবগিরির সর্ব্বত্রই পরিচিত। তাহার এই পরিচয় প্রকৃত কি না,তাহা পাঠকেরা ক্রমে জানিতে পারিবেন। এক দেশ জাত দ্রব্য অপর দেশে বিক্রয়ই তাহার ব্যবসা। হীরক স্বর্ণরৌপ্যপ্রভৃতি নানাবিধ ক্রমতীয় প্রস্তর, ধাতু বিক্রয়ই তাহার একমাত্র জীবিকার উপায়। অনেকে বলে তিনি সময়ে সময়ে অস্ত্র বিক্রয়ও করিয়া থাকেন। তাঁহার কক্ষে যে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ সিন্ধুকটি দৃষ্ট হইতেছে,উহা নানাবিধ ক্রমতীয় পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ। তাহার দীর্ঘ অযত্ন রক্ষিত শুভ্রকেশ—আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু দেখিলে তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় দ্বিষষ্টি বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দেহ এরূপ সুদৃঢ়,সুগঠিত যুবকের

অবয়ববিশিষ্ট যে, যদি তাহার শ্বেতশ্মশ্রুকেশ না থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া লোকের যুবা বলিয়া ভ্রম হইত। অনেকে অনুমান করে, উধামল্ অদ্যাবধি অবিবাহিত; সংসারচিন্তায় মনোভঙ্গ জনিত তাপ প্রাপ্ত হন নাই। সেইজন্যই হউক বা যুবাজনসুলভ অত্যাচারে কখন স্বাস্থ্যকে বিচলিত করেন নাই বলিয়াই হউক তাহার দেহ যুবার ন্যায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন রহিয়াছে। কেবল কালের অপ্রতিহত স্বভাবে—স্বভাবে কৃষ্ণ কেশ শ্বেতভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার কেশ মারওয়াঁরি বণিকের ন্যায়, মস্তকে একটী লোহিতবস্ত্র উষ্ণীষ, গাত্রে আজানুলম্বিত অঙ্গরাখা, স্কন্ধে একখানি উত্তরীয়, পরিধেয় হিন্দুস্থানী ধরণের একটি আঁটা পায়জামা, পদে তাৎকালিক হিন্দুস্থানী ধরণের চম্পাদুকা।

আমরা যে সময়ের উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎকালে একদল ভ্রমণকারী বণিক দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত। তৎকালে তাহাদিগের নাম সাধারণের নিকট "পর্য্যটক বণিক" বলিয়া প্রচলিত ছিল। আমাদিগের আখ্যায়িকায় পরিচিত এই উদ্ধবমল সেই দলেরই একজন। অনেকে বলে উদ্ধবমল কোন এক নগরের ধনবান বণিকের পুত্র, কিন্তু এক্ষণে বক্রী গ্রহের চক্রে পড়িয়া পৈতৃক সম্প্রত্তি হারাইযাছেন। তাই আজ তিনি দেশে দেশে সামান্য পর্য্যটক বণিকবেশে বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এরূপ লোকপ্রবাদ যে, অসত্য, তাহা নহে। বাস্তবিকই উদ্ধবমল যে, একজন ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশীয়, তাহা তাহার বচন, ভাষণ স্বভাবাদর্শে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধবমল অতি মধুরভাষী, এইজন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি যদিও বৃদ্ধ, তত্রাচ তাঁহার স্মৃতি এত প্রখর যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভারতের তাৎকালিক সকল নগরের সামাজিক রীতি নীতি, ঐতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাহার নিকট পাওয়া যাইতে পারিত। বয়সদোষে কিছুই তাঁহার বিস্মৃতি সলিলে বিলুপ্ত হয় নাই। উদ্ধবমলের স্বভাব এমনি একটি অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও বহুদর্শিতাপরিচায়ক ভাব পূর্ণ যে, তিনি কথা কহিলে স্থির হইয়া শ্রবণ না করিয়া কেহ তাঁহার বাক্যে বাধা দিতে পারিত না বা ইচ্ছা করিয়া বাধাদান করিত না।

তিনি পান্থনিবাসের সাধারণ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রস্থ জনতার অধিকাংশ লোকই উধামল উধামল বলিতে বলিতে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তিনি সকলকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া যেখানে আমাদিগের সুজনসিংহ ও কুশলসিংহ উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানে একখানি

কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাণ্ডরাজির বাক্যে সুজনসিংহ জানিতে পারিলেন যে, উধামল দেবগিরি ও ভারতের তাৎকালিক অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী জনপদের পরিচিত, আর তাঁহার বহুদেশ দর্শনের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বহুদেশের ইতিহাসজ্ঞ, এতদ্ব্যতীত তিনি সদাশয় ও দয়াবান্ এবং পরোপকারী : একারণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে।

"তবে উধামল! কৈবল্যপুরে কি এইমাত্র আসা হ'চ্ছে?" জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া উদ্ধবমলকে এই প্রশ্ন করিল।

উদ্ধব উত্তর করিলেন, "হাঁ—এইমাত্র এখানে আমার আসা।"

প্রশ্নকারী পুনরায় কহিল, "তবে বোধ হয় এবার আমরা দুই চারিদিন আপনার সঙ্গ পাইব। অনেক দিনের পর দেখা, এবার আমাদিগকে দুই একটি ভাল উপন্যাস বলিতে হইবে।" পাঠক! উধামল নবরসপূর্ণ উপন্যাস বলিয়া মানবচিত্ত রঞ্জনে বিশেষ পটু ; সেইজন্যই প্রশ্নকারী তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিল।

উদ্ধব যেন অপ্রতিভ হইলেন—কিছু দুঃখিত হইলেন—পরক্ষণেই গম্ভীর-প্রকৃতি উদ্ধব সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "সেজন্য দুঃখিত না হও ইহাই আমার অনুরোধ, কারণ এবারে তোমাদের এ অভিলাষ পূরণ করিতে পারিলাম না। কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে কল্যই আমাকে কৈবল্যপুর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এখানে কেবল কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিব। যে দুই চারি পণ্য দ্রব্য আছে, তাহা যদি কল্য প্রাতঃকালে বিক্রয় করিতে পারি, সেইজন্য প্রাতে প্রহরকাল মাত্র অপেক্ষা করিয়া দেখিব।"

উদ্ধবের কথা শুনিয়া ভাণ্ডরাজি কহিল, "কল্য প্রাতঃকাল!" কল্য প্রাতে যে আপনার কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহা ত বোধ হয় না।"

উদ্ধব কহিলেন, "কেন?"

ভাণ্ডরাজি প্রত্যুত্তরে কহিল, কল্য প্রাতঃকালে কৈবল্যপুরবাসী বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেহই গৃহে থাকিবে না ; সকলেই ঠাকুররাজ ধূর্জ্জটী পান্থ-প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইবে।"

সুজনসিংহ পান্থনিবাসের অধিস্বামীর বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "কেন? কৈবল্যপুর প্রান্তরে কাল কোন মেলাধিবেশন হইবে না কি?"

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "মেলা? হাঁ এক রকম মেলা বটে, লোমহর্ষণ মেলা—দুঃখদৃশ্যের মেলা?"

বিস্ময়ে সুজনসিংহ কহিলেন, "সে কিরূপ ?"

পান্থনিবাসের স্বামী উত্তর করিল, "জীবন্ত মানবকে ব্যাঘ্রসম্মুখে দান এক-রূপ লোমহর্ষণ মেলা নহে ত আর কি ?"

চমকিয়া তদুত্তরে সুজনসিংহ কহিলেন, "কারণ।"

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "সামন্তরাজ ধূর্জ্জটীপান্থের আদেশ।"

সুজনসিংহ কহিলেন, "যাহার উপর এরূপ নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তাহার অপরাধ কি, সে ব্যক্তি কে ?"

পান্থশালার অধিস্বামী কহিলেন, "তাহার নাম মধুজি।"

"মধুজি" এই বাক্যটী পান্থনিবাসের অধিস্বামীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র সুজনসিংহ চমকিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণপরে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুজি ?"

পান্থনিবাসের অধিস্বামী উত্তর কবিলেন, "হাঁ মধুজি।"

সুজনসিংহ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত আগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুজি কি কৈবল্যপুরবাসী কোন হিন্দু ?"

পান্থনিবাসের অধিস্বামী উত্তব কবিল, "মধুজি হিন্দু নহে, একজন জৈন যুবক, পূর্ব্বে কৈবল্যপুবেই তাহার বাস ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সে কৈবল্য-পুরে বাস করে না।"

এই বাক্যে সুজনসিংহেব পূর্ব্বপ্রকাশিত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠিত ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল—যেন তাঁহার মন হইতে পান্থনিবাস স্বামীর বাক্য কোন গুরুতর সন্দেহ অপসারিত করিল; এইবার তিনি পান্থনিবাসের অধিস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে কহিলেন, "মধুজির অপরাধ কি ?"

ভাণ্ডারজি এই বাক্যে ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "মধুজি, কৈবল্যপুরের কতকগুলি যুবককে অস্ত্র বিতরণ করিয়াছিল এবং বিতরণকালে তাহাদিগকে কহিয়াছিল, 'এই সকল অস্ত্র ব্যবহারের সময় অতি শীঘ্রই তোমাদিগেব নিকট আসিবে।' মুসলমান তাতার কোতোয়ালির লোক—সম্রাট আলাউদ্দিনেব গুপ্তচর, মধুজির এই কার্য্যে তাহাকে কৈবল্য-পুর প্রজার অভ্যন্তরে বিদ্রোহবীজ বপনকারী, অশান্তির উৎপাদক বলিয়া সন্দেহ করিল। তৎক্ষণাৎ মধুজি ধৃত হইল, বিচারার্থ ঠাকুররাজ ধূর্জ্জটী-পান্থের নিকট তাহাকে উপস্থিত করা হয়। বিচারকালে তাতার কোতোয়াল

সমসউদ্দীন, তাহাকে হরপাল দলভুক্ত ও আলাউদ্দীন শাসনবিরোধী বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। শুনিলাম, অভিযোগকালে সে না কি কুণ্ঠিত না হইয়া মুক্তকণ্ঠে আপনাকে হরপালদলভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; কেবল স্বীকার নহে, হরপালের দলে মিশিয়া সে আপনাকে ভাগ্যবান্ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের সাধক বলিতে ভীত হয় নাই।" ক্রমশঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্মতত্ত্বের আশ্রমগত বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে আমরা সম্প্রদায়গত বহুবিধ নবপ্রচারিত শাখা ধর্ম্মের বিষয় বলিতে অগ্রসর হইলাম। ধর্ম্মপ্রসূ ভারতবর্ষ কখনই ধর্ম্মপ্রসবে কুণ্ঠিতা নহে; সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে বর্ত্তমান কালাবধি আর্য্যাবর্ত্তে যে যে ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার অভ্রান্ত বিস্তৃত তালিকা বা সংখ্যা নির্ব্বাচন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। এই শাক্য বৌদ্ধের জন্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যখন আসমুদ্র মধ্য আসিয়া পর্য্যন্ত মহান্ আসিয়া ভূখণ্ড ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত হইয়াছিল, বেদের সুগভীর নৈতিক ভাব রঞ্জিত হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় সুপ্রোথিত ধর্ম্মভিত্তিও যখন প্রকম্পিত হইয়াছিল, তখন আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের জীবনকালে একটি নবযুগের অবতারণা হয়, সেই সময়ে যদি সঙ্করসদৃশ জ্ঞানীপ্রবর শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহের বাধা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে সে দুস্তর তরঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম ভিত্তি উৎপাটিত হইত কি না? সেই সময়ে দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্যের মহোদ্যমেই কেবল বেদের গৌরব রক্ষা ও হিন্দুধর্ম্মের অবিচলিত ভক্তিবিশ্বাসের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। সংস্কার সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন নগরে প্রবল বন্যা প্রবেশ করিলে যেরূপ একেবারে জলপ্রবাহ নিষ্কাশিত না হইয়া কোন কোন নিম্নতল ভূমিতে আংশিক প্লাবন থাকিয়া যায়, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবন ভারত হইতে নিষ্কাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহার সহিত কতক অবিশ্বাস স্রোত ভারতে রাখিয়া গিয়াছিল। তাহা কেবল ক্ষুদ্রবুদ্ধি. বেদবিজ্ঞান বোধে অক্ষম, নীচহৃদয়ে মাত্র। সেই অবিশ্বাস স্রোত হইতেই শাখাধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। শাখাধর্ম্ম বহুবিধ। যথা,—আউল, বাউল, সাঁই, ঢুণ্টি ইত্যাদি অদ্যাপিও ইহাদিগের প্রতিপত্তি ভারত ও বঙ্গের অনেক

স্থলে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের সম্প্রদায়গত আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিষয় বেদগ্রাহ্য নহে বলিয়া আমরা এস্থানে সেই সকল বিবরণ বর্ণন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাদিগের মধ্যে আচার স্থকরতা ও কল্পনার আধিপত্যই প্রবল ভাবে দৃষ্ট হয়; ইহা এক একটি মানবকপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিগের প্রাধান্য নির্ব্বোধ নিরক্ষর জাতির অভ্যন্তরেই দেখা যায়।

এক্ষণে আমরা নির্ব্বাণের প্রকৃত সোপান স্বরূপ যে যোগধর্ম্ম তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলী তদীয় যোগসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে যোগব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নামই যোগ ইহাই তাহার অর্থ। চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করাই চিত্তের নির্ব্বাণ সাধন। চিত্তস্বরূপ যে জীব ইহাতেই তাহার নির্ব্বাণ হয়, ইহারই নাম নির্ব্বাণ মুক্তি। ইহা সুসিদ্ধ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিতে হয়; তাহা কি কি? যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টবিধ। এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গে যিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তিনিই আত্মার পরমোৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইবেন; তিনি বিশ্বকারণ ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিয়া অমৃতানন্দ রসসম্ভোগে অমর হইবেন।

বিবেক চূড়ামণি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ।
স্বলক্ষে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে ॥২২

বঙ্গানুবাদ। স্বীয় লক্ষে যে মনের নিয়ত অবস্থান, তাহাকেই "শম" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের দোষ দর্শন করিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক যে মনকে অবিচলিত ভাবে আত্মাতে নিযুক্ত রাখা তাহাকেই শম কহে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, —

সদৈব বাসনা ত্যাগঃ সমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।

ভাব—বাসনা ত্যাগের নামই শম।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষা মিন্দ্রিয়াণাং সদমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৩

বঙ্গানুবাদ। বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় গোলোক মধ্যে স্থাপন করাই বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় ইন্দ্রিয়ের "দম" জানিবে।

ব্যাখ্যা। বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থ, যাহাতে জীবের অন্তর স্বতঃই আকৃষ্ট, যাহা প্রাপ্তির জন্য জীব সদা সর্ব্বক্ষণ লালায়িত, সেই ভোগ্য পদার্থকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ না করা এবং অন্তর ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন দ্বারা চিন্তা না করা,। ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব গোলোকমধ্যে আধারে সংযত রাখারই নাম দম।

বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা ॥২৪

বঙ্গানুবাদ। বাহ্যবস্তুতে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনাবলম্বন, অর্থাৎ অসম্বন্ধই উত্তমা উপরতি অবধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা। বাহ্যবস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে, যেমন নাসিকার ভোগ্য সুগন্ধ, রসনার ভোগ্য মিষ্টরস, দর্শনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য সুদৃশ্য, ইত্যাদিতে যে অন্তরের ইচ্ছাভাব বা চিত্তের আন্তরিক বিতৃষ্ণা তাহাকেই উত্তম উপরতি কহে।

সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকার পূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥২৫

বঙ্গানুবাদ। প্রতীকার রহিত সকল দুঃখের সহন এবং চিন্তা ও বিলাপ না করাই তিতিক্ষার লক্ষণ জানিবে।

ব্যাখ্যা। কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকার বা নিবারণ উপায় উদ্ভাবন না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কোনরূপ বিলাপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে যে তাহার সহন, তাহাকেই ঋষিরা তিতিক্ষা বলিয়াছেন, যেমন ছত্র না লইয়া বরিষা ধারা ও প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ সহ্য করা, বস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি ব্যতীত দুঃসহ শীতের হিমানিতে অবিচলিতভাবে অবস্থান করা ইত্যাদি।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধাকথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তুপলভ্যতে ॥২৬

বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রীয় বাক্যের এবং গুরুবাক্যের যে সত্যতা অবধারণ,

তাহাকেই শ্রদ্ধা বলিয়া সাধুলোকেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ঐ শ্রদ্ধা দ্বারা ব্রহ্ম বস্তু লাভ করা যায়।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রোল্লিখিত বাক্য এবং গুরুর আদেশে যে অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান, তাহাকে শ্রদ্ধা বলিয়া জ্ঞানীলোকেরা কহেন, এই শ্রদ্ধাই ব্রহ্মবস্তু লাভের প্রধান উপায়। এই শ্রদ্ধা ব্যতীত ব্রহ্ম বস্তু লাভ হয় না। কেননা শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য যাহার নিকট অসৎভাবে প্রতীয়মান হয়, সে কথন গুরু ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মলাভোপায় গ্রহণ করে না, সুতরাং সারাৎসার পরম ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হয়, এক্ষণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাই ব্রহ্মবস্তু লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা।
তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্ ॥২৭

বঙ্গানুবাদ। শুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুতে সর্ব্বদা যে মনের একাগ্রতা, তাহাকেই সমাধান বলিয়াছে, চিত্তের চাঞ্চল্য থাকিলে সমাধান হয় না।

ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে যে মনকে একাগ্রভাবে স্থির করিয়া রাখা, তাহারই নাম সমাধান বা সমাধি; চিত্তকে পালন বা চিত্তে বিষয়চিন্তা থাকিলে সমাধি হয় না।

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা ॥২৮

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কারাদি দেহ পর্য্যন্ত অজ্ঞানকল্পিত বন্ধনকে আত্মতত্ত্ব বোধ দ্বারা যে মোচন করিতে ইচ্ছা তাহাকেই মুমুক্ষুতা কহে।

ব্যাখ্যা। জীবাত্মাতে যে অবিদ্যাকল্পিত বন্ধন, অর্থাৎ ব্রহ্মে যে উপাধি-গত ভেদবুদ্ধি, সেই ভেদবুদ্ধি হইতে আত্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যে মোচন ইচ্ছা, বা মুক্তির ইচ্ছা, তাহাকে মুমুক্ষুতা বলে। ইহা আরও বিশদ করিয়া বুঝা-ইতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, জ্ঞানীপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যসার গ্রন্থে এই শ্লোকে—প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ তন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়ম্।

ভূতানি চেতি সামান্যা চতুর্ব্বিংশতি রেবতে ॥

প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য বিবেকের জন্য প্রকৃত্যাদি নিরূপণে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারা কি কি? না প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় [illegible] প্রাকৃতিক পদার্থ অবিদ্যা-

কল্পিত; ইহারা নির্ম্মল ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ; ইহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটি ঔপাধিক বন্ধন। ইহাদিগের নশ্বরত্ব জানিয়া স্ব স্বরূপ জ্ঞানে ইহাদিগের আবরণ হইতে যে আত্মাকে মোচন করিতে ইচ্ছা, তাহাকে মুমুক্ষুতা কহে।

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেন সমাদিনা।
প্রসাদেন, গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সুয়তে ফলম্ ॥২৯

বঙ্গানুবাদ। গুরুর প্রসন্নতাতে বৈরাগ্য ও শমাদি দ্বারা অল্প ও মধ্যমরূপ মুমুক্ষুতা ও ক্রমশ প্রবৃদ্ধ হইয়া ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা। গুরু যাহার প্রতি প্রসন্ন, বৈরাগ্য ও সমাধিযুক্ত, কিঞ্চিৎ বা কিঞ্চিৎ অধিক মুক্তি ইচ্ছা যাহার অন্তরে থাকে, গুরুপ্রসন্নতাতে সেই ব্যক্তির মুমুক্ষুতা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রদান করে।

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ ॥৩০

বঙ্গানুবাদ। বৈরাগ্য এবং মুক্তীচ্ছা যাহার অত্যন্ত প্রবল, তাহার শমাদি সকল অর্থবন্ত ও ফলবন্ত হয়।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব সুকৃতিবলেই হউক বা মহাজনসমাগমলাভেই হউক, বিষয় বিরক্তি আর ভববন্ধন মোচন ইচ্ছার প্রবল প্রভুত্ব যাহার অন্তরে বিরাজ করে, সেই ব্যক্তির শম, দম তিতীক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান নিশ্চয়ই ফলবান্ হয়।

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎতত্র সমাদের্ভাণমাত্রতা ॥৩১

বঙ্গানুবাদ। এই মুক্তি ইচ্ছা ও বিষয় বিরাগ যাহার অল্প থাকে, তাহার শমাদি সকল মরুদেশের জলের ন্যায় ভাণমাত্র জানিবে, অর্থাৎ ফল প্রসব করিতে কখনই পারে না।

ব্যাখ্যা। বালুকাময় মরুপ্রদেশে জলভ্রান্তি বা মরীচিকা যেমন কোন কালে কোন কার্য্যকারী হয় না, সেইরূপ বৈরাগ্য ও মুক্তি ইচ্ছা যাহার অতি স্বল্প, শমাদি সকলও তাহার কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। যেমন ধান্যাঙ্কুর জলদজীবন যোগে বর্দ্ধিত ও ফলপ্রসব করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ শমাদি এবং মুক্তি, ইচ্ছা ও বৈরাগ্যযোগে ফলবান হইয়া উঠে। ক্রমশঃ।

পাতুল। ২নং কানাইলাল ধরের লেন হইতে
শ্রীভৈরবচন্দ্র দাস দ্বারা প্রকাশিত।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করেগো প্রদান,
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } কার্ত্তিক, সন ১২৯৬। { ৭ম সংখ্যা।

মদ্যপানের অপকারিতা।

যাহার অতি মহতী আসক্তিতে আমাদের দেশের ও সমাজের মহান অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, যাহার আপাত সুখকর মত্ততায় মানবকে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া তুলে—মানবকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে, যাহার অনর্থ প্রসবিনী আসক্তি সমাজের প্রায়ই প্রতিগৃহে অকালমৃত্যুর তুফান তুলিতেছে, সেই কাল-রূপিণী সুরার ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যনাশিনী করালরূপিণী পানাসক্তির অপকারিতার বিষয় আমাদের এ স্থলে বিবেচ্য, সেই অপকারিতার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিলে যদি কথঞ্চিৎ সমাজের উপকার সাধিত হয় সেই জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা এ স্থলে এ প্রবন্ধে অতি রঞ্জিতভাবে কিছুই বর্ণনা করিব না, যাহা আমরা এক্ষণে এ প্রবন্ধ ব্যাখ্যায় বলিব তাহার অধিকাংশই সর্ব্ব-সাধারণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট, কাহার কাহার স্বতঃ অনুভূত ও বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই মীমাংসিত প্রমাণ।

এই প্রবন্ধের সূচনায় আমরা আমাদিগের আর্য্যমত বা আর্য্য ঋষিগণ কথিত বাক্যে মানবগনকে বা সমাজকে সুরার কত মহাদোষ দেখাইতে পারি, তাহাই অগ্রে দেখা যাউক।

শাস্ত্রে ঋষিরা কহিয়াছেন 'মদ্যমপেয়' অর্থাৎ মদ্য বা সুরা পানের অযোগ্য। মদ্য পান করা যে অতীব গর্হিত কার্য্য, তাহা তাহাদের প্রখর বিজ্ঞান দৃষ্টির অগোচর থাকিলে কখন তাঁহারা "মদ্যমপেয়" বলিয়া রসনাকে বৃথা আলোড়িত করিতেন না। যদি আমাদিগের শাস্ত্রে ও আর্য্য বৈজ্ঞানিকদিগের বাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে মদ্য যে বর্জ্জনীয়—কাহার গ্রহণীয় নহে, এ মীমাংসা করিতে আমাদিগের শাস্ত্রের অনুশাসনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কেননা চিন্তাই যাঁহাদিগের পরম পথ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তবে সে চিন্তা যে, তাঁহাদিগের নিকট কোন দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা অজ্ঞাপিত রাখে নাই ইহা জ্ঞানিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

চিন্তা, ধ্যান, যোগ ও জ্ঞানবলে যখন তাহারা অসীম অতুলনীয় বহুদর্শিতা-লাভ, এমন কি সর্ব্বজ্ঞত্ব পর্য্যন্ত কেহ কেহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তখন সামান্য বস্তুতত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকট অমীমাংসিত বা অজ্ঞাত ছিল, তাঁহাদিগের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় নাই, একথা কে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারে?

আমাদিগের এই কথায় অনেকে আমাদিগকে শাস্ত্রের ও ঋষিদিগের "গোঁড়া" বলিয়া উপহাস করিতে পারেন করুন, তাহাদিগের উপহাসে আমরা সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইব না—হইবার কারণও নাই, কারণ যাহারা চিন্তা, মনসংযোগ ও বিচাররহিত অপরিণত বুদ্ধির লোক, তাহারাই কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়াই, পাশব অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সকল বিষয়েই মতামত প্রদানে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের নিকট ব্যতীত, চিন্তাশীলের নিকট কখন আমরা এরূপ অন্যায় উপহাস প্রাপ্ত হইব আমাদের এ ধারণা নাই।

আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে মানসতত্ত্বের সংস্কার সাধনে জ্ঞানের উন্নত পদবীতে পুরুষকার বলে উন্নীত হইয়াছিলেন এ কথা কে "না" বলিতে পারে? আর তাঁহাদের বিজ্ঞানপ্রসূত শাস্ত্র যে, প্রকৃত উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, ইহাই বা কে বলিতে পারে? যে বলে, তাহাকে আমরা মূর্খ বলি; কেন না যে আর্য্য বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের প্রখর বুদ্ধি-বল-প্রসূত জ্যোতিষ সঙ্কেত, পৃথিবী হইতে বহুদূরবর্ত্তী চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলের গ্রহণের বর্ষ পূর্ব্বে আজিও দিন, দণ্ড, পল নির্ণয় করিতেছে সৌরজগতের তত্ত্ব বলিতেও সঙ্কুচিত

নহে; তাঁহাদের উপরি ও তাঁহাদের শাস্ত্রে যাহাদের অবিশ্বাস ও অনাদর তাহারা মূর্খব্যতীত আর কি হইতে পারে?

মানবে উন্নত জ্ঞান যতদূর সম্ভবে, তাহা আর্য্য ঋষিগণেরই ছিল ইহা তাঁহাদের শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। জড় ও জৈব জগতে অমানুষিক ও বিস্ময়কর নবাবিষ্কার অদ্যাবধি যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানবলে, ইহা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জ্ঞান যে, উন্নত পদার্থ ও জ্ঞানী যে উন্নত জীব, তাহা কোন্ বিজ্ঞ অস্বীকার করিবেন? আর যখন আমরা কেবল আমাদিগের পূর্ব্বতন ঋষিদিগেরই জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদের বাক্যে আমাদের আদর না করা আত্মোন্নতির পথপরিষ্কার ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

ঋষিরা যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিযাছিলেন, এ কথা আমরা যে, তাঁহাদের শাস্ত্র প্রণযন শক্তি দেখিযা বলিতেছি, তাহা নহে; তাঁহাদের অনন্ত শাস্ত্রে অনন্ত বুদ্ধিশক্তির প্রভাব দেখিযা সকলকেই তাহা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের প্রণীত বেদ, পুরাণ, আগম, নিগম, স্মৃতি, সংহিতা ও চতুঃষষ্টিকলা ইত্যাদি চিন্তা করিলে আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক বিধি বিধানে, কোন স্থানে ও কোন বিষয়ে যে,তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিশক্তি অলব্ধপ্রবেশ ছিল, তাহা ত আমাদের বোধ হয না। আমাদিগের মানসিক শারীরিক, ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধানে বিজ্ঞানালোক তাহারা শাস্ত্রের প্রতিপংক্তিতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন!

বিবেচনা পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিযা দেখিলে আমাদের স্পষ্টই বোধ হয়, আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ড যে বিজ্ঞানের জন্য পুরাতন ইজিপ্ট, রোম ও গ্রীসের নিকট ঋণী, সে বিজ্ঞান পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তই এক সময়ে ইজিপ্ট, রোম ও গ্রীসকে শিক্ষা দিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যখন গ্রীসীয়েরা আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করে, তখন আমাদের আর্য্যাবর্ত্ত যে, বেদ, দর্শন ও বিজ্ঞানালোকে সমগ্র পৃথ্বীমণ্ডলে অতুলনীয় বিকাশ বিকীরণ করিতেছিল, এ কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। তবে কে বলিতে পারে যে পাশ্চাত্য গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানবর্ত্তিকা আমাদিগের ঋষিগণের বিজ্ঞানালোকে প্রজ্জলিত হয় নাই? কে বলিতে পারে দিগ্বিজয়ে ভারতে আসিয়া অমূল্য আর্য্যবিজ্ঞানরত্ন উপেক্ষা করিয়া কেবল সামান্য মণিমুক্তা স্বর্ণাদি লুণ্ঠন করিয়া গ্রীসীয়েরা ক্ষান্ত হইয়াছিল? কে বলিতে

পারে যে, বাহুবলে যেমন গ্রীসীয়েরা ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ অধ্যবসায় বলে আমাদিগের ঋষিগণের আর্য্যবিজ্ঞান-রত্ন লুণ্ঠনে মনোময় কোষ পূর্ণ করিয়া যায় নাই ?

পুরাবৃত্ত পাঠে যখন আমরা জানিতে পারি যে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের অপরাপর জাতিরা যে সময়ে উৎপন্নও হয় নাই, সেই সময়ে যখন আমাদিগের পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের পূজ্যপাদ আর্য্যবৈজ্ঞানিক ঋষিগণ বিজ্ঞানবলে সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন ও বিজ্ঞানের পরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তখন সেই সমগ্র ভূমণ্ডলে আদিগুরুগণের বিজ্ঞানালোক যে ইজিপ্ট, রোম ও গ্রীসকেও এক সময়ে উদ্ভাসিত করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে ?

এক্ষণে আমরা চিন্তা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কেবল আমাদিগেরই শিক্ষক, তাহা নহেন ; জ্ঞান বলে, বিজ্ঞানবলে, নীতিবলে ও অভিজ্ঞতাবলে তাঁহারা এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে,তাঁহাদিগকে সমগ্র জগতের শিক্ষক ও মঙ্গলপ্রদ গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা আমরা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত নীতির মহতী উপকারিতা আজিও মনঃসংযোগে উপলব্ধ করিতে পারি। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলে আজিও সার্ব্বজনীন সামাজিক উপকার দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা প্রারব্ধ প্রবন্ধ হইতে বিচলিত হইয়া এতাবৎকাল শাস্ত্র ও শাস্ত্র-কারদিগের বিষয় আলোচনা করিতে যে কালক্ষেপ করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা যে প্রবন্ধের সূত্রত্যাগ করিয়াছি, তাহা যেন কেহ না মনে করেন। কারণ উহাতেও আমাদিগের প্রবন্ধালোচিত বিষয়ের অপকারিতা প্রদর্শনের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কি ? না, শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যে মানবমনে বিশ্বাস উৎপাদন ও শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদিগের গৌরব উপলব্ধি এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বিধি নিষেধ প্রমাণবলে সুরা যে কাহার গ্রহণীয় নহে, তাহারই প্রমাণ সুস্থাপন করা মাত্র।

ভরত-বিলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২৪

দুঃসহ জনক শোকে, কৈকেয়ী কুমার,
করি বক্ষে করাঘাত,ফুকরে হাহাকার !

দর দর ধারে ঝরে,
সিক্ত গণ্ড নেত্রনীরে,
দেখিয়া কৈকেয়ী ক্রোড়ে লইয়ে ভরতে,
মুছায়ে অঞ্চলে অশ্রু লাগিলা কহিতে।

২৫

স্থির হও বাছাধন ক'রনা রোদন,
কাল পূর্ণে সর্ব্বজীবে ঘটয়ে মরণ ;
কালে কে এড়াতে পারে,
কহ বিশ্ব চরাচরে,
জাত জীবে অনিবার্য্য কাল পরশন ;
তার তরে মূঢ়মাত্র, শোকে নিমগন।

২৬

কুমার ! তোমার তরে কল্যাণ যাবত,
যতনে সাধন আমি করেছি তাবত্—
এবে শোক পরিহর,
কি লাগি বিলাপ কর,
বিলাপে বিগত জীব ফিরে কি কখন ?
কহ বৎস ! তবে শোকে কোন্ প্রয়োজন !

২৭

কহিলা ভরত—তবে কহগো জননি,
কি কহিলা মৃত্যুকালে অযোধ্যা নৃমণি ?
কি আদেশ কারো পর,
দিয়াছেন নরবর—
বল, তাহা শুনি মাতঃ পিতার বচন,
নির্ভীকা কৈকেয়ী, পুত্রে বলিলা তখন।

২৮

"হা রাম ! হা সীতে কোথা কোথায়ে লক্ষ্মণ !"
বলিতে বলিতে তাঁর হয়েছে মরণ।
অন্য কোন বাক্য আর,
মুমূর্ষু বদনে তাঁর,
হয় নাই শুনি নাই, শেষের বচন,
"হা রাম ! কোথায় রাম !" হতেছে স্মরণ।

২৯

জননীর বাণী শুনি বিস্ময়ে কুমার,
প্রশ্ন তাঁর প্রতি পুনঃ করিল আবার ;

কহগো জননি শুনি,
ছিল কোথা রঘুমণি,
জনক অন্তিমকালে কোথা ছিল সীতা,
বীরেন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ছিল না কি তথা ?

৩০

কহিলা কৈকেয়ী পুনঃ চাহি পুত্রপানে,
শুন বৎস ! যা ঘটিল কহি তব স্থানে ;
পূর্ব্বে মোরে নৃপবর,
দিতে চান দুটী বর,
কোন কার্য্যে মম প্রতি সুপ্রসন্ন হ'য়ে,
লই নাই আমি তাহা কি লব ভাবিয়ে।

৩১

যখন কুমার, তুমি ছিলে না হেথায়,
প্রতিষ্ঠিতে রামে রাজ্যে আয়োজন হয়,
তখন সে বর স্মরি,
রাজাকে বিনয় করি,
মাগিলাম বরদ্বয়, কৌশল করিয়ে,
তোমার মঙ্গল ভাবি, তোমার লাগিয়ে।

৩২

চাহিলাম এক বরে রাজা তব তরে
রামের অরণ্যবাস সে দ্বিতীয় বরে।
রামের বনগমনে,
গেল সীতা তার সনে,
লক্ষ্মণ অনুসরণ করিল ভ্রাতার,
সে হেতু অনুপস্থিতি হেথা সবাকার।

৩৩

'হা রাম ! হা রাম !' রবে তাইতে রাজন্,
রামশোকে পরলোকে করিলা গমন ;
রামে না নয়নে দেখি,
রাজেন্দ্রের প্রাণপাখী,
গেল উড়ি দেহ ছাড়ি, ত্যজি ইহলোক,
শেষ কথা 'কোথা রাম নয়নতারক ?'

৩৪

বজ্রাহত বৃক্ষ পড়ে ভূতলে যেমতি,
বিসংজ্ঞ ভরত, ভূমে পড়িলা তেমতি !
দেখিয়া কৈকেয়ী তায়
সম্বোধনে সান্ত্বনায়,

কহিলা আবার বৎস! দুঃখ কি কারণ,
বিশাল কোশল রাজ্য তোমার এখন।

৩৫

যতনে তোমার তরে কৌশল করিয়ে,
সুবিশাল রাজ্য এই লইনু যাচিয়ে,
বাসববাঞ্ছিত ধন,
এ অযোধ্যা সিংহাসন,
কর ভোগ পাইয়াছ ভাবনা কি আর,
শোকের সময় একি কুমার! তোমার?

৩৬

লভি সংজ্ঞা উঠিলেন, ভরত তখন,
মাতৃ ভাষে রোষে তাঁর আরক্তলোচন,
কাঁপে ক্রোধে কলেবর,
প্রকম্পিত ওষ্ঠাধর,
ক্রোধানল—কালানল যেন নেত্রে জ্বলে,
জলদ নির্ঘোষে শূর জননীরে বলে——

৩৭

পাপীয়সি নিদারুণে কি বলিব তোকে,
অনার্য্য কার্য্যেতে তোর স্তম্ভিত ভূলোকে।
তোর সহ বাক্যালাপে,
পরশে মানবে পাপে,
মরি তাপে গর্ভে তোর জনম লভিয়ে,
করিব এ দেহ ত্যাগ অনলে পশিয়ে।

৩৮

রে ভর্ত্তৃ-ঘাতিনি তোর দারুণ আচার,
রাখিবেক চারিযুগ কলঙ্কপ্রচার,
সামান্য স্বার্থের তরে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হতাদরে,
ইষ্ট সাধ দুষ্টবুদ্ধে স্বামিসংহারিণী,
আহা, রঘুকুলে তুই কালভুজঙ্গিনী।

৩৯

কি বলিব মাতা তুই অন্য কেহ হ'লে,
নিস্তার তাহার আর রহে কি ভূতলে?
কমল-লোচন রাম,
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,

আমা হ'তে সে যে তোরে ভক্তিযোগে পূজে,
তারে পাঠাইলি বনে হেয় স্বার্থ খুঁজে?

৪০

দুর্ব্বুদ্ধে! এ বুদ্ধি তোরে বল কেবা দিল,
দেখ চাহি পাপে তব অযোধ্যা মজিল।
আঁধার হয়েছে পুরী,
চতুর্দ্দিকে শোকভেরী,
স্মরি রামে দশরথে পথে কাঁদে লোক,
দেখ ওই ঘরে ঘরে ক্রীড়া করে শোক।

৪১

তোর গর্ব্ভে জাত দেহ রাখিব না আর,
পাপভার ইহা, তাহে শোকের সঞ্চার,
কাল ভুজঙ্গম ধরি,
কালকূট পান করি,
করিব অচিরে আমি ইহার সংহার,
অথবা অসিতে ইহা করিব বিদার।

৪২

রামের সেবক আমি রাঘবের দাস,
বঞ্চি রামে মম তরে রাজ্য অভিলাষ?
রাজ্যেতে হইবে কিবা,
কেবল রাঘবসেবা
বিনা, ভারতে ভরত আর কিবা চায়?
তাতেও বঞ্চিত তুই করিলি আমায়।

৪৩

সদাশয় দয়াময় রামগুণমণি,
স্বপনে কখন কার অনিষ্ট সাধেনি!
বিশ্বের সুহিতকর,
কহ কে তাঁর উপর?
তাঁর সম শান্ত কেবা কোথায় ধরায়,
ভ্রান্তিতেও রাম কার অপকারী নয়।

ক্রমশঃ।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কেবল ইহাই নহে। বিচারকালে নির্ভীকচিত্তে মধুজি আর বলিয়াছে:— "সমগ্র দেবগিরিনিবাসী হিন্দুযুবকমাত্রে হরপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া হরপালের এ জাতীয় অভ্যুত্থানোদ্যমের সহায়তা করা উচিত।" কৈবল্যপুরের সামন্তরাজ ধূর্জ্জটি তাহার সাহস্কার বিদ্রোহ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিয়াছেন। তাই কাল প্রত্যুষে ধূর্জ্জটী প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী কৈবল্যপুর প্রান্তরে মধুজীর জীবন্ত দেহ ব্যাঘ্রমুখে প্রদত্ত হইবে, অতএব সেখানে কাল যে মেলা হইবে, তাহা দুঃখদৃশ্যের নয় ত আর কি ?"

সুজনসিংহ পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাণ্ডরাজির কথায় বিস্ময়ে কহিলেন, রাজবিদ্রোহীর সঙ্গে যাহারা স্বয়ং সংস্রব রাখে, তাহারা দোষী, দণ্ডার্হ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারাবাসই তাহাদের প্রকৃত শাস্তি, সেই অপরাধে মধুজীর উপরে একেবারে প্রাণদণ্ড আজ্ঞা আমার মতে অতি গুরুতর বলিয়া বোধ হয়।

"যুবক সাবধান" এই বাক্যটি উধামল এইরূপ স্বরে বলিলেন যে, সে স্বরে বিস্ময় ও তিরস্কার উভয়ই বিমিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। "সাবধান যুবক, তোমার বাক্য শুনিয়া তোমাকে নির্ব্বোধ অসাবধান বলিয়া বোধ হইতেছে, নতুবা রাজনৈতিক আন্দোলনে তোমার জিহ্বা এতদূর স্বাধীনতা লইবে কেন? কি অসাবধানতা! কেমন করিবা তুমি শাসনকর্ত্তাদের কার্য্যনীতি সমালোচনা কর; জাননা তাহাদের শ্রুতি দূর হইতেও শুনিতে পায় ও তাহাদের শাস্তি-বিধানও অতি কঠোর।"

উধামলের এ বাক্য শুনিয়া সুজনসিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার বোধ হয়, আমার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যে রাজনৈতিক সমালোচনার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ অধিক দেখিতেছি।" আমরা যে সময়ের উপন্যাস লিখিতে লেখনী ধরিয়াছি, সেই সময়ের ঐতিহাসিক বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রদান করিব, কিন্তু আপাততঃ পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এস্থলে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করিতে হইল।

খিলিজি সম্রাট, আলাউদ্দিন, নিজ শাসনকালে এমন একটী নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসনকালে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া যদি দুই চারি জন লোক একত্র সমবেত হইয়া আন্দোলন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহারা

রাজপুরুষ কর্তৃক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইত। এইজন্য রাজনৈতিক আন্দোলন একরূপ তাৎকালিক রাজনৈতিকক্ষেত্রে দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেইজন্যই উদারচেতা উধামল সুজনসিংহকে রাজনৈতিক সমালোচনায় বাধা দিলেন।

উধামলের বাক্যে সুজনসিংহ তাঁহার সদয়তা বুঝিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ বর্ষীয়ান ব্যবসায়ী কে? ইহার প্রকৃতি, স্বভাব, গাম্ভীর্য্য, বচন ভাষণ সকলই সদ্‌গুণের পরিচায়ক, সামান্য পর্য্যটক ব্যবসায়ীদিগের এরূপ সদাশয়তা কখনওতো দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এ ব্যবসায়ী বর্ষীয়ান্ কে?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুজনসিংহ বর্ষীয়ান্ ব্যবসায়ীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আবার কিছু বলিবার উদ্যম করিলেন। কিন্তু তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে ভাওবাজি বলিয়া উঠিল, যদিও আমরা এক্ষণে সকলেই আপনা আপনি বর্ত্তমান কেহ কাহারও শত্রু নহে, কাহারও দ্বারা কাহারও অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাচ সাবধান হওয়াই উচিত। উদ্ধবমল ভালই বলিয়াছে, রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের আবশ্যক কি? রাজপুরুষদিগের কর্ণে ইহা উঠিলে ইহাতে আমাদের অপকার বই উপকার নাই।

সুজন কহিলেন, "সে কি! লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান, একরূপ যথেচ্ছাচার ও অত্যাচারের অবতারণা, কোন সভ্যসমাজ এরূপ বিষম রাজনৈতিক অভিনয় অনুমোদন করে না, ইহার বাধা দান করাই যখন ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, তখন ইহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কহিতেও কি কেহ স্বাধীন নহে?"

উদ্ধব কহিল, "কেমন করিয়া আর?"

সুজন কহিল, "অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হওয়া, একরূপ অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া অনুমোদন করা একই কথা। ইহাতে অত্যাচারীকে অধর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আত্মপীড়নের পথ পরিষ্কৃত করা হয়।"

উদ্ধব সুজনসিংহের বাক্যে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল উৎসাহপূর্ণ নেত্রে সুজনসিংহের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "যুবক! সাবধান প্রবলের যথেচ্ছচারিতাই দুর্ব্বলের রসনায় যথেচ্ছ উচ্চারিত বাক্যে কোন ফল দর্শে না।"

পান্থনিবাসের অধিস্বামী সুজনসিংহকে রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে তাহাকে তদালোচনে বিরত হইতে কহিলেন। বলিলেন, "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সকলই রাজা বা রাজকর্ম্মচারী রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত; আমরা দুর্ব্বল প্রজা, আমাদিগের

প্রবল বিজেতা সম্রাট আলাউদ্দিন ও তৎপ্রতিনিধির কার্য্য সমালোচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজা যাহা করিবেন, তাহাই প্রজাকে নতমস্তকে সুশাসন বলিয়া মানিতে হইবে; কারণ রাজা প্রবল,প্রজা দুর্ব্বল ইহা স্বতঃপ্রসিদ্ধ রীতি। অতএব ও বিষয়ের বৃথা আন্দোলনে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, যে আন্দোলনে সাধারণের কোন উপকার করিতে পারিব না, যে আন্দোলনে নিজের অনিষ্ট সম্ভাবনা, সেরূপ আন্দোলন নিষ্ফল। আপনি তাতার সম্রাটের বিধিবদ্ধ নূতন রাজনীতি জানেন না। সম্রাটের আজ্ঞা, রাজনৈতিক কোন বিষয় কাহাকে আন্দোলন করিতে দেখিলে রাজপুরুষগণ অমনি তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডবিধান করিবে। আমরা অকারণে কেন দণ্ড গ্রহণ করি?"

সুজন কহিলেন, "তবে ইহা তাতার সম্রাটের সুশাসন বলা যাইতে পারে না। ইহা এক রকম তাতার সম্রাটের পীড়ন বলিতে হইবে। দেবগিরি হিন্দুকরস্খলিত হইয়া আলাউদ্দীনের অধীনে যে এরূপ অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতেছে, তাহা আমি জানিতাম না।" এই বলিয়া কুশলসিংহের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! বলুন দেখি, সম্রাট আলাউদ্দীন ও তৎপক্ষীয় হিন্দুগণ অত্যাচারী নহে কি? তাহাদের বিচার-বিধান যথেচ্ছাচারিতা ও অবিচারের পরিচায়ক নহে কি? হরপাল প্রকৃত রাজবিদ্রোহী নহেন, তিনি যথার্থই হৃদয়বান্ দেশহিতৈষী, দেবগিরির অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

সুজনসিংহের এই বাক্যের শেষ অক্ষরটী বায়ুপথে বিলীন হ'তে না হ'তেই পান্থনিবাসের বিশ্রামকক্ষের দ্বার সহসা সশব্দে উন্মুক্ত হইল এবং তৎসঙ্গে একজন ভীষণাকৃতি অস্ত্রধারী তাতার মুসলমান আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ঘন নিবিড় দীর্ঘ শ্মশ্রু, কর্কশদৃষ্টি, বিকটদৃশ্য মুখমণ্ডল দেখিলেই সহসা অন্তরে ভয়ের উদয় হয়। আগন্তুক কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই তত্রস্থ জনতার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

সহসা ভীষণাকৃতি অস্ত্রধারী আগন্তুককে কক্ষে প্রবিষ্ট দেখিবামাত্র ভাণ্ডরাজির মুখমণ্ডল বিবর্ণভাব ধারণ করিল। কক্ষস্থ যাবতীয় লোক স্ব স্ব আলোচ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া স্থির হইল। কেবল উদ্ধবমল ব্যতীত পান্থনিবাসের তত্রস্থ যাবতীয় লোকের মুখে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার ছায়া প্রকটিত হইল। তত্রস্থ সার্ব্বজনীন ভাবান্তর ও ভাণ্ডরাজির মুখবিশোষের কারণ অপর কিছুই নহে-

সহসা সমাগত ভীষণাকৃতি অস্ত্রধারী, কৈবল্যপুর কারাগারের অধ্যক্ষ, তাহার নাম সাহান উল্লা।

বিপজ্জনক রাজনৈতিক আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই তাহার আগমন যে স্বতই তত্রস্থ লোকের মনে ভয়োৎপাদন করিবে, আর তাহাতে যে ভাওরাজির মুখও পাংশুভাব ধারণ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ভাওরাজির মুখ ক্ষণমাত্র মলিনভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু যখন কারারক্ষকের উচ্চারিত বাক্য শুনিলেন, তখন তাহার বোধ হইল যে, তাঁহাদিগের রাজনৈতিক আন্দোলন সাহান উল্লার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, আর কারাগারের রক্ষী কোন কু-অভিসন্ধিতেও এখানে আসে নাই; এইরূপ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অন্তর হইতে সে সন্দেহ অপসারিত হইল। তখন ভাওরাজি আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এস সাহান উল্লা, খবর কি?"

সাহান উল্লা প্রতিউত্তরে বলিল, "খবর যথেষ্ট, আগে আমায় একটু দম নিতে দাও, যে ঘুরে এসেছি, একটু বসি পরে বলিব।" এই বলিয়া কৈবল্যপুর কারারক্ষক নিকটস্থ একখানা কাষ্ঠাসন টানিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইল।

ক্রমশঃ।

বিবেক চূড়ামণিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥৩২

বঙ্গানুবাদ। মুক্তির সামগ্রীর মধ্যে ভক্তিকেই প্রধান জানিবে। অতএব আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানকেই শাস্ত্রকারেরা ভক্তি বলিযাছেন।

ব্যাখ্যা; মোক্ষসাধন উপায়ের যাবতীয় সদ্‌বৃত্তির মধ্যে জ্ঞানিপ্রবর শঙ্করাচার্য্য ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শাস্ত্রকারদিগের মতে আত্মস্বরূপ অন্বেষণই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শাণ্ডিল্যসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তিব্যাখ্যার্থ যে বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া ভক্তি কে কি, কাহাকে বলে, তাহাই সর্ব্বজনের বোধসৌকর্য্যার্থে প্রদত্ত হইল।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন:—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

তদ্ভাষ্যে স্বপ্নেশ্বর বলেন :—

"আরাধ্যবিষয়রাগত্বমেবসা।

ইহ তু পরমেশ্বরবিষয়ান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষএব ভক্তিঃ।

অর্থাৎ আরাধ্য পদার্থে যে আন্তরিক অনুরাগ, তাহাই ভক্তি,—মানব অন্তরের অনন্ত বৃত্তির অভ্যন্তরে ঈশ্বরে সুখ, নিয়ত যে একান্ত অনুরক্তি, তাহাই ভক্তি।

আমাদিগের অন্তর যেমন সুখপ্রদ বিষয়ের প্রতি স্বতঃ অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী সর্ব্বপদার্থের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, মায়ার নিয়ন্তা, অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরে যে দৃঢ় অবিচলিত অনুরাগ উদিত হয়, যে অনুরাগ হইতে ঈশ্বর স্মরণ কীর্ত্তনাদি প্রবৃত্তি মানসকোষে স্বতই উদ্বেলিত হইয়া হইয়া উঠে, তাহাই ভক্তি। ইহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, মানবের মন যেমন পদার্থ, গুণ ও রূপমাধুর্য্যে সুখাশয়ে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আমরা যেস্থলে সৌন্দর্য্য ও যেস্থলে গুণবাহুল্য দর্শন করি, সেই স্থলেই স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হই, সেই স্থলেই আমাদিগের অন্তরে একটী প্রীতিকর আনুরক্তি স্বভাবতঃ আমাদিগের অন্তর হইতে ছুটিতে থাকে, সেই আনুরক্তি পোষণে, বর্দ্ধনে এবং সেই প্রীতিপ্রদ পদার্থ প্রাপ্তির জন্য বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া কেবল তদুপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত থাকি। সেই অনুরক্তি প্রবল হইয়া আমাদের অপরাপর মনোবৃত্তি সকলকে বিলীন করিয়া রাখে; আমরা সেই স্বরূপ হইয়া যাই, তাহাই আমাদিগের ধ্যান, জ্ঞান হইয়া উঠে। ইহা আমরা কামজ ও ভোগ্য পদার্থে কহিলাম, কিন্তু এইরূপ সমসাদৃশ্য অনুরক্তি যদি কামজ ও ভোগ্যপদার্থে না হইয়া সর্ব্বরূপগুণের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, অবিনশ্বর পরমেশ্বরে বা পরমাত্মায় যে আত্মার অবস্থানে আমরা এদেহে জীবিত রহিয়াছি, যাঁহাকে আমরা প্রতিপলে অহং বা আমি বলিয়া অভিধা প্রদান করি, সেই আত্মার প্রতি জন্মায়, তাহাই ভক্তিপদবাচ্য। মোক্ষের অগণিত উপকরণ থাকিলেও সেই ভক্তি সর্ব্বপ্রধান, কেননা তাহাতে স্ব, স্বরূপ অনুসন্ধান ইচ্ছা গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে এবং তদনুসরণে আমরা নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত করিতে পারি।

• যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি মুক্তির এই ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে ভগবদ্ভক্তানুরাগীরা

ভক্তিরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। মোক্ষের ত্রিবিধ সোপানস্বরূপ যোগ, জ্ঞান ও ভক্তিমধ্যে প্রথমটি ক্রিয়াপর, অর্থাৎ কর্ম্মসাধ্য, দ্বিতীয়টি বিচার ও বিবেক-পর অর্থাৎ বিচার ও বিবেকের দ্বারা দ্বিতীয়টিকে সুসিদ্ধ করিতে হয়, আর তৃতীয়টী আত্মরতিসাপেক্ষ। ভগবদ্ভক্তগণ বলেন, অন্য কোন সাধন না থাকিলে বা না করিলে কেবল এই আত্মরতিরূপা পরাভক্তিতেই মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহা মানবের অতি দুর্লভ, প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরানুগ্রহ, নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ও পরম সুকৃতির উদয় না হইলে এ ভক্তি মানব অন্তরে উদ্ভাসিত হয় না। কপিল, শুক, নারদাদির ন্যায় যাঁহারা জন্মসিদ্ধ পুরুষ, তাঁহাদের ন্যায়, মহাত্মা-দিগের অন্তর এরূপ ভক্তিবিকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভক্তি যাঁহাদিগের অন্তরে বিরাজ করে, তাহারাই ঈশ্বর বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। ভগবদ্গীতার দশমাধ্যায়ের নবম দশম শ্লোকে ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ন্তি তে ॥১০

অর্থ। যে সকল মহাত্মগণ মন ও প্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্য অনুভূতি দ্বারা আমাকে ধ্যান করে, আমারই প্রসঙ্গ লইয়া আমার ভক্ত সঙ্গে পরস্পর আমারই তত্ত্বালোচনা করিয়া তুষ্ট হয়, সেই সকল নিত্যভক্তিযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনকারীদিগকে আমি মৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। এই গীতাবাক্যে জানা গেল, অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে মুক্তি বা ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়, সুতরাং মুক্তিসাধক যাবতীয় সাধনের মধ্যে পরাভক্তির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়।

স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।
উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাত্মনঃ ॥৩৩

বঙ্গানুবাদ। স্বীয় আত্মার যাথার্থ্য অনুসন্ধানকেও অনেকে ভক্তি বলে, কথিত সাধনযুক্ত ব্যক্তিই আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসায় অধিকারী হইতে পারে।

ব্যাখ্যা। নিজদেহস্থ চৈতন্যের তত্ত্ব অন্বেষণই ভক্তি বলিয়া অনেকের নিকট কথিত হয়, অর্থাৎ দেহস্থ চৈতন্য কি, ইহার স্বভাব কিরূপ, ইহার কার্য্য কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, কিরূপ ভাবে ইহা দেহে অবস্থান করিতেছে,

এই সকল বিষয় জানিতে যাহার অন্তরে প্রীতি জন্মে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিমান্, তাহারই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় অধিকারত্ব আছে।

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহত যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥৩৪

বঙ্গানুবাদ। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতত্ত্বজ্ঞ গুরুকে উপাসনা করিবে, যেহেতু সংসারশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে উক্ত গুরুই সমর্থ, অন্য কেহই মুক্তি-পথপ্রদর্শনবিষয়ে বিশেষ যোগ্য নহে।

ব্যাখ্যা। যাহা হইতে অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন বিমোচন হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানবান, নিষ্কাম, নিষ্পাপ, সাঙ্গবেদবেত্তা গুরুর উপাসনা করিবে।

ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানল।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্ ॥৩৫

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মে উপরত অর্থাৎ সর্ব্বাত্মনা নিরুদ্ধহৃদয় হইলে যোগী-দিগের কামাদি বিষয় বাসনা সকল কাষ্ঠশূন্য অগ্নির ন্যায় শান্তভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি নিঃস্বার্থ দয়াদির বশীভূত হইয়া সকলকেই আত্মবৎ দেখেন।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র যাহার ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয় বাসনায় তাহার মন বিচলিত হয় না।

তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা ব্রহ্মপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেদ্জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ ॥৩৬

বঙ্গানুবাদ। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ সেবনে প্রসন্ন গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা তাহাকে আরাধনা করিয়া আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্ন করিবে।

ব্যাখ্যা। নানা শাস্ত্রজ্ঞ প্রসন্নভাব গুরুর নিকটেই শিষ্যের আধ্যাত্মিক বিষয় জিজ্ঞাসা উচিত, ইহাই এই কবিতার প্রকৃত মর্ম্ম।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো !!
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ

মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥৩৭

বঙ্গানুবাদ। নত লোকের বন্ধু করুণার সিন্ধু হে স্বামিন্, তোমাকে নমস্কার করি; কোমল অতি কারুণ্য সুধাবৃষ্টিকারিণী স্বীয় কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা আপনি সংসার-সাগরে পতিত আমাকে উদ্ধার করুন।

ব্যাখ্যা। গুরু ভিন্ন শিষ্যকে আর কেহ উদ্ধার করিতে পারেন না, সেই-জন্য মুক্তিকামী শিষ্য পূর্ব্বোক্ত বাক্যে গুরুর নিকট মুক্তি ইচ্ছা জানাইবেন।

দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধুয়মানং দুরদৃষ্ট বাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহিমৃত্যোঃ
শরণ্য মন্যং যদহং ন জানে ॥৩৮

বঙ্গানুবাদ। অনিবার্য্য সংসার দাবানলে সন্তপ্ত, দুরদৃষ্টরূপ প্রবল বাত দ্বারা দোধুয়মান, অর্থাৎ বারবার কম্পিত এবং ভীত শ্রীপদে প্রপন্ন ব্যক্তিকে (আমাকে) মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। যেহেতু আমি গুরু ভিন্ন অন্য শরণ্য জানিনা।

ব্যাখ্যা। একান্ত অনুগত শিষ্যকে গুরুর অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা
ন হেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥৩৯

বঙ্গানুবাদ। শান্তস্বভাব মহানুভাব সাধু ব্যক্তিরা বসন্তকালের ন্যায় লোকের হিতাচারণ করত বাস করেন, নিজেরা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বিনাপ্রয়োজনে অর্থাৎ স্বার্থশূন্য হইয়া অন্যজনকে ত্রাণ করেন।

ব্যাখ্যা। বসন্ত ঋতুর বায়ু যেমন লোকের উত্তাপ নাশ করে,—সে যেমন নিঃস্বার্থ, সাধুলোকের পরোপকার করাও সেইরূপ নিঃস্বার্থ জানিবে, ইহাই প্রকৃত নিগূঢ়ার্থ।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে ;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১২৯৬। ৮ম সংখ্যা।

ভরত-বিলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৪

তাঁরে নির্ব্বাসিত করি কি সাধ পূরিল
বিষাদে পরাণ কাঁদে হৃদয় ভেদিল
কি তোর করেছে সীতা
তাঁরেও দিলি গো ব্যথা
আহা ! সুভ্রাতৃ বৎসল লক্ষ্মণ সুধীর
তাঁরেও করিলি দুষ্টে অযোধ্যা বাহির ॥

৪৫

স্বার্থ পরতায় তুই হইলি পাষাণ
মমতা হৃদয়ে তোর নাহি পেলে স্থান
আচরিলি যে গর্হিত
শুনি ত্রিলোক স্তম্ভিত

পতিপ্রতি অনুরাগ দুস্ত্যজ, ত্যজিলি
প্রকৃত বিমাতৃ ভাব রামে প্রকাশিলি ॥

৪৬

বিশ্বের যে হিতকারী মঙ্গল আকর
সবারে যে মিত্র ভাবে নাহি যার পর
হেন কমললোচনে
হেরিলি বিষ লোচনে
দারুণে দয়া কি বাধা দিল না অন্তরে
গঠিত কি হৃদি তোর লৌহ বা প্রস্তরে ?

৪৭

নিরয় নিশ্চয় তোর দুরাচার ফল
মজালি করম দোষে মজালি সকল
এত বলি গেলা চলি
কৈকেয়ী তনয় বলী
রাঘব জননী যথা জীবন্মৃতা প্রায়
রাম শোকে লুঠি ভূমে করে হায় হায় ॥

৪৮

দেখিলা ভরত ভূমে ধূসরিত দেহে
অযোধ্যার রাজেন্দ্রাণী জড় প্রায় রহে
কভু বহে দীর্ঘ শ্বাস
বিক্ষিপ্তা নেত্র উদাস
কভু বা হা রাম রবে ভেদি'ছেন কক্ষে
ঘন বরিষার ধারা প্রবাহিত চক্ষে ॥

৪৯

সাধ্বী, স্বামিপুত্র শোকে বিশুষ্ক বদনে
কভু ভূমে ভিজাইছে নীরব রোদনে
কভু করে করাঘাত
বক্ষে দারুণ নির্ঘাত
ইচ্ছা বক্ষ ভেদি প্রাণ করিয়া বাহির
দুঃসহ শোক সন্তাপ হইতে সুস্থির ॥

৫০

যেন সহকার চ্যুতা লতা ভূমে পড়ি
বিশুষ্ক লাবণ্য হীন যায় গড়াগড়ি
দেখি তথা কৌশল্যায়
ধূলি ধূসরিত কায়

ব্যথিত ভরত চিত বিষাদ তাড়নে
আসি অশ্রু শতধারে ঝরিল নয়নে ॥

৫১

দেখিলা ভরতে সেই রাঘব জননী
প্রবল তাঁহার শোক হইল অমনি
যথা ঘৃতাহুতি পেলে
অনল দ্বিগুণ জ্বলে
সেমতি শোকের শিখা জ্বলিল তাঁহার
দারুণ চীৎকারে রাণী কাঁদিল আবার।

৫২

কতক্ষণ পরে রাণী ভরতে চাহিয়ে
কহিলা করুণ স্বরে মাতুল আলয়ে
ছিলি রে পুত্র! যখন
কি যে হেথা অঘটন
ঘটিল তাহা কি বাছা শুনেছিস কানে
হৃদয় বিদরে অহো বলিব কেমনে ॥

৫৩

শ্রবণ করিলি কিরে শোক সমাচার?
অকথ্য দুঃসহ তব জননী আচার
অর্থ দৃষ্টে পতি নাশে
দারুণ সাপত্ন্য দ্বেষে
শোক সিন্ধু সলিলেতে আমায় ভাসালে
নয়ন তারক রামে গহনে পাঠালে।

৫৪

দারুণ বারতা বৎস! শুনিলি কি সব
নাহি যান পদে যায় বাছা [illegible]
চীর বাস পরিধানে
কেশেতে জটা বন্ধনে
বৎস রাম বনচারী কাঙ্গালীর বেশে
সীতা সৌমিত্রির সহ কৈকেয়ী আদেশে

৫৫

কোথা রাম কৌশল্যার অঞ্চলের নিধি
দেখ আসি মাতা তোর কাঁদে নিরবধি
তোর তরে অযোধ্যায়
শোকের তুফান বয়

সয়না রয়না প্রাণ না দেখিয়ে তোরে
কোথা রাম। আয় বাপ আয় ঘরে ফিরে ॥

৫৬

ওবাপ বড় যে আশা করেছিনু মনে
মৈথিলীর সনে তোরে রাজ সিংহাসনে
দেখি যুড়াইব আঁখি
কি হতে কি হল একি
কোথা রাম রাজা হবি কোথা গেলি বনে
করাল কালের চক্র কুটিল গমনে ॥

৫৭

সত্য পরায়ণ তুমি পিতৃ সত্য রাখ
এখানে জননী মরে ফিরেক না দেখ
হে রাম। উচিত নয়
দেখা আসি দেহমায়
যায় প্রাণ তোরে ছেড়ে হৃদয় বন্ধন।
তবে কেন নাহি আসি দেহ দরশন।

৫৮

গুণনিধি সুকোমল হৃদয় তোমার।
জানি আমি অবিরত দয়ার আগার
কেন নিষ্ঠুরের প্রায়
তবে নাহি দেখ মায়
দয়াময় যেই বুঝে সবার বেদন
সে কেন না করে মাতৃ দুঃখ বিমোচন ॥

৫৯

কৌশল্যা ক্রন্দনে কত কাঁদিল ভরত
শোক রোলে রাজ্য যার যেন অধোগত
ভরতাগম বারতা
শ্রবণে বশিষ্ঠ তথা
আসি পশিলেন কক্ষে যথায় কুমার
পিতৃ ভ্রাতৃ শোক দুঃখে করে হাহাকার।

৬০

রঘুকুল গুরু জ্ঞানী বশিষ্ঠ তখন
স্বকরে ভরত অশ্রু করি বিমোচন
সাদরে সান্ত্বনা তরে
ডাকি কহিলা কুমারে

স্থির হও ধীর! শোক কর পরিহার
অভিভূত হয় শোকে জ্ঞান নাহি যার।

৬১

অমোঘ বিক্রম বীর! জনক তোমার
অরিন্দম মহাবলী শাসি চরাচর
মর্ত্ত সুখ ভোগ করি
ক্রতু কত সমাচরি
এবে লভিলেন স্বর্গে ইন্দ্র অৰ্দ্ধাসন
পিশাচী জরায় দেহ না হতে স্পর্শন

৬২

মহা পুণ্যবান্ রাজা নিজ পুণ্য বলে
দুর্লভ কেশবে পুত্র লভিলা ভূতলে
রাম রূপে পুত্র তাঁর
নারায়ণ অবতার
দেবতার সমারাধ্য তিনি মহাজন
স্মরি রামে মৃত্যু তাঁর মোক্ষের কারণ।

৬৩

অশোচনীয় নৃপেন্দ্র শোক তার তরে
কেন কর? কাঁদ কেন? দেখ চরাচরে
মরণ জনম সঙ্গে
ভ্রমিতেছে সদা রঙ্গে
জাত জীবে অনিবার্য্য মরণ ঘটন
কে এড়াতে পারে মৃত্যু কোথায় কখন।

৬৪

কার তরে কাঁদ বৎস! কার হ'ল নাশ
রবেনা ভাবিয়া দেখ শোক অবকাশ
যদি পিতৃ আত্মা তরে
তাপিত হও অন্তরে
নাশ ভ্রান্তি আত্মা নাশ হয় কি কখন?
অজর অমর আত্মা বেদের বচন।

৬৫

পিতৃ দেহ তরে শোক? দেখ দেখি ভেবে
নশ্বর এ জড়দেহ চিরস্থায়ী কবে
নিত্য আত্মা তরে শোক
করে নির্ব্বোধ যে লোক

কেননা মরণ তার নাহি কদাচন
মৃত তারে বলে মাত্র অজ্ঞানী যেজন।

৬৬

মরণ নহেক নাশ জানিহ নিশ্চয়
মাত্র আত্মা দেহ হতে অন্তরেতে যায়
তাই দেহ ত্যাগ বলে
মরণে স্মরে সকলে
গৃহী যথা গৃহ ত্যজে দেহী সে প্রকার
পুরাতন বাস মাত্র করে পরিহার

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাহানউল্লা দণ্ডার্দ্ধকাল নীরবে বিশ্রাম করিয়া ভাওরাজির মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ ভাওরাজি, আজি আমি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি, একজন জৈন পুরোহিত কোথায় পাওয়া যায় বলিতে পার, তোমার এখানে নাই বোধ হয় ?" এই বলিয়া সাহান উল্লা পান্থশালার সাধারণ বিশ্রাম কক্ষের জনতার দিকে দেখিতে লাগিল।

সবিস্ময়ে ভাওরাজি উত্তর করিল "জৈন পুরোহিত।" রাত্রে পুরোহিতের আবশ্যক কি ?

কারাগাররক্ষক উত্তর করিল,"আরে তা জানন।—মধুজিনামক একজন জৈন অপরাধীর জন্য আমি বড় বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি।"

ভাওরাজি উত্তর করিল "কি রকম ?"

সবিস্ময়ে সাহানউল্লা কহিল "সে কি, তোমরা কি দেশের কোন খবর রাখনা, তোমরা কি শুন নাই ? আলাউদ্দিন শাসন বিরোধি মধুজি নামক একজন জৈন যুবার, কাল বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।"

ভাওরাজি কহিল "হাঁ তাহা ত শুনিয়াছি, তাহাতে তুমি বিভ্রাটে পড়িয়াছ কিরূপ ?

সাহানউল্লা কহিল, "তা জাননা সেই ব্যাটার যখন দণ্ডাজ্ঞা হয় তখন সে,

অদীক্ষিত বলিয়া বিচারকের নিকট প্রার্থনা করে যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন একজন জৈন পুরোহিতের দ্বারা তাহার দীক্ষাদান করা হয়। সামন্তরাজ ধূর্জ্জটিপান্ত তাহার এই সঙ্গত শেষ অনুরোধ, সে রাজবিদ্রোহী হইলেও প্রজাতুষ্টির জন্য রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, যে জৈন পুরোহিত দিয়া তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তাহার দীক্ষাদান করা হইবে, আর আমার উপর জৈন পুরোহিত আনিয়া তাহার দীক্ষাদান করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। আমি কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া একজনও জৈন পুরোহিত পাইলাম না, জানত সামন্ত রাজের কড়া হুকুম, তিনি যখন যাহাকে যাহা আজ্ঞা করেন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হওয়া চাই, নতুবা যাহার উপর যে হুকুম জারি হইয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই, বুঝ দেখি আমি কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছি।" এই বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অদূরে উপবিষ্ট উদ্ধব মলের উপর পতিত হইল। তখন সাহানউল্লা উদ্ধব মলকে দেখিয়া বলিল, "আরে কেও উদ্ধব মল সেদিন না তুমি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলে আবার যে তোমায় কৈবল্যপুরে দেখিতেছি কখন আসিলে? আমার বোধ হয় দুই চার সপ্তাহ পূর্ব্বে তোমাকে আমি কৈবল্যপুরে দেখিয়াছিলাম, এই বলিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার কহিল, "হাঁ হাঁ তাই বটে সেই সময় তোমার কাছ থেকে আমার স্ত্রীর জন্য এক ছড়া মুক্তারমালা ও একটা জড়ওয়া আংটি কিনিয়া ছিলাম না?"

উদ্ধবমল কহিল "হাঁ।"

সাহান উল্লা কহিল "আজকাল তোমাকে প্রায়ই কৈবল্যপুরে অধিক দিন থাকিতে দেখিতে পাই"

উদ্ধবমল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "এখানকার ক্রেতৃগণ উত্তম লোক আর এখানে আমার আনিত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়েরও বেস সুবিধা হয় আর এ প্রদেশে আমারও একটু আন্তরিক স্নেহ আছে তাহা বোধ হয় এখানে অনেক বার গতায়াত ও অবস্থানের জন্যই হইতে পারে, সেই জন্যই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এস্থানে আমার আসা কিছু অধিক, প্রায় মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার আমার এস্থানে আসা হইয়া থাকে।"

তদুত্তরে সাহানউল্লা কহিল "তা ভাল"

এইরূপ নানা কথায় কিছুক্ষণ গত হইলে কৈবল্যপুর কারাগার রক্ষক সাহানউল্লা চিন্তাকুলভাবে বলিল "আর কোথায় জৈন পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে যাই সমুদায় কৈবল্যপুর ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম?"

সাহানউল্লা আপনাআপনি পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া নীরব চিন্তায় বিষম বিমর্ষ হইলে, উদ্ধব মল কহিলেন, কৈবল্যপুর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত জেলালী পান্থশালায় কি তোমার যাওয়া হইয়াছিল।"

সাহানউল্লা কহিল "হাঁ কিন্তু সেখানেও কোন জৈন পুরোহিত দেখিতে পাই নাই, এইমাত্র বলিয়া কারারক্ষক উদ্ধব মলের মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল "কেন তুমি আমায় জেলালী পান্থশালায় যাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে?'

উদ্ধব কহিল কাল প্রাতে একজন জৈন পুরোহিত আমাকে জেলালী পান্থ শালায় তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিল। আমি যখন পণ্য বিক্রয়ার্থ দেব-গিরিতে গিয়াছিলাম সেখানে তাহার সহিত আমার দেখা হয়, আমাকে হীরকাদির ব্যবসায়ী জানিয়া সে আমাকে তথায় একটি হীরক অঙ্গুরী ক্রয় করিবার ইচ্ছা জানায় কিন্তু তাহার অর্থ না থাকায় সে সময় সে অঙ্গুরী ক্রয় করিতে পারে নাই সে যখন আমার মুখে শুনিল যে আমি কৈবল্যপুরে যাইব, তখন সে আমায় কহিল "তবে ভালই হইয়াছে কৈবল্যপুরের জেলালী পান্থশালার নিকট আমার একজন ধনাঢ্য বন্ধু বাস করে; আমি কাল রাত্রে কৈবল্যপুরে গমন করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে অঙ্গুরীর মূল্য সংগ্রহ করিয়া, জেলালী পান্থশালায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব; পরদিন প্রাতে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার মনোনীত অঙ্গুরীটি আমাকে দিয়া আসিবে। তাহার এইরূপ কথায় বোধ হয় যে, সে অদ্যই কৈবল্যপুরে জেলালী পান্থশালায় আসিয়াছে বা আসিবে। তাহাকে দেখিয়া আমার যেরূপ বোধ হইল, আর তাহার অঙ্গুরী ক্রয়ের যেরূপ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম তাহাতে বিবেচনা করি এতক্ষণে সে আসিয়াছে, যদিও না আসিয়া থাকে, অতি শীঘ্রই জেলালী পান্থশালায় তাহার আসিবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই তুমি জেলালী পান্থশালায় গিয়াছিলে কি না তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। তুমি জেলালী পান্থশালায় গিয়াছিলে কিন্তু জৈন পুরোহিতকে দেখিতে পাও নাই, সেকালে বোধ হয় এখনও সে আসে নাই তাহার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সে অদ্য রাত্রিতে জেলালী পান্থশালায় আসিবে ইহা নিশ্চয়।

নিরাশ ব্যক্তির কর্ণে আশার সুমধুর বচন প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার আস্য বিকসিত হয়, উদ্ধব মলের বাক্য শ্রবণমাত্র সাহানউল্লার মুখও সেইরূপ বিকসিত হইল, তখন সাহানউল্লা আশ্বস্ত হইয়া আগ্রহে বলিয়া উঠিল "বলকি? তবে বাঁচা গেল, যাই আর একবার জেলালী পান্থশালায় দেখিগে," এই বলিয়া

সাহানউল্লা পলকমাত্র সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া জেলালী পান্থশালার উদ্দেশে গমন করিল।

সাহানউল্লার প্রস্থানের দণ্ডার্দ্ধ পরেই উদ্ধবমল আসন ত্যাগ করিয়া ভাওরাজিকে কহিল, "আজ আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি দেহ বড় ক্লান্ত হইয়াছে, যাই আমি শয়ন করিগে, আমার খাদ্যদ্রব্য আমার ঘরে প্রেরণ করিও।" এই বলিয়া উদ্ধবমল পূর্ব্বে পান্থশালায় আসিয়া যে গৃহে অবস্থান করিতেন সেই নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাবধান হও যুবক নির্ব্বোধ
চাও যদি চিতে আপন মঙ্গল
স্বজাতির সনে করনা বিরোধ
হে কুশল ! তাহে রবেনা কুশল।—

আচার ধরমে করমে সকলে
একতারক্ষিত স্বভাবে যথা
এক রক্ত যবে ধমনীতে চলে
মমতা বিহনে বিরোধ তথা ?—

ক্রমে রজনী গভীর হইতে লাগিল পান্থ নিবাসের সাধারণ কক্ষের জনতা ক্রমশঃই ভঙ্গ হইতেছে। সকলেই যে যাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল, তখন সুজন ও কুশল সিংহ পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাওরাজিকে সঙ্গে লইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট গৃহোদ্দেশে গমন করিতে আসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন, ভাওরাজি অগ্রবর্ত্তী হইয়া উভয়কে পথ দেখাইয়া

চলিল, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে তাঁহারা সম্মুখে একটি অপ্রশস্ত প্রস্তর সোপানাবলি দেখিতে পাইলেন। এটি পান্থনিবাসের দ্বিতলে গমন করিবার সোপান।

ভাওরাজি সম্মুখবর্ত্তী সোপানাবলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল "উপরে যাইবার এই পথ আসুন" এই বলিয়া তিনি অগ্রে সোপানাবলীর উপরে উঠিতে লাগিলেন ও তৎপরে কুশল ও সুজনসিংহ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে তাঁহারা সোপানাবলী উত্তীর্ণ হইয়া পান্থনিবাসের দ্বিতলে একটি প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন সে প্রকোষ্ঠটি একটি দালান। ইহা প্রস্থে সংকীর্ণ কিন্তু দীর্ঘে অতি বিস্তৃত, সুজন ও কুশল সিংহ দেখিলেন একটি লম্বিত লৌহ সিকে সংলগ্ন একটি দীপের ক্ষীণালোকে দালানটি আলোকিত, তদ্ব্যতীত প্রায় দ্বিশত হস্ত পরিমিত এ সুদীর্ঘ দালানে আর দ্বিতীয় আলোক নাই। পূর্ব্বোক্ত আলোকের ক্ষীণ-প্রভায় দৃক্‌শক্তি যতদূর চালিত হইতে পারে তাহাতেই তাঁহারা বুঝিলেন, এ প্রকোষ্ঠটির দুই পার্শ্বে যথন অগণ্য দ্বার শ্রেণী দেখা যাইতেছে তখন ইহার দুই পার্শ্বেই অগণ্য গৃহ অবস্থিত।

ভাওরাজি দালানে উপস্থিত হইয়াই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটি দ্বার দেখাইয়া কহিল. "এই ঘরে আপনাদের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি আসিয়াছেন তাঁহাকে স্থান দিয়াছি" পুনশ্চ তাহার বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আর দুইটি দ্বার দেখাইয়া কহিল "এই গৃহদ্বয় আপনাদের জন্য সজ্জিত হইয়াছে, আপনারা উহাতে প্রবেশ করুন, অবস্থানোপযোগী ও নৈশ বাসের সর্ব্ব দ্রব্যই উহাতে দেখিতে পাইবেন, অনতিবিলম্বে আপনাদের খাবারদ্রব্য লইয়া শিউরাম আসিতেছে"।

এই বলিয়া ভাওরাজি যাইতে উপক্রম করিলে সুজন সিংহ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন"আমাদের সঙ্গিনীর কি আহার হইয়াছে তিনি কি শয়ন করিয়াছেন?"

ভাওরাজি কহিল "তাহা নিশ্চয় বলিতে পারিনা। অদ্য পুরঞ্জন পান্থশালায় যাহারা রাত্রি যাপন করিবেন তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার যাহা অভিরুচি তাহাকে সেই সেই খাদ্য আনিয়া দিতে আমি বহুক্ষণ হইল শিউরামকে বলিয়া দিয়াছি, জানিনা আপনাদের সঙ্গিনীর আহার হইয়াছে কিনা? শিউরাম শীঘ্রই আপনাদিগের নৈশ খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনাদিগের সঙ্গিনীর বিষয় জানিতে পারিবেন। এই বলিয়া পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভাওরাজি প্রস্থান করিল।

আমাদিগের সুজন সিংহ ও এমরাতের নব নিয়োজিত সেনাপতি কুশল সিংহ সেই সময়ে পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সুজন সিংহ কুশল সিংহকে কহিলেন,"সেনাপতি মহাশয় কল্যপ্রাতে দেখা হইবে,"এই কথার পর উভয়েই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কুশল সিংহ পান্থনিবাসের ভাণ্ডারাজি প্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহের মধ্যস্থলে একটি শয্যা প্রস্তুত ও তাহার অনতিদূরে দীপদানে একটি দীপ জ্বলিতেছে, গৃহটি প্রস্থে প্রায় দশহস্ত পরিমিত ও দৈর্ঘে প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত হইবে। যে দ্বার দিয়া কুশল সিংহ সেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই একমাত্র দ্বার ব্যতীত গৃহটির আর দ্বিতীয় দ্বার ছিল না।

কুশল সিংহের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত কাল পরেই আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত বালক কিঙ্কর শিউরাম আসিয়া কুশল সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনার জন্য কি কি খাদ্যদ্রব্য আনিতে হইবে আদেশ করুন"।

কুশল সিংহ কহিল 'মিষ্টান্নাদি যাহা কিছু পান্থশালায় পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আনয়ন কর" আদেশ মাত্র শিউরাম প্রস্থান করিল এবং ক্ষণপরেই পানীয় জল ও খাদ্য দ্রব্য কুশল সিংহের পুরোভাগে গৃহতলে রাখিয়া, কুশল সিংহ যদ্যপি আর কিছু আদেশ করেন সেই জন্য তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল।

কুশল সিংহ বালক শিউরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"পার্শ্ব গৃহস্থিত আমার সঙ্গীর নৈশ ভোজনের আয়োজন করিয়া দিয়া আসিয়াছ?"

শিউরাম কহিল 'আজ্ঞা না এইবার তাঁহার নিকটে যাইব, আপনার যদি আর অন্য কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় সেই জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

কুশল সিংহ কহিলেন, "আর আমার কোন দ্রব্যের আবশ্যক নাই, যাও তুমি আমার সঙ্গীর আহারাদির আয়োজন করিয়া দাও।"

শিউরাম কুশল সিংহের বাক্যে প্রস্থান করিল কুশল সিংহও আহার করিতে বসিলেন। নাহর গ্রাম হইতে কৈবল্যপুর প্রায় বিংশতি ক্রোশ হইবে কুশল সিংহের এই বিংশতি ক্রোশ ভ্রমণ জনিত শ্রম প্রজ্বলিত ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিতে শিউরাম আনিত খাদ্যদ্রব্য কখনই সমর্থ হইত না, আরও খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইত। চিন্তা ক্ষুধামান্দ্যের গুরু তিনি যখন কুশল সিংহের

হৃদয়ে জাগরুক তখন কুশল সিংহের প্রচুর আহারের ক্ষমতা কোথায়? শিউ-রাম আনীত খাদ্য দ্রব্যের অর্দ্ধমাত্র উদরস্থ হইতেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল তিনি আহার সমাপন করিয়া আচমন করিলেন।

পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কুশল সিংহের চিন্তা কি? তাহার উত্তর, বিরহ সন্তাপানলে তাপিত বিরহীর চিত্ত কবে নিশ্চিন্ত, কবে মিলন চিন্তা পরিত্যক্ত থাকে?

যাবৎকাল কুশল সিংহ পান্থশালার বিশ্রামকক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন তাবৎকাল নানা কথায় চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে প্রণয়িনীর প্রসঙ্গ তাঁহার অন্তরে বিলীন ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার স্মৃতি তাহার প্রণয়িনীর অকলঙ্ক মুখচন্দ্রিমা তাহার হৃদয় গগণে অঙ্কিত করিল, বাসনা সবলে সেইস্থানে আসিয়া নৃত্য করিল,আশাও মধুরভাষে তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল; তিনি তখন শয্যায় অর্দ্ধশায়িতভাবে নীরবে নির্জ্জনে স্মৃতিপথোদিত প্রিয়তমার মুখ-মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় দণ্ডার্দ্ধকাল বিগত হইল। শান্তিদায়িনী নিদ্রা জীবকে শান্তভাব ধারণ করিতে দেখিলেই তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সুতরাং এক্ষণে কুশল সিংহের দেহ ও ইন্দ্রিয় স্থির শান্তভাব ধারণ করিতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে কুশল সিংহের অগোচরে আসিয়া তাঁহার নেত্রোপরি উপবেশন করিলেন,অবসর বুঝিয়া নিদ্রা সহচরী তন্দ্রাও কুশলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মানসিক চিন্তা হরণে তাঁহার মনকে প্রসুপ্ত করিল।

শ্রমতাপহারিণী নিদ্রার কোমল অঙ্কে কুশলসিংহ এইরূপে প্রহরার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিতে না করিতে সহসা তাঁহার সুষুপ্তিভঙ্গ হইল। গৃহতলে মানবেরপদ-চারণ শব্দে সুষুপ্তি ভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইবামাত্র তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু পুনঃ পদচারণ শব্দে তাহার সে ধারণা অন্তর্হিত হইয়া গেল তখন তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন শয়ন কক্ষের দীপটী নির্ব্বাপিত হইয়াছে গৃহ আলোকশূন্য অন্ধকারময়। কক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আবার পদচারণ শব্দ তাঁহার শ্রুতি মূলস্পর্শ করিল তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন;—এ গৃহের একটী মাত্র দ্বার তাহাও আমি স্বহস্তে অর্গলাবদ্ধ করিয়াছি,আর যে সময়ে আমি শয়ন করি তখনও দীপালোকে কক্ষটি উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম গৃহমধ্যে কেহই ছিলনা কাহাকেও দেখিতে পাই নাই তবে এক্ষণে কাহার পদচারণ শব্দ শুনিতেছি ইহা কি কাল্পনিক বিভ্রম, অথবা প্রকৃতই কেহ পাদচারণে কক্ষমধ্যে,

ভ্রমণ করিতেছে। যদি প্রকৃত কেহ কক্ষ মধ্যে পাদচারণে ভ্রমণ করিতেছে ইহা হয়, তাহা হইলে মহা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিতে হইবে. কারণ যাহার পদ শব্দ শ্রুত হইতেছে সে কখনই মানব নহে, রুদ্ধার্গল গৃহে প্রবেশ করা মানবে কথনই সম্ভবে না. ইহা নিশ্চয়ই বোধ হয় কোন উপদেবতার দৌরাত্ম্য।

কুশলসিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন সহসা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে অতি নিকটে আবার পূর্ব্ববৎ পদচারণ শব্দ হইল, এবার তিনি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া পার্শ্বে স্থাপিত কোষবদ্ধ অসি লইতে কর প্রসারণ করিলেন, এই সময়ে তাঁহার শয্যার পার্শ্ব হইতে কোন ব্যক্তি ধীর গম্ভীর স্বরে নিম্নলিখিত কবিতাদ্বয় তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল।

"সাবধান হও যুবক নির্ব্বোধ
চাও যদি চিতে আপন মঙ্গল
স্বজাতির সনে করনা বিরোধ
হে কুশল ! তাহে রবেনা কুশল।

আচারে ধরমে করমে সকলে
একতা রক্ষিত স্বভাবে যথা
এক রক্ত যবে ধমনীতে চলে
মমতা বিহনে বিরোধ তথা ?"

ধীরগম্ভীর ভাবে উচ্চারিত এই শিক্ষাপ্রদ জাত্যনুরাগ পূর্ণ কবিতাদ্বয় কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র কুশল সিংহের অন্তরে পূর্ব্বান্দোলিত ভৌতিক দৌরাত্ম্য আশঙ্কা নিবারিত হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন কবিতাদ্বয়ের অদৃশ্য বক্তা কে ? কিরূপ তাহার আকৃতি তাহা দেখিবার জন্য তমসাচ্ছন্ন কক্ষে যদি কিছু দেখিতে পান ভাবিয়া, স্থিরনেত্রে যে দিক হইতে কবিতা উচ্চারিত হইল, সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু গৃহে দুর্ভেদ্য অন্ধকার থাকায় অদৃশ্য বক্তার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বক্তাকে

উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "কে তুমি আমার বিশ্রামের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আসিয়াছ? তোমার উদ্দেশ্য কি?"

(ক্রমশঃ)

মদ্যপানের অপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে আবদ্ধ প্রবন্ধে শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণ কেন মদ্য অপেয় বলিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক, স্বভাবতঃ কতদূর আমরা আত্ম বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা মদ্যপানের কত অপকারিতা বুঝিতে বা নির্ণয় করিতে পারি তাহাই দেখা যাউক।

মদ্য কি? ইহা একরূপ মত্ততা গুণজনক পানীয়, ইহার নানাবিধ প্রকার ভেদ আছে অর্থাৎ ইহা নানাপ্রকার কুলার্ণবে যাবনীয় সুরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টীই প্রধান।

ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূতং মদ্যং বল্কল সম্ভবং।
মধুপুষ্প সমুদ্ভূত মাসবং তণ্ডুলোদ্ভবং॥

উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ সুরার মধ্যে প্রথমোক্ত ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূত মদ্য আর দ্বিতীয়োক্ত বল্কল সম্ভূত মদ্যের অধুনাতন প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল তৃতীয়োক্ত মধুপুষ্প সমুদ্ভূত মাধ্বিক সুরা সামন্তত এতদ্দেশীয় মউয়া মদ, আর চতুর্থোক্ত তণ্ডুলোদ্ভব বা তাণ্ডুলী সুরার প্রচলনই দৃষ্ট হয়। এই সকল সুরাতে মত্ততা গুণ বাহুল্য প্রদান করিবার নিমিত্ত নানাবিধ স্বাস্থ্যের অহিতকর পদার্থ মিশ্রিত করা হয়. সেই পদার্থ সকলই বিষ বা উগ্রগুণযুক্ত।

এ সকল আমাদিগের দেশোৎপন্ন মদ, এতদ্ভিন্ন বিদেশ হইতে উৎপন্ন বা পাশ্চাত্য সুরা ও অধুনাতন আমাদিগের দেশে আসিতেছে তাহাও নানাবিধ যথা ব্রাণ্ডি, সাম্পেন, সেরি বারগণ্ডি হুইস্কি, বা মলট লিকার ইত্যাদি। কি দেশোৎপন্ন কি বিদেশোৎপন্ন সুরা কোনটী মাদক শক্তি বিহীনা নহে ন্যূনাধিক ভাবে সকলেতেই হিতাহিত বিবেচনা নাশ ও স্বাস্থ্যের অহিত সাধনশক্তি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। যে দ্রব্য দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ধমনীতে প্রবাহিত

জীবনীশক্তি স্বরূপ রক্তকে উষ্ণ করিয়া তুলে স্বভাবের অবস্থান্তর পাতন করে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, তাহা যে অপেয় বলিয়া ঋষিরা অনিত্য বাক্যের উচ্চারণ করিয়াছেন এ কথা কে বলিবে।

ঋষিরা যে মদ্য অপেয় বলিয়াছেন,তাই যে তাঁহাদের মীমাংসিত সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ সুরার যে সকল অহিতকর গুণ উপলব্ধি হয় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে মদ্য যে মানবমাত্রেরই অস্পৃশ্য ও বর্জ্জনীয় তাহা হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা সকলেই বুঝিতে পাবেন।

মদ্যে যে কত অপকার গূঢ়ভাবে নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুরা মানবের সমাজে, শরীরে, স্বাস্থ্যে ও মানসে যে কত অপকার সাধন করে তাহা একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সে সকল অপকারের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে হইলে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া উঠে সেই জন্য সংক্ষিপ্তভাবে সুবাব সর্ব্বনাশিনী দোষাবলির কতক উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ সুরা সেবনের সামাজিক দোষ, বা সামাজিক অপকারিতা, দ্বিতীয়তঃ সুরা সেবনে শারীরিক অপকারিতা, তৃতীয়তঃ সুরা সেবনে স্বাস্থ্যের অপকারিতা, চতুর্থতঃ সুরা সেবনে মানসের অপকারিতা।

এক্ষণে প্রথমোক্ত সুরা সেবনে সামাজিক অপকারিতা প্রদর্শিত হইতেছে। সমাজ রক্ষণে বা গঠনে সামাজিক ব্যক্তিগণের যে সকল সদ্‌গুণাবলির আবশ্যক তন্মধ্যে দয়া, জাত্যনুরাগ, ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে সম্মান প্রদর্শন, সমাজের শুভ ইচ্ছা দেশানুরাগ, আস্তিকতা, জাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব, পরবেদন অনুভব শীলতা ও সমাজের অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই প্রধান। এ সকলই মানসিক সদ্‌গুণাবলি সুনিয়মে সমাজ সংরক্ষণের ও সংগঠনের ইহারা প্রধান উপকরণ। ইহাদের অভাবে সমাজের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, ছিন্ন সূত্র পুষ্প মালার পুষ্প বৃন্দ যেমন স্বতই বিচ্ছিন্ন হয় ইহাদের অভাবেও সমাজের সেইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে: সুরাপানজনিত মত্ততা এই সকল সদ্‌গুণাবলির সাক্ষাৎ নাশক। যাহা উদরস্থ হইবামাত্র দণ্ডার্দ্ধের মধ্যে মানসিক অবস্থান্তর পাতিত করে, তাহা যে মানসিক সদ্‌গুণাবলির নাশক ও তাহা যে মানবকে সমাজের অনুপযুক্ত করিবে তাহার আর বিচিত্র কি মদ্যপায়ী দ্বারা সুশৃঙ্খলে সমাজ রক্ষিত হয় এরূপ যদি কেহ বোধ করেন, তাহা হইলে পশু দ্বারা সমাজ রক্ষিত ও গঠিত হইতে পারে ইহা বলিলে অনিত্যোক্তি করা হয় না। কারণ যে সুরাতে

মানবকে ক্ষিপ্ততা প্রদান করে পশুবৎ করিয়া ফেলে, তাহা যে মানবকে সমাজের উপযোগী রাখিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। (ক্রমশঃ)।

বিবেক চূড়ামণি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪০

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎপর—
শ্রমাপনোদপ্রবনং মহাত্মনাম
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ক কর্কশ
প্রভাভিতপ্তা মবতি ক্ষিতিং কিল॥

বঙ্গানুবাদ। পরের শ্রম দূর করা মহাত্মাদিগের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য, এই সুধাকর স্বয়ং অতি কঠোর সূর্য্য কিরণে উত্তাপিতা পৃথিবীকে শীতল করেন।

ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ক্ষিতি কষ্ট দেখিয়া সুধাবৃষ্টি দ্বারা চন্দ্র যেমন স্বয়ংই ক্ষিতিকে শীতল করেন, ক্ষিতির প্রার্থনারও অপেক্ষা করেন না. অতএব সাধুর পরোপকারই স্বভাব তাঁহারা কোন হেতু অপেক্ষা করেন না ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

৪১

ব্রহ্মানন্দ রসানুভূতি কলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈ
র্যুস্মদ্বাক্ কলশোর্জ্জিতৈঃ শ্রুতিসুখৈ র্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেণং প্রভো।
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মানন্দ রসানুভব দ্বারা ধৌত হইয়া পবিত্র এবং সুশীতল আপনাদের মুখ কলস হইতে নির্গত শ্রুতি সুখকর যে বাক্যামৃত তাহা দ্বারা সংসার দাবানল জ্বালাতে সন্তপ্ত এই শিষ্যকে অভিষেক করুন, আপনাদিগের ঈক্ষণের ক্ষণগতির পাত্র যাহারা হইয়াছে তাহারাই ধন্য।

ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দানুভবকারী ব্রহ্মচারী গুরুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম্ম নহে, অতএব যাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য পুঞ্জবলে ঐ কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়াছে তাহারাই সংসারে ধন্য,ইহাই প্রকৃতার্থঃ॥

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা স্থধু অবহেলে
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } মাঘ, ১২৯৬। { ১০ম সংখ্যা

প্রাপ্ত।

বাগ্দেবী বন্দনা।

বন্দে বীণা ধারিণি।
গীর্ব্বাণ বদন বিহারিণি,
বামে বিনোদবপু বঙ্কিম কারিণি,
বন্দে বীণা ধারিণি

শুভ্র কমলদল সুখবাসিনি,
সুহাসিনি,
সুমধুর শীতল স্নিগ্ধস্মিত ভাষিণি
ত্রিভুবন তিমির বিনাশিনি,
বন্দে বীণা ধারিণি

নমামি মা মুনি মানব বন্দিনি,
সকল ভুবন জন জননী-নন্দিনি,
নন্দসুতামৃতকথা সদা বদনে বাদিনি,
বন্দে বীণা ধারিণি

গুঞ্জর ভ্রমর ভ্রাম্যদরবিন্দ-কুঞ্জবিলাসিনি,
—[illegible] গোবিন্দ-হৃদয়-[illegible]-বিধায়িনী,
যমুনা-পুলিন-বিহারি-ব্রজ[illegible]গণ-বরকা[illegible]
রাধিকা বিনোদিনী,—
বন্দে বীণা-ধারিণি।

এস মা হৃদয়ে মোর,
নাশ মা আঁধার ঘোর,
দেহমা জ্ঞানের জ্যোতিঃ
ওমা জ্যোতিঃ স্বরূপিনি।

অধিক আঁধার স্থানে
আলোর মাহাত্ম্য জানে,
আলোরো দয়া সেখানে
সর্ব্বাধিকা, সদা অন্ধকার বিনাশিনি ;—

আমার হৃদয় মাঝে
বিরাজে আঁধার মহা,
মহামোহে মগ্ন মাগো,
তাই চাই মা জ্ঞানের কণা,
ওমা বিদ্যাপ্রদায়িনি

অথবা অবোধ সুতে
মায়ের অধিক স্নেহ
বিদ্বান্ দশের চ'তে,
হই তাই মা কৃপাপাত্র
সুতে সদা শুভদাত্রি
ওমা সর্ব্বশুভ স্বভাবিনি।

সুর নরগণ পূজিত চরণতল
প্রস্ফুটিত-শ্বেত-সরোজদল
—আরাধিতা,
আরক্ত পদদ্বয় তায় চন্দন বিমল,
বিশদ-অঙ্গিনি,
সতনু সরলতা স্বরূপিনি,
বন্দে বীণা-ধারিণি।

নিভৃত হৃদয় জাত
ভক্তির কুসুম মম

ভক্তিভরে পদধারে
এই মা দিলাম ফেলে ;—
একি মা আবার হৃদে ফুটিল ভক্তির ফুল।
ভক্তি কুসুমের কি মা নাহি কোথা কূল!
দেখিলাম ভক্তির রীতি বিমোহিনি।
সতত প্রণতজনে আশু আশিস প্রদায়িনি ;
বন্দে বীণা-ধারিণি।

অবশেষে আশিস মা,
পাই যেন গো কৃপাকণা,
তোমার ঐ পদদিকে দৃষ্টি রেখে,
সংসারের সারধনে
পাই যেন মা এ জীবনে ?
অর্থেরও অর্থী নই মা
পরমার্থ-বিধায়িনি।

অনর্থক যেন মাগো ঘুরে না এ দেহখানি,
তাই মা তোমায় একমনে ডাকি সদা বীণাপানি!
শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল।

সুখ।

১

অয়ি! সুখ তুমি থাক গো কোথায়,
কহ কোথা তব সন্ধানে ফিরি ;
তব তরে ব্যস্ত সকলে ধবায়,
আমিও তোমায় বাসনা করি।

২

থাক কিগো তুমি রাজার আসনে
মরকত মনি মুকুতা মালে,
অথবা হীরক উজ্জ্বল রতনে
নৃপবর সনে এ ধরাতলে।

৩

বায়ুগতিধারী তুরগ উপরে
বীর বর্ম্মাবৃত হৃদয় মাঝে
থাক কিগো তুমি এ ভব ভিতরে
তথা কি তোমার প্রাসাদ সাজে ?

যক্ষেশ সমান ধনেশ যেজন
শত দাসদাসী অধীন যার,
শতেক সুন্দরী করিছে ভ্রমণ
তুষিতে ইঙ্গিতে মানস তার।

৫

তার কাছে কিগো থাক মধুময়ি
নিজ অনুপম প্রসাদ সনে,
কিম্বা ষটপদ তামরসপায়ী
ভ্রমে যারা সদা কমল বনে।

৬

ওই যে বসন্তে অশান্ত করিয়ে
কুহুস্বরে পিক শাখীর শিরে,
গায় মনমত পঞ্চম ধরিয়ে
প্রেমিকে পুলকে ভাষায় ধীরে

৭

শাখী পরে ওই পাখী সহযোগে
আঁখি তব কিগো বিরাজে তথা ?
কিম্বা ওই যারা দলে দলে চলে
শতপত্র দলে সবসে হেথা।

৮

রাজহংস কুল ভক্ষিছে মৃণাল
ও সবার সনে আবাস তব ?
হেরি যথা তথা তব মায়াজাল
প্রকৃত তোমায় কোথায় পাব ?

৯

ওই যে মানস নয়ন মোহিয়ে
প্রসূন ভূষণে কানন শোভে,
খেলে যথা বায়ু সৌরভ বহিয়ে
তথা কি তোমায় পাইব শুভে ?

১০

এই গৃহী গৃহ শত পরিজনে
প্রিয়জন ভরা সন্তোষ সাধে
এখানে কি তব পাব দরশন
মনোরমা তব মোহিনী ছাঁদে ?

১১

সুপবিত্র ক্ষেত্র ওই তীর্থস্থান
যাত্রী কোলাহলে পূর্ণিত যাহা

সদা হয় যথা দেবস্তুতি গান
তোমার পরশে পূত কি তাহা ?

১২

ওই বৃক্ষতলে জাহ্নবীর তীরে,
পুরো ভাগে পূত অনল রাখি,
বসিয়া সন্ন্যাসী অজিন উপরে
জপে নিমগন নীরবে থাকি।

১৩

ত্যজেছে সংসার বিরাগ অন্তরে
ছেদি মায়া পাশ সন্ন্যাস যোগে,
ছাড়িয়া করমে ধরমে বিহরে
বিমোহিত ওকি তোমার ভাবে ?

১৪

যোগী, রোগী, ভোগী, শোকী, কোনজন
কহ সুখ তোমা নাহিক চায় ?
জীব মাত্রে তুমি হও প্রিয়জন
কিন্তু কই কেবা তোমারে পায় ?

১৫

কার সনে তোমা না পাই দেখিতে
নকলে তোমার সকলে হেরি ;
মাত্র থাক তুমি জ্ঞানীর চিত্তেতে
শান্তি বসে ভাসে তোমার তরী।

শ্রীজগদানন্দ বন্দোপাধ্যায়।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কামিনী সম বিনীতভাবে কহিল "আসুন"।

সুজন সিংহ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহতলস্থিত একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণকাল নীরবে অতিবাহিত হইলে কামিনী কহিল আমার নিঃসহায় অবস্থায় আশ্রয় দিয়া যে উপকার সাধন প্রতিদান আমার সাধ্যাতীত ; আপনি আমাকে মাধুরায় করিলে শত্রুগণ আমার অনুগমন করিতেছিল বলিয়া

আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই, এক্ষণে আদেশ করুন পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত আত্ম-পরিচয় যদি শুনিতে বাসনা হয় তাহা হইলে আমি আত্মপরিচয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হই।

কামিনীর বাক্যে সুজন সিংহ উত্তর করিল, ললনে! আপনার পরিচয় জানিতে আমার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও পথভ্রমণজনিত আপনার শ্রান্তি স্মরণে আর রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে দেখিয়া সে বিষয়ে এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি না।

কামিনী কহিল তাহা হউক, যে অবধি আমি পিতা, ভ্রাতা ও মাতাকে হারাইয়াছি সেই দিন হইতে অদ্যাবধি আপনার ন্যায় সুহৃদ পরোপকারি আর কাহাকেও প্রাপ্ত হইনাই, আপনার বিন্দুমাত্র কৌতুহল তৃপ্তির জন্য আত্ম পরিচয় প্রদানে আমাকে বাধা দিবেন না। এই বলিয়া কামিনী স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতে কহিল মহাশয় আমি একজন মাথুরা স্থিত হিন্দু বণিক তনয়া, আমার অগ্রজ আর একটি সহোদর ছিল। বাল্যকালে মাতৃ মুখে শুনিয়া-ছিলাম মাথুরা আমাদের প্রকৃত নিবাস স্থান নহে, আর অন্য কোন দেশে আমাদিগের আবাস স্থান ছিল আমাদিগের অতি শৈশবকালে আমার পিতা স্বদেশ ত্যাগে মাথুরায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। মাথুরায় আসিয়া অবধি তিনি বণিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন আমার বয়ঃক্রম সপ্তম বর্ষ তখন একদিন দেখিলাম জননী একান্তে বসিয়া রোদন করিতেছেন, মাতাকে সজল নয়নে রোদন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অঞ্চলে চঞ্চল হস্তে জননীর অশ্রু মুছিয়া কহিলাম, "মা তুমি কাঁদিতেছ কেন?" তদুত্তরে জননী কহিলেন "মা তুমি বালিকা এই হতভাগিনীর দুঃখ কি বুঝিবে," মাতার সেই কথায় বাধাদিয়া আমি বলিলাম "মা আমিত তোমায় কখন কাঁদিতে দেখি নাই তুমি কাঁদিতেছ কেন?" আমার এইরূপ পুনঃ ২ সাগ্রহ প্রশ্নে মা কহিলেন বাছা, আজ আমা-দের বড় দুর্দিন, আমি তাহাতে পুনরায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন মা আমাদের কি হইয়াছে?" তাহাতে জননী বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির কহিলেন, এই তোমার ভ্রাতা শশধর সিংহের পত্র। এই বলিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতে লাগিলেন, আবার তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল, বার আবেগে বিগলিত অশ্রুপাতে লিপির দুই তিন ছত্র তখন আমি সকাতরে আবার মাতার অশ্রু বিমোচন করিয়া কি লেখা আছে?" মাতা কহিলেন বাছা তোমার পিতা

তোমার ভ্রাতাকে বরুণগল রাজের সৈন্য শ্রেনিতে নিযুক্ত করিয়া দিতে বরুণগলে গিয়াছেন, তথায় তোমার ভ্রাতাকে বরুণগল রাজের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনে আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন, এই পত্রে শশধর তোমার পিতার সেই দুঃসহ সংসার ত্যাগ সংবাদ লিখিয়াছে, সেই জন্য আমার চক্ষে তুমি আজ জল দেখিলে।

এই ঘটনার পক্ষ পরে আমার ভ্রাতার নিকট হইতে এক পত্র আসিল, তাহাতে তিনি আমার মাতাকে লিখিলেন যে তিনি বরুণগল রাজের সঙ্গে বারাণসী পুষ্করাদি তীর্থে গমন করিতেছেন সুতরাং যে পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় রাজার তীর্থ দর্শনের পর বরুণগলে ফিরিয়া না আসেন সেই পর্য্যন্ত পত্রযোগে তাঁহাদের কিম্বা আপনার আর কোন সংবাদ লিপিযোগে গ্রহণ ও প্রদান করিতে পারিবেন না তাহার জন্য মাতা যেন কাতর না হন। আমরা মাথুরায় যেস্থলে বাস করিতাম সেই স্থানে রাওমল নামক আমার এক পিতার বন্ধু বাস করিতেন। পিতা আমার অগ্রজ শশধর সিংহকে বরুণগলে লইয়া যাইবার সময় তাহার সেই প্রিয়বন্ধুর উপরে আমার ও আমার মাতার রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান।

রাওমল মাতার মুখে পিতার সন্ন্যাস গ্রহণ ও ভ্রাতার বরুণগল রাজের সঙ্গে তীর্থ গমন করিয়াছেন এই সম্বাদ শুনিয়া আমাদিগের বাস ভবন হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া আপন বাসস্থানে আমাদিগকে আবাস প্রদান করিলেন। আমরা তাঁহার যত্ন ও তত্ত্বাবধারণে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইল, এতাবৎকালের মধ্যে আমার ভ্রাতার নিকট হইতে আর কোন পত্র প্রেরিত হয় নাই, সুতরাং তাহার কুশলাদি কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। এই সময়ে সেতুবন্ধরামেশ্বরের জনৈক যাত্রী সংগ্রাহক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আসিয়া আমাদের ভবনে যাত্রী সংগ্রহ করিতে উপস্থিত হইল। রাওমল পত্নী তাহার মুখে তীর্থ সেতুবন্ধরামেশ্বর দর্শনের ফল শ্রবনে আর সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামচন্দ্রের স্বকর স্থাপিত ভগবান মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে একান্ত অভিলাষিনী হইয়া উঠিলেন। রমনী হৃদয় দেব ভক্তি পরায়ণ— সুতরাং জননীও রাওমল পত্নীর সঙ্গিনী হইতে বাসনা করিলেন।

রাওমল মাথুরার একজন ধনাঢ্য বণিক, কমলার অনুগ্রহে তাহার অর্থাভাব ছিল না, পত্নীর তীর্থ যাত্রা উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ তাহার সিন্ধুকূলবর্ত্তী প্রাসাদ পুরোভাগে একখানি বৃহৎ তরি সজ্জিত হইল। রাওমল পত্নী, আমার জননি

পাণ্ডা আর কতিপয় রাওমলের অনুচর ত্বরিতে তরিতে উঠিলেন। জননী যাইবার সময় আমাকে রাওমলের নিকট রাখিয়া গেলেন।

জননীর তীর্থ যাত্রার কিছুদিন পরে একদিন অপরাহ্নে রাওমলকে বিষণ্ণ বদনে গৃহে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মামা আপনি আজ কি ভাবিতেছেন। রাওমল আমার জননীকে ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করিতেন আর আমার মাতাকে দিদী বলিয়া সম্বোধন করিতেন বলিয়া তাহাকে মামা বলিতে বাল্যকাল হইতে আমি শিক্ষিতা হইয়াছিলাম।

আমার বাক্যে রাওমল উত্তর করিলেন "মা আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তোমার মাতা ও তোমার মাতুলানী তীর্থ সেতুবন্ধরামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রবল ঝটিকায় তাহাদিগের তরি সমুদ্রের জলে মগ্ন হইয়াছে" এই নিদারুণ বাক্যে আমি জননীর শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম অবিচ্ছিন্ন বরিষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা গণ্ডস্থল সিক্তকরিয়া আমার বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইয়া গেল। মহাশয় বাল্যে জনক সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন—ভ্রাতা নিরুদ্দেশ প্রায় পঞ্চম বর্ষ তাঁহার কোন সম্বাদ নাই বোধ হয় তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ তাহার উপর অভাগিনী বালিকার সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আশ্রয় স্বরূপা জননী অকূলে নিমগ্না শুনিয়া আমার অন্তর কিরূপ নীরাশ পাথারে ভাসিল ভাবিয়া দেখুন উঃ! সেই সময় স্মরণ হইলে এখনও চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই বলিতে বলিতে কামিনীর নয়নে জলভার আকীর্ণ হইল দেখিতে ২ তাহার অমল কোমল গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় সিক্ত হইল।

সুজন সিংহ মাধুরার বটবৃক্ষতলে কামিনীর কমনীয় রূপছটা দর্শন মাত্রেই তাহাতে আসক্ত হইয়াছেন—সেই সময়েই তাহার মানসভূমে প্রণয়ের প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহার পর পক্ষাবধিকাল কামিনীর সঙ্গে মাধুরা হইতে পুরঞ্জন পান্থশালায় উপস্থিত হইবার কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা একত্রে অবস্থান কথোপকথন ও দর্শন নিবন্ধন, অঙ্কুরিত সেই বীজ এক্ষণে শত শাখায় বর্দ্ধিত। সে প্রণয়পাদপ সুজনের অন্তরের যাবতীয় অবকাশ স্থান অধিকার করিয়াছে, এখন তাহার অন্তর আর তাহার নহে, প্রণয়ের— আর তিনি তাহার অনুগামী। সুতরাং বিশদ বদনা নয়ন প্রীতিদায়িনী কামিনির নয়নে অশ্রু দর্শন মাত্রেই প্রণয়ী সুজন সিংহের অন্তর ব্যথিত হইল—যে প্রণয়ে বিভিন্ন হৃদয় আত্মিয়তা সূত্রে আবদ্ধ করে নয়নে নয়নে, মনে মনে, মিলন করায় সেই প্রণয়ের প্রীতিরূপ

বৈদ্যুতিক বলে যে একের অন্তর ভাব অপর অন্তরে উদিত করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? এই জন্যই প্রণয়ীরা প্রিয়জনের সুখে দুঃখে সুখী দুঃখী হয়, সেই জন্যই প্রিয়জনের হাস্যে প্রিয়জনকে হাস্য করিতে ও প্রিয়জনের রোদনেও প্রমীককে কাঁদিতে দেখা যায়।

সেই জন্য সুজন সিংহ কামিনীর কুরঙ্গ নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নব অনুরাগ পূর্ণ হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তখন তিনি ত্রস্ত হস্তে কুমারীর সুকুমার নেত্রের অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া কহিলেন "আর আপনার আত্ম বৃত্তান্ত বলিবার আবশ্যক নাই, যাহাতে মনোবেদনার উদ্রেক হয়, যাহার স্মৃতি বিষাদে আপনার সুকুমার অন্তর তাড়িত করে তাহা আমি শুনিতে চাহি না।

কামিনী সুদৃশ্য সুজন সিংহের সদাচারে ও সুরূপে প্রথম সাক্ষাৎ অবধি তাহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

জগতের নরনারীর অন্তর আসক্তি প্রবণ, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কৌশলে মানব অন্তর অনুরাগের পরমাণুতে অনুরঞ্জিত, সেই জন্য কি নর কি নারীর অন্তর সর্ব্বদাই অনুরাগের অনুগমন করে, এক মুহূর্ত্ত কাল অনুরাগ শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। আমাদিগের পাঠকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন অনুরাগের কারণ কি? ইহার উত্তরে আমরা পাঠকবৃন্দকে সুখাশয়কেই ইহার কারণ বলিতে পারি, সুখাশয় যে মানব অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি করে, তাহা সকলেই আপনার অন্তরে নিরন্তর অনুভবে বুঝিতে পারেন।

সুখাশয়েই মানব, অন্তর মন, নয়ন প্রীতিপ্রদ পদার্থে আসক্ত হয়, অনুরাগই হয় মানব অন্তরের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, সুতরাং সে স্বভাব আমাদিগের সুজন সঙ্গিনীরও অন্তরে অবস্থিত। সেই জন্য মাধুরার রাজপথ পার্শ্ববর্ত্তী বটতলে সুজনের সুরূপে সদগুণে, সৌজন্যে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁহাকে মনোদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সুজনের মনোমুগ্ধকর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি, ত্রস্ত হস্তে সুজন সিংহ তাঁহার বিশদ বদন স্পর্শ করিয়া তাহার নেত্রজল মুছাইলেও বাধাদিতে পারিলেন না বা ইচ্ছা করিয়া দিলেন না। পাঠক অনুরাগপ্রসূ প্রণয়ের এমনই মাহাত্ম্য, প্রণয়ীর নিকট প্রণেয়ের শতত্রুটি মার্জ্জনীয়।

(ক্রমশঃ)

বিবেক চূড়ামণি ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪৯

অজ্ঞান যোগাৎ পরমাত্মনস্তব
হ্যনাত্ম বন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ ।
তয়োর্বিবেকোদিত বোধ বহ্নি
রজ্ঞান কার্য্যং প্রদহেত্ সমূলম ॥

বঙ্গানুবাদ ।—সেই পরমাত্মাই তুমি, ইহা "তৎত্বমসীতি" সামবেদের মহাবাক্যার্থে স্পষ্ট জানা হইয়াছে, পরে অজ্ঞানযোগে তোমার অনাত্ম বুদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ অহং গৌর, অহং স্থূল ইত্যাদি দেহাত্ম বুদ্ধিই সংসার, সুতরাং তুমি সংসারী হইয়াছ এইক্ষণে দেহ এবং ইহার বিবেক দ্বারা যে বোধ অগ্নি উৎপন্ন হইবে সেই অগ্নিই তোমার সকল অজ্ঞান কার্য্য মুলসহ দগ্ধ করিবে তখন তুমিও সংসার মুক্ত হইবে ।

ব্যাখ্যা ।—অজ্ঞানযোগে পরমাত্মতে যে অনাত্ম বুদ্ধি তাহাকেই জ্ঞানীগণেরা সংসার বলিয়া কীর্ত্তন করেন । আত্মায় যে আত্ম বুদ্ধি তাহাই বিবেক. সেই বিবেক উদিত হইলে সেই বিবেকাগ্নিতে অজ্ঞান কার্য্যস্বরূপ যে সংস্মৃতি বা দেহাত্ম বুদ্ধি সমূলে দগ্ধ প্রাপ্ত হয়, ভাবত যে দেহাত্ম বুদ্ধি হইতে মানস উৎসে অবারিত প্রবাহে বাসনা প্রবাহিত হইতে থাকে, আত্মবোধরূপ বিবেক বহ্নি দ্বারায় তাহা সমূলে অর্থাৎ দেহাত্ম বুদ্ধির সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়, জীব তখন সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ।

৫০

শিষ্য উবাচ

কৃপয়াশ্রুয়তাংস্বামিন্ ! প্রশ্নোঽয়ংক্রিয়তেময়া ।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বাকৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ ॥

বঙ্গানুবাদ ।—শিষ্য কহিতেছে । হে স্বামিন, কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন, আমি এই প্রশ্ন করিতেছি আপনার মুখ হইতে যাহার উত্তর শ্রবণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব ।

ব্যাখ্যা।—এই শ্লোকে শিষ্য গুরুকে কহিতেছে, হে প্রভো আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিতেছি তাহা শুনিয়া তদুত্তরে আপনি যাহা কহিবেন তাহাতে আমি সফল মনোরথ হইব।

৫১

কোনামবন্ধঃ? কথমেষ আগতঃ?
কথং প্রতিষ্ঠাস্য? কথং বিমোক্ষঃ?
কোঽসাবনাত্মা? পরমঃকআত্মা?
তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্॥

বঙ্গানুবাদ। বন্ধ কি? কি প্রকারে আগত হইল কি প্রকারে ইহার প্রতিষ্ঠা হইল কি প্রকারেই বা মোক্ষ হইবে, অনাত্মাইবা কে পরমাত্মাইবা কে তাহার বিবেকইবা কি প্রকার এই সকল বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হইলে কৃতার্থ হইব।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শিষ্য গুরুকে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সাতটি মহাকূট প্রশ্নের দ্বারা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—১ যথা বন্ধন কাহাকে বলে? ২ কোথা হইতে বন্ধন আগত হইল? ৩ ইহার প্রতিষ্ঠা কিসে? ৪ কিরূপেই বা মোক্ষ হয়? ৫ অনাত্মা কাহাকে বলে? ৬ পরমাত্মাইবা কি? তাহার স্বরূপ কিরূপ? ৭ আত্ম বিবেকই বা কাহাকে বলে, এই সমস্ত প্রশ্ন দ্বারা শিষ্য অতি দুর্ব্বোধ পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল—ইহার যথাযথ উত্তর দানই উত্তর গ্রন্থের বিবৃত বিষয়, পূর্ব্বোক্ত এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর ছলে অতি দুঃজ্ঞেয় সর্ব্বোপনিষধ সার, পরমাত্ম তত্ত্ব ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় এই বিবেক চূড়ামণিতে লোক হিতার্থে নির্ণয় করিয়াছেন ইহা বেদান্তের প্রতিচ্ছায়া।

৫২

শ্রীগুরুরুবাচ।

ধন্যোঽসি কৃত কৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যা বন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতু মিচ্ছসি॥

বঙ্গানুবাদ। গুরু কহিতেছেন। তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তুমিই তোমার বংশ পবিত্র করিয়াছ—যে হেতু, তুমি অবিদ্যা বন্ধনের মুক্তিদ্বারা ব্রাহ্ম হইতে ইচ্ছা করিয়াছ।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গুরু আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতে শ্রবণ করিয়া শিষ্যের প্রতি, মহান তুষ্টির সহিত কহিতেছেন, হে শিষ্য তুমি ধন্য, এতদিনে তোমার মনোরথ সফলোন্মুখ হইল, তোমার দ্বারা তোমার গোত্র কুল পবিত্র হইল, কারণ তুমি অজ্ঞান কল্পিত বন্ধন মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বারূপ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

৫৩

ঋণ মোচন কর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তিসুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচন কর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যোন কশ্চন ॥

বঙ্গানুবাদ। পিতা ঋণগ্রস্ত থাকিলে পুত্রাদি তাহার ঋণ মোচন করিতে পারে কিন্তু অবিদ্যাকৃত বন্ধনে মুক্ত হইবার কর্ত্তা স্বয়ংই, অন্য কেহ এই বন্ধনের মোচন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রে কথিত আছে পিতৃ ঋণ পুত্রের দ্বারাই মোচিত হয় অর্থাৎ ইহাতে দেখা যাইতেছে যে একের দ্বারা অপরের ঋণবন্ধন মুক্ত হইবার উপায় আছে, কিন্তু অবিদ্যাকৃত বন্ধনরূপ ঋণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার আর কেহই নাই, অপর কাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। ইহা কেবল স্বয়ং আত্মাদ্বারাই সাধিত হয়, আপন আপন আত্মোদ্ধারের জন্য সকলেই স্বয়ং দায়ী। যখন আত্মকৃত কর্ম্মফলে জীবে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, জন্মজরা মরণরূপ প্রবাহে ভাসিতে থাকে, মায়াময় সংসারভূমে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, কৃত কর্ম্মফল ভোগী হয় তখন স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে জীব আত্ম কর্তৃত্বে যেসকল ভোগ প্রসব করে সে সকল ভোগ আত্ম চেষ্টালব্ধ। আত্ম চেষ্টালব্ধ ভোগ বন্ধন হইতে আত্ম চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুতেই মুক্ত হওয়া যায় না, ভাব আপনিই আপনার উদ্ধার কর্ত্তা, গীতায় লিখিত আছে—

উদ্ধরে দাত্ম নাত্মানং
অর্থাৎ আত্মাদ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবেক।

৫৪

মস্তকন্যস্ত ভারাদে র্দুঃখ মন্যৈর্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃত দুঃখস্তু বিনাস্বেন ন কেনচিৎ ॥

বঙ্গানুবাদ। মস্তকে অত্যন্ত ভার থাকিলে অপর ব্যক্তি দয়া করিয়া ঐ ভার গ্রহণ করিলে সে ভার বহনের দুঃখ নিবারণ হয়; কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কষ্ট

হইলে অন্য কেহ আহার পান করিলে তাহার বারণ হয় না নিজে আহার পান না করিলে কখনই সে কষ্ট নষ্ট হইবে না।

ব্যাখ্যা। জীবের ভার বহনাদি বাহ্যক্লেশ অপর দ্বারা নিবারিত হইতে পারে কিন্তু, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন আত্ম চেষ্টা ব্যতীত কদাচ নিবারিত হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যাকৃত বন্ধন জনিত ক্লেশ আত্মোপার্জ্জিত বিদ্যা না হইলে কিছুতেই নাশ হইতে পারে না।

৫৫

পথ্যমৌষধ সেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগীনা।
আরোগ্য সিদ্ধি দৃষ্টাস্যনান্যানুষ্ঠিত কর্ম্মনা॥

বঙ্গানুবাদ। যে রোগী, পথ্য ঔষধ সেবা করে তাহারই আরোগ্য লাভ প্রত্যক্ষ্য দেখা যায়, অন্যে ঔষধ খাইলে রোগীর রোগ কখনই নাশ হয় না।

ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত, আরোগ্যলাভ করিতে হইলে তাহাকেই ঔষধ খাইতে হয় অপরে ঔষধ খাইলে যেমন তাহার কোন উপকার দর্শে না, তদ্রূপ ভব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিদ্যানামক মহৌষধি নিজের সেবন করা উচিত তাহা হইলেই তাহার ভবরোগ শান্তি হইতে পারে, অপরের বিদ্যাদ্বারা তাহার কোন উপকার দর্শে না।

৫৬

বস্তুস্বরূপং স্ফুট বোধ চক্ষুষা
স্বেনৈব বেদ্যং নতু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজ চক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্য মন্যৈ রবগম্যতে কিম্॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মস্বরূপ স্বীয় ব্যক্তজ্ঞান চক্ষুদ্বারা জানিবে অন্য পণ্ডিতদ্বারা জানিলে ফল হইবে না, যেমন চন্দ্রস্বরূপ নিজ চক্ষুদ্বারা দেখা যায় পরের চক্ষু-দ্বারা কখনই জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা। অনুভব সিদ্ধ পরমাত্মাকে স্বানুভূতি দ্বারা গ্রহণ করিবে অর্থাৎ হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষ, যিনি কেবল মানস নয়নের গ্রাহ্য তাহাকে তদ্দ্বারাই গ্রহণ করিবে, পণ্ডিতের দ্বারা নহে। নিশাকর স্বরূপ জ্ঞান স্বচক্ষে যেরূপ হয় পর চক্ষে তদ্রূপ হয় না ইহা প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ।

৫৭

অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি পাশ বন্ধং বিমোচিতুম
কঃ শক্নুয়া দ্বিনাত্মানং কল্প কোটি শতৈরপি

বঙ্গানুবাদ। অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি পাশ বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আত্মা ভিন্ন কেহই শক্ত হয় না শত কোটি কল্প কাল গত হইলেও ইহার অন্যথা হইবে না।

ব্যাখ্যা। আত্মা ব্যতীত অপর কেহই পাশব বন্ধন স্বরূপ অবিদ্যার কাম কর্ম্মাদি হইতে শত কোটি কল্পেও মুক্ত হইতে সক্ষম হয় না।

৫৮

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মেনানোন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধতি নান্যথা॥

বঙ্গানুবাদ। মোক্ষ, যোগেতে হয় না; সাংখ্যেতে অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র প্রদর্শিত পথেতেও মিলে না কর্ম্মাদি করিলেও লাভ হয় না বিদ্যাদ্বারাও সম্পন্ন হয় না কেবল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হইয়া থাকে, অন্য আর কোন প্রকারেই হইতে পারে না, ইহাই সার কথা।

ব্যাখ্যা। যোগ, সাংখ্য কর্ম্ম ও বিদ্যাদ্বারা নির্ব্বান মুক্তি কখনই সিদ্ধ হয় না, তাহা কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানেই হইয়া থাকে।

৫৯

বীনায়া রূপ সৌন্দার্য্যং তন্ত্রীবাদন সৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জন মাত্রং তন্ন সাম্রাজায় কল্পতে॥

বঙ্গানুবাদ। বীনার বাদনই সৌষ্ঠব কেবল রূপ সৌন্দর্য্য কোন কর্ম্মের নহে প্রজারঞ্জন মাত্র সম্রাটের ধর্ম্ম নহে, সাম্রাজ্য রক্ষা করাই সম্রাটের কর্ত্তব্য কার্য্য।

বাগ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ ভুক্তয়ে নতুমুক্তয়ে॥

বঙ্গানুবাদ। বৈখরী বাক্, শব্দস্মরী, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকুশলতা এ সকল পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতগণের ভোগের জন্য প্রকৃত মুক্তির জন্য নহে।

ব্যাখা। অর্থাৎ নানা প্রকার শব্দপ্রকরণ শাস্ত্রাদির নানা প্রকার ব্যাখ্যা করা, তাহাতে কেবল নানা প্রকার ঐহিক সুখ ভোগের সম্ভাবনা কিন্তু তাহাতে কখনও মুক্তিদেবীর মুখ দর্শন হইতে পারে না।

৬১

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা॥

বঙ্গানুবাদ। যে পর্য্যন্ত পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া না যায় সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল এবং পরমতত্ত্ব প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইলেও আর শাস্ত্রাধ্যয়নে কোন ফল নাই. আর শাস্ত্র অধ্যয়নই নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা। অর্থাৎ পরমতত্ত্ব জ্ঞান হইলে আর কোন বিষয়ের আবশ্যক থাকে না।

৬২

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণ কারণম্।
অতঃ প্রযত্নাম জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎতত্ত্বমাত্মনঃ॥

বঙ্গানুবাদ। শব্দজালযুক্ত মহারণ্য কেবল, চিত্তের ভ্রমন কারণ জানিবে, অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যত্নের সহিত আত্মার তত্ত্ব জ্ঞাত হইবে।

ব্যাখ্যা। বৃথা শাস্ত্রারণ্য ভ্রমণ করিলে কেবল শ্রম মাত্র লাভ হয় এই কারণে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব যত্নে অবগত হইবে।

মদ্যপানের অপকারীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ভিষক বরের পূর্ব্বোক্ত কথায় শারীরিক স্বাস্থ্যের কিরূপ অত্যাহিত সংঘটিত হয় তাহা দেখা যাউক।

মানবদেহের শোনিত মানব দেহ রক্ষা করিবার একটি প্রধান উপকরণ সেই জন্ম ইহাকে জীবন বলিয়া অনেকে বর্ণনা করে, ইহার স্বাভাবিক তাপমান, ৯৮ অষ্টনবতি ডিক্রি এই তাপমান পরিবর্ত্তন শীল, ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কখন ২

ঊর্দ্ধতম সংখ্যা ১০৪ একশত চারি ডিক্রিতে উঠে,আর অধস্তন সংখ্যা ৮৬ছিয়াশী ডিক্রিতে নামিয়া থাকে, এই সকল পরিবর্ত্তন রোগের ফল।

এক্ষণে স্বাভাবিক তাপমান হইতে তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়েই রোগের ফল, দেহ অসুস্থ না হইলে কখন এ স্বাভাবিক তাপমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

বিবেচনা করুণ সুরা দ্বারা যদি সেই তাপমানের হ্রস্বতা সাধিত হয়, তাহা- হইলে দেহাভ্যন্তরে যে রোগ সৃষ্টি করে না এ কথা কে বলিবে? এ কথায় অনেক পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে,যে সকল রোগীর রোগে তাপমান স্বাভাবিক অপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে তাহাদিগকে পরিমিত পরিমাণে উত্তেজক ঔষধের স্বরূপ ইস্পিরিট্ ভাইনম গ্যালিস ই প্রয়োগ করিলে, তাহাদের দেহের অবসাদিত তাপমান পুনরুত্থিত হইতে দেখা যায় তখন সুরা যে দেহের স্বাভাবিক তাপ- মানের অবসাদন করে ইহা কিরূপে বলিবে।

ইহার উত্তরে আমরা পদার্থ শক্তির উত্তেজন অবসাদন ক্রম বলিয়া প্রশ্ন- কারীদিগকে নিরুত্তর করিব। ঈশ্বর সৃষ্ট জগতে যাবতীয় পদার্থ বা পরমাণু উত্তেজন অবসাদন গুণযুক্ত, আবার অগ্নিতে ধূম সহযোগে সলিল কণা থাকার ন্যায় প্রত্যেক উত্তেজক পদার্থে অবসাদনের পরমাণু গূঢ়ভাবে নিহিত আছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তাহা প্রমাণিত হয়। ইহাতে আর এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় অবসাদন, উত্তেজনার অনুগামী তাহা কিরূপ পরে প্রদর্শিত হইতেছে :--দৃষ্টান্ত,

কোন ব্যক্তি হস্তে একটি লোষ্ট্র লইয়া উর্দ্ধে ব্যোম মণ্ডলে প্রক্ষেপ করিলে সেই লোষ্ট্রটি মানব হস্তে প্রদত্ত উৎক্ষেপ শক্তি বলে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে থাকে যাবৎকাল তাহাতে মানব হস্ত চালন শক্তি থাকে তাবৎকালই তাহা উর্দ্ধ গমন করে কিন্তু যখন মানব হস্ত দত্ত বেগের বা শক্তির পূর্ণ মাত্রায় ভোগ হয় বা লোষ্ট্রে প্রদত্ত নর করবেগের শেষ হইয়া যায় তখন উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র আপনা আপনি উর্দ্ধ হইতে অধোদিকে আসিতে থাকে কেহ তাহাকে অধো- দিকে অবতারিত করে না, ইহাতে দেখা যাইতেছে উত্তেজনাই অবসাদনের কারণ উত্তেজনার, প্রতি ক্রিয়ার আরম্ভের সঙ্গে ২ই অবসাদনের জন্ম হয়। উত্তেজনার প্রতি ক্রিয়াই যদি অবসাদন হয় তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উত্তেজক পরমাণু অবসাদনের মুল কারণ।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিতে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। } ফাল্গুন, সন ১২৯৬। { ১১শ সংখ্যা।

[প্রাপ্ত।]

গাহ ত কোকিল!

গাহ ত কোকিল তুমি গাহ ত কোকিল।
কোমল কুসুমবালা, নৃত্যপরা করে খেলা,
প্রেমে তার স্মিত আঁখি চুমিছে অনিল;
চমকিয়া গিরি বন গাহ ত কোকিল।
শুনি গীত দুঃখ ভুলি, অধীর আনন্দে দুলি,
শতদলে তুলি কোলে নাচিছে সলিল;
গাহ ত শুনিতে চাহে জগৎ নিখিল।

গাহ ত কোকিল তুমি কূজন তুলিয়া,
শুনিয়া মধুর স্বর, কৃষ্ণকায় জলধর,
ত্যেয়াগি আকাশতল তোমাতে ভুলিয়া,
তোমার অসিত অঙ্গে মিশিল আসি

রসাল মুকুল ধরি, অলিদলে মুগ্ধ করি,
উভয়ের গীত শুনে হর্ষে উথলিয়া,
সহকার কালরূপে গিয়াছে ভুলিয়া!

গাহ ত কোকিল তুমি পুচ্ছ উঁচ করি।
অনুকারি তোমা পাখি, কালরূপ কায়ে মাখি,
কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণ বাজান বাঁশরী,
তোমা সম কামে রাধা বাঁকা আঁখি ধরি।
তবু কিন্তু তব স্বরে, সে কৃষ্ণে পাগল করে,
বংশী ছাড়ি ছুটে বঁধু রাধা নাম স্মরি!
জিষ্ণু তুমি বিষ্ণু সনে অনঙ্গ প্রহরি!

গাহ ত কোকিল তুমি লোহিত লোচনে।
প্রণয় অনল জ্বলে, তাহে, কবিগণে বলে,—
বিরহি হৃদয় দহে যাহার দর্শনে,
অঙ্গারিত সে হৃদয় প্রণয় দহনে।
বিয়োগিনী কটুবাণী, শুনি তব অভিমানী,
বরণ হয়েছে কালি সতত চিন্তনে,
জবা আঁখি, অনুমানি অধিক রোদনে।

গাহ ত কোকিল তুমি বাঁকা করি আঁখি,
কোকিল কুটিল অতি, তাই দৃষ্টি বক্রগতি,
লোকে ভাবে কিন্তু আমি অন্যভাবে দেখি,—
ব্রহ্ম ধ্যানে রত যথা দেব বিরূপাক্ষি।
কিম্বা যথা কবিচিত, হ'লে ভাবে নিমজ্জিত,
অজ্ঞাতে নয়ন তার রহে বাঁকা থাকি।
স্বরে উদ্দীপিতে নরে কবি তুমি পাখি!

গাহ ত কোকিল তুমি কুহু কুহু স্বরে।
তোমার এ কুহুবাণী, প্রাণকুহুকিনী মানি,
শুনি তাহা প্রাণ মোর কোথায় বিচরে,
বিধাতৃ-বিচিত্র-চিত্র বিভাসে অন্তরে!
পাখিরে যথার্থ তুমি, চিনেছ সংসারভূমি,
কোন স্থানে লিপ্ত তাই নহ চিরতরে,
এসংসার 'কু—উ, কু—উ' কণ্ঠে তব স্বরে।

উষাতারা।

উঠনা গো উষা তারা আজি আর গগনে,—
আমার হৃদয় মাঝে,
যার মুখ সদা রাজে,
আঁধারে নির্জ্জনে তার ভালবাসি স্মরণে,
সে চিন্তা ভেঙ্গো না মোর ডেকে আনি তপনে।
আমি যারে ভালবাসি,
তার সেই প্রেম হাসি,
সোহাগে আমার পাশে ফিরে প্রেম লাগিয়া;
দেখিলে না দেখি তায়—হৃদিমাঝে জাগিয়া।

চঞ্চল হৃদয় সরঃ শান্ত হ'য়ে থামিলে,
ধীরে ধীরে তা'র পাশে,
একটী কমল ভাসে,—
কত বার খুঁজিয়াছি বৃন্ত তার না মিলে—
সলিলে মিলিয়া যায় তুলিবারে নামিলে!

ও নহে ত সত্যাকার সরসিজ ফুটিয়া!
আমি যারে ভালবাসি
তার সেই প্রেমরাশি,
প্রতিবিম্ব রূপে আসি হৃদসরে ভাসিয়া
চঞ্চল হইলে চিত তাই যায় ছুটিয়া!
সত্য কথা—বুঝি বা সে
পূততনু নামি আসে,
কোথায় মিলায়ে যায়, স্পর্শসুখ চাহিলে,—
অপবিত্র আমি তারে ধরিবারে যাইলে!

তাই ত এসেছি হেথা—শান্তিময় বিজনে,
শান্ত এ হৃদয়ে আনি,
দেখিব সে মুখখানি,
দেখিব মধুরহাসি প্রেমে ভাসা নয়নে,
অকালে ধরিতে আর যাবনাকো সে ধনে!
—উঠনা গো উষাতারা আজি আর গগনে।

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ

আর্য্যবীর হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দুঃখস্মৃতি উদিত মনোবেদনায় স্বজনসঙ্গিনী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যখন আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন তাহা সমাপ্ত করিতে আমাকে বাধা দান করিবেন না।

এই বলিয়া কামিনী পুনরায় আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! এই হৃদয়বিদারক দুঃসহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম দেখিয়া আমার পিতৃবন্ধু মাতুল রাওমল নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে আমায় প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কাল অদৃশ্যে, অলক্ষ্যে গতিশীল—অনিবার্য্য। লোক সুখেই থাক বা দুঃখেই থাক, তাহা তাহার দৃক্‌পাত নাই; সে অবিরতগতিতে ক্রমে পল, দণ্ড, দিন, মাস বর্ষপাদে নিজ দুই বর্ষকাল অনন্ত কালের অনন্ত ভাণ্ডারে অর্পণ করিল—আমিও চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম। একদিন আমি একান্ত নিভৃতে রাওমলের প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্পবাটিকায় সান্ধ্য পবন সেবন করিয়া বেড়াইতেছি, সহসা পার্শ্বে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার অব্যবহিত কাল পরেই দিব্য পরিচ্ছদে সজ্জিত এক মহারাষ্ট্র প্রৌঢ় বিকৃত পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সহসা সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমি আর তথায় ভয়ে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া রাওমলের প্রাসাদমধ্যে যে কক্ষে অবস্থান করিতাম, দ্রুতপদে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। পর দিন প্রাতে রাওমল আসিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "সুষমে! কাল তুমি বাগানে বেড়াইবার সময় কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছিলে কি?"

আমি উত্তর করিলাম, হাঁ—দেখিয়াছি।"

আমার উত্তর দানের পর মাতুল রাওমল পুনরায় ক্ষণকাল অনিমিকনেত্রে আমার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, গত কল্য মাধুরার রাজমন্ত্রী বল্লাজিভাও সিন্ধুর উপকূলবর্ত্তী দেশ … করিতে আসিয়া আমারই প্রাসাদে কিছুদিনের জন্য আবাস গ্রহণ … পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণ করিতে যাঁহাকে দেখিয়াছিলে, তিনি-

মাধুবার রাজমন্ত্রী বল্লাজি” এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাসকক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে একদিন রাওমল মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া—তাঁহার আহারের সময় তত্ত্বাবধারণে নিযুক্তা আমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, “সুষমে! তুমি অতি ভাগ্যবতী—মাধুরার রাজমন্ত্রী তোমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক, তোমার পিতা সংসারত্যাগী, ভ্রাতা নিরুদ্দেশ, মাতা লোকান্তরগতা, এক্ষণে আমি তোমার একমাত্র অভিভাবক, আমিও বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, কতকালই বা আর জীবিত থাকিব? সেইজন্য আমার ইচ্ছা, এই শুভসংযোগে তোমার চিরকালের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য মাধুরার রাজমন্ত্রীকেই তোমায় অর্পণ করি, তোমার তাহাতে অভিমত কি?”

মাতুল রাওমলের মুখ হইতে স্বপ্নের অগোচর আকস্মিক এই পরিণয়সম্বন্ধ সংবাদ শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, উদ্যানে দৃষ্ট সেই ভীতিপ্রদ জঘন্য মাধুরারাজমন্ত্রীর মূর্ত্তি স্মৃতি আনিয়া অবিলম্বে অন্তরে অঙ্কিত করিল। আমি যাঁহার দর্শনে ভীত হইয়াছিলাম, তাঁহারই সহিত আজীবন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

মাতুল রাওমল নীরবে আমাকে চিন্তিত দেখিয়া আপনা আপনি সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি বালিকা, এক্ষণে তোমার মতামত কি? আমি এক্ষণে তোমার একমাত্র অভিভাবক, আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই আমার করা উচিত; তাহাতে তোমার শুভ বই অশুভ ঘটিবে না।” এই বলিয়া তিনি আহার সমাপনান্তে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

আমিও তথায় একাকিনী—নীরবে—স্তম্ভিতভাবে চিন্তিতা হইলাম। কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে কমলিনীনায়ক সে দিবসের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত করিয়া—সংসারের শ্রান্তি ক্লান্তি হরণের জন্য রজনীসতীরে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলের শিখরে চলিলেন; সন্ধ্যা উপস্থিত।

মাতুল রাওমল-প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে সান্ধ্যসমীরণ সেবন, পূর্ব্বাবধি আমার একপ্রকার নিত্য অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। কিন্তু বল্লাজিভাওয়ের দর্শন আর মাতুল রাওমলের সেই পরিণয় প্রস্তাব আমার সে উদ্যানভ্রমণের অভ্যাসটি নষ্ট করিয়াছে। সেই হইতে আর উদ্যানে যাই না, উদ্যানের দিকে ফিরিয়াও চাই না। তবে পাছে সান্ধ্য সমীরণ সেবন না করিয়া স্বাস্থ্যের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে, এই ভাবিয়া প্রাসাদের ছাদে যাই, একাকিনী যাই নই—চিন্তাসখীর সহিত

প্রাসাদে উঠি—অবতরণ করি—বেড়াই—মনে কোন সন্দেহ আসিলে চিন্তা সখীর নিকটই তাহা মীমাংসা করিয়া লই—চিন্তাই তখন আমার একমাত্র সঙ্গিনী—বিজনসন্তাপহ রিণী। সংসারে আমার কেহই নাই, কোথায় মা, কোথায় বাপ, কোথায় ভাই, কোথায় বন্ধু, মনে হইলে নীরবে কত কাঁদি, চিন্তাসখী তাহাতে বাধা দেয়—নিবারণ করে, কত প্রবোধ দেয়।

এইরূপে যে কত দিন কাটিয়াছিল, তাহা বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত। একদিন এইরূপ প্রাসাদের ছাদে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিন্তাসসখীকে বিরলে পাইয়া—হৃদয়ে মিশাইয়া কত কি বলিতেছি, কত সন্দেহ মীমাংসা করিতেছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তৎকালে আমার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। প্রাসাদ নিস্তব্ধ, নগর নিস্তব্ধ, আমিও নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে কত সময় যে, প্রাসাদের ছাদে অতিবাহিত করিয়াছি তাহাও চৈতন্য নাই! এমন সময়ে শিবাগণের নৈশ চীৎকারে বুঝা গেল, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। ভয়ে—সরমে শিহরিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এত রাত্রে আমি প্রাসাদের ছাদে! শুনিয়া রাওমল কি বলিবেন? এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি যেমন নীচে আসিব, এমন সময় অনুচ্চস্বরে দুইটী লোকের পরস্পর কথোপকথন আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, শুনিয়া তথায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম।

অনুচ্চস্বরে উক্ত কথোপকথন আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবাত্র আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ তাহাদিগের কথোপকথনে আমার নামোচ্চারিত—আমার কথাই তথায় হইতেছিল।

আমি যখন প্রাসাদের ছাদ হইতে অবতরণ করি, তখন এক ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির কথার প্রত্যুত্তরে কহিতেছে, "কাহার সুষমার" যে ব্যক্তি এই বাক্য উচ্চারণ কবিল, স্বরে বুঝিলাম, তিনি অপর কেহ নহেন, মাতুল রাওমল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "হাঁ তাহারই কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার কি মীমাংসা করিলে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

রাওমল উত্তর করিলেন, "আজ আহারের সময় তাহার নিকট আপনার সহিত তাহার পরিণয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সাগ্রহে কহিল, "তার পর তার পর? এ বিষয়ে তাহার অভিমত কিছু বুঝিলে?"

অনুভবে বুঝিলাম, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপর কেহই নহে, গাধুয়ার রাজমন্ত্রী সেই বিকৃতদর্শন বল্লাজিভাও।

রাওমল উত্তর করিলেন, "আমার প্রস্তাবে সে কোন প্রত্যুত্তর দেয় নাই, নীরবে অবনতমুখে স্থির হইয়া রহিল।"

মাতুল রাওমলের এই বাক্যে রাজমন্ত্রী বল্লাজিভাও উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, 'মৌন সম্মতি লক্ষণং' স্ত্রীলোকেরা ওইরূপ আনত আননেই সম্মতি জানায়। বিশেষ তোমার ভাগিনেয়ীকে চতুরা বলিয়া বোধ হইল। তুমি তাহার মাতুল, সে কি আর প্রকাশ্যে তোমার নিকট কোন মতামত দিতে পারে?"

মাতুল রাওমল উত্তর করিলেন, "না তাহা নহে, সুষমার চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া আমার বোধ হয়, এ পরিণয় সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সম্মত নহে।"

তদুত্তরে বল্লাজিভাও বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি কি আমার পরিচয় দাও নাই যে আমি মাধুরার রাজমন্ত্রী বল্লাজিভাও—আমি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

মাতুল রাওমল কহিলেন, "তাহা ত বলিয়াছি।"

বল্লাজি কহিল, "তাহাতে সে কি বলিল?"

মাতুল রাওমল প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "সে পরিণয় সম্বন্ধে বা আপনার নাম শুনিয়া কোন কথাই কহে নাই।"

বল্লাজি। "তাহা হইতে পারে, তাহার কথা না কহিবারই কথা,—অথবা আমার বোধ হয়, মাধুরারাজমন্ত্রীর সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে, ভাবিয়া সে আহ্লাদে অবাক হইয়াছে।"

মাতুল রাওমল কহিলেন, "আমার অন্যরূপ বিবেচনা হয়" পরে কিঞ্চিৎ কাল স্থির থাকিয়া মাতুল আবার কহিলেন, "আচ্ছা আপনি যে কহিলেন, উদ্যানে সুষমার সহিত সাক্ষাৎকালে সুষমা আপনার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কি যথার্থ?"

এই কথায় বল্লাজিভাও বলিয়া উঠিল, "বল কি রাওমল? যাঁর কথায় মাধুরার রাজকার্য্য হইতেছে, তাহার মুখে অযথা কথা? সানুরাগ দৃষ্টির কথা কি কহিতেছ, আমার দিকে সে সতৃষ্ণনয়নে এক দণ্ডকাল চাহিয়াছিল; দেখ রাওমল! আমার ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম, তোমার সাক্ষাতে বলিতে কি, যদিও আমি এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত, কিন্তু তত্রাচ প্রমদাপ্রণয়ে আমি অরসিক নহি, এই বয়সে আমি প্রায় শতাধিক কামিনীর মুখকমলমধুপান করিয়াছি। আমার কি আর স্ত্রীলোকের ভাবভঙ্গী জানিতে বাকি আছে? কেবল সতৃষ্ণনয়নে কি তোমার ভাগিনেয়ী উদ্যান হইতে প্রস্থানকালে এমন কি বার বার ফিরিয়া আমার দিকে সকাম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিস্মৃত হয় নাই। তুমি মনে

বুঝিয়া দেখ না, আমার ন্যায় সুপুরুষকে নির্জ্জনে দেখিয়া কোন্ কামিনী স্থির থাকিতে পারে? নিশাকালে দীপালোকে এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না, কল্য প্রাতে দেখিও যদিচ আমি ষষ্টিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছি, তত্রাচ যৌবন এখনও আমার এদেহ ত্যাগ করে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার ভাগিনেয়ী আমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে তাহা না হইলে আমার কথায় সে কথা কহিল না কেন? কথায় বলে যেখানে যার ভালবাসা, সেইখানে তার লাজের বাসা। এই বলিয়া বল্লাজি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আবার কহিল, "যাহা হউক এক্ষণে বিবাহের দিন স্থির কবে হইল"?

মাতুল রাওমল উত্তর করিল "অদ্য আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না।"

বল্লাজি কহিল কেন?

মাতুল রাওমল উত্তর করিল "তাহার ভাবে আমার যেরূপ বোধ হইল তাহাতে বুঝিতেছি, আপনি যাহাই বলুন, তাহার এ পরিণয় সম্বন্ধে সম্মতি নাই! তাহার অসম্মতিতে এ বিষয়ে আমি এক্ষণে কিছু বলিতে পারি না।

বল্লাজি উত্তর করিল "তাহার আবার সম্মতি কি? তুমি দিন স্থির কর তাহাকে আমি সম্মত করিয়া লইব, দেখ রাওমল তোমার ভাগিনেয়ীকে দেখিয়া অবধি আমি মনশূন্য হইয়াছি, আমার একদিনকাল বিবাহের বিলম্বে একবর্ষ কাল বোধ হইতেছে, বলিতে কি সুসমার—সুষমা নিরীক্ষণে কতক্ষণে তাহার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইব, কেবল তাহাই ভাবিতেছি; এই লও ইহাতে পঞ্চসহস্র স্বুবর্ণ মোহর আছে ইহা বিবাহের অগ্রেই তোমাকে দিলাম। পরিণয়ের পর আর পঞ্চ সহস্র স্বুবর্ণ মোহর ও রাজধানী মাধুরায় এক বৃহৎ প্রাসাদ তোমাকে অর্পণ করিব ইহাতে অন্য মত করিও না।"

মাতুল রাওমল এতাবৎকাল ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু সকল অনর্থের মূল বন্ধ অর্থ তাহার করকবলিত হইবামাত্র শুনিলাম তাহার ইতস্ততঃ ভাব অন্তঃর্হিত হইয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "মন্ত্রি মহাশয় আপনি যখন আমার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন তখন ইহা তাহার সৌভাগ্য, সে বলিকা হইয়া যদি না বুঝিতে পারে আমি তাহার অভিভাবক, আমি ত বুঝিতেছি, আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র অমত নাই "আমার মত হইলেই হইবে, তাহার অসম্মতিতে কি হইতে পারে।"

বল্লাজি উত্তর করিল "তাহাই ত সত্য—তাহা আর একবার বলিতে" তবে তবে এক্ষণে কবে দিন স্থির হইল?

মাতুল রাওমল উত্তর করিল "আপনি যে দিন বলেন।"

বল্লাজি কহিল, "তবে কল্যই পরিণয়েব শুভদিন নির্দ্ধারিত হউক।"

অর্থলোলুপ মাতুল রাওমল প্রত্যুত্তরে কহিল "যে আজ্ঞা।"

অন্তরালে থাকিয়া অর্থলোলুপ পিতৃবন্ধু মাতুল রাওমলেরও নীচ হৃদয় লম্পট বল্লাজির পরামর্শ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম অর্থলোভে রাওমল আমাকে আমার অসম্মতিতে একজন লম্পটের করে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক, আর আমার নিস্তার নাই। অনেক চিন্তাব পর স্থির করিলাম, এ স্থান হইতে পলায়নই আমার উদ্ধারোপায়। এইরূপ স্থির করিয়া প্রাসাদের সকলে সুষুপ্ত হইলে মধ্যরাত্রে রাওমল-গৃহ হইতে প্রস্থান করিলাম, প্রায় দুই প্রহর কালঅনবরত দ্রুত গমনে সিন্ধুতীর দিয়া যাইতেলাগিলাম। সূর্য্যোদয় কালে মাধুবার প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত। মাধুরায় উপস্থিত হইলে আমার অন্তর ভয়ে বিচলিত হইল; ভাবিলাম এখানে বল্লাজির সমধিক প্রভুত্ব। এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান না করিলে তাহার হস্তে পড়িয়া নিগৃহীত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া বনপথ অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুত পদচালনে আবার ছুটিতে লাগিলাম। তাহার পরেই পথিমধ্যে প্রান্তরে পদস্খলনে আপনার সম্মুখে সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইয়াছিলাম। আপনার অনুগ্রহে সেই দিনে সে মহান্ নিগ্রহ হইতে নিস্তার পাইয়াছি।" ক্রমশঃ।

মদ্যপানের অপকারিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সুরাও মানব পাকস্থলী প্রবিষ্ট হইয়া যখন উত্তেজনার বৃদ্ধি করে, যান্ত্রিক ও স্নায়বীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, তখন ইহার প্রতিক্রিয়া কালে বা অবসাদনকালে তাহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস করিবে, তাহা অসম্ভবপর নহে।

এই স্নায়বীয় ও যান্ত্রিক অবসাদনকালে সুরা মানবদেহে যে যান্ত্রিক ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য উপস্থিত করে ও দৈহিক স্বাভাবিক তাপমানের হ্রস্বতা সাধন করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ অনুভূত প্রমাণ আছে যে, অপরিমিত পায়ীর অতি পান প্রযুক্ত সুরার উত্তেজনারূপ মত্ততার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহে জড়তা, শৈথিল্য অর্থাৎ (স্ল্যাক্‌নেস অব দি সিষ্টেম) ও দুঃসহনীয় তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, এই সকল কি স্বাস্থ্যের চিহ্ন?

যে তৃষ্ণা জড়তা ও শৈথিল্য আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলতায় যোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যে সুরায় উৎপাদন করে, তাহা কি স্বাস্থ্যনাশিনী নহে বা রোগোৎপাদিনী নহে?

যাহারা পূর্ব্বে সুরার উপকারিতা দেখাইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাদিগের কথায় আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, সময় ও অবস্থাবিশেষে যে পদার্থ উপকারসাধন করে, তাহা যে সার্ব্বকালিক উপকারক, তাহা কখনই নহে। মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন বিকারগ্রস্ত মানবকে রসায়নস্বরূপ বিষবটিকা কখন কখন আরোগ্যপ্রদান করিতে দেখা যায়, তাহা বলিয়া কি কালকূট সার্ব্বকালিক অমৃতময় না সুস্থ অবস্থায় তাহা সেবন করিলে দেহে নবরোগের উৎপত্তি বা প্রাণাত্যয় ঘটে না? সুরাও সেইরূপ কে না বলিবে?

পাশ্চাত্য ভিষকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিপ্রবর অ্যালফ্রেড স্মি বলেন, অপরিমিত সুরাপায়ীর দেহ এবং দেহস্থ যন্ত্র সমুদয় ও স্নায়ু সকল অতিপান দোষে ক্রমশঃই বলহীন হইতে থাকে এবং তাহারা শ্বাসনালী প্রদাহ সংযুক্ত কাশ, যকৃৎ ও অন্যান্য দৌর্ব্বল্যজনিত মহামহারোগে পতিত হয়, যাহাতে তাহাদের অকালে অবধারিত মৃত্যু কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

এতাবৎকাল আমরা সুরার শারীরিক অপকারিতার বিষয় আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে আমরা সুরার মানসিক অপকারিতার বিষয় বলিব।

শরীরের ন্যায় মানসিক অপকার সাধনেরও ইহার শক্তির আধিক্য দেখা যায়, মানসিক যে সকল বৃত্তিনিচয়ের দ্বারা মানব পশু অপেক্ষা উন্নত বলিয়া পরিচিত; যে সকল বৃত্তি মানব অন্তরে অবস্থান করায় মানবকে জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সৃষ্টজগতে মানব সম্মানিত হয়, সেই সকল উন্নত বৃত্তি নিচয়ের ইহা করাল রাক্ষসীর ন্যায় সাক্ষাৎ সংহারিণী।

স্মৃতি, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, সততা, সৌজন্য বিনয়, মহানুভাবতা ইত্যাদি দেবোপম মানসিক বৃত্তি সকল সুরাস্পর্শ মাত্র অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়, মানব-হৃদয় পিশাচ অন্তরে পরিণত হয়, এক্ষণে আর কে বলিতে পারে যে সুরার মানসিক অপকারসাধনশক্তি নাই।

পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ ভিষকগণ কথিত বাক্যে, যুক্তিতে ও প্রমাণে সুরার যেরূপ অপকারিতা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে সুরা যে অতি নিন্দনীয়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুরাপানের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সাধারণ অপকারিতা দেখাইয়া এক্ষণে সুরার অপরিমিত সেবন যে কি জন্য মানবকে দুঃসহ রোগগ্রস্ত করিয়া অকালে মানবের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, তাহা সবিশেষ প্রদর্শিত হইতেছে।

সুরামাত্রেই মত্ততাগুণজনক একরূপ পরমাণু পরিপূরিত, পাশ্চাত্য ভাষায় এই পরমাণুকে এলকোহল বলে, এই (এলকোহল) অর্থাৎ মত্ততাজনক পরমাণু অংশের সমষ্টিতে পরিপূরিত ,কি দেশজাত, কি বিদেশজাত, মদ্যমাত্রেই ইহার আপূরণ আছে, ইহা ভয়ঙ্কর তেজস্কর, পাশ্চাত্য ভিষকশ্রেষ্ঠ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৈষজ্য নিদান ও ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ পরীক্ষক "জোনাথান প্রাঁয়েরা" বলেন, এই এলকোহলে শতাংশে ৭৯ উনআশি ভাগ কারবন ও ১৯.৭ ভাগ হাইড্রোজেন অংশ আপূরিত আছে।

তাঁহার মতে সুরামাত্রেই নিম্নলিখিত পরমাণুনিচয়ে প্রস্তুত।

জল, এলকোহল, বোকেট, সুগার বা চিনি, গম বা আটা, এসেটিক এসিড গ্লুটেন, বাইটারট্রেট অব পটাশ, টারট্রেট অব পটাশ এবং এলুমিনা, কেলারাইড অব পেটেসিয়ম এবং সোডিয়ম ট্যানিন, সলফেড অব পটাস কারবলিক এসিড (ইহা প্রায় স্যাম্পেনাদিতে দৃষ্ট হয়) এতদ্ব্যতীত নানাবিধ নির্যাস ও কোন কোন সুরায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কি দেশোৎপন্ন কি বিদেশোৎপন্ন সকল সুরাতেই এই সকলের ন্যূনাধিক আংশিক পরমাণু আছে,সাধারণতঃ সুরামাত্রেই চতুর্ব্বিধ পদার্থ অবস্থিত আছে, ইহা সামান্য চিন্তাতেই সকলে বুঝিতে পারে, যথা—জল, এলকোহল,বা মত্ততাগুণবিশিষ্ট পরমাণু শর্কর যাহাতে সুরায় মধুরাস্বাদন অনুভূত হয়, আর টার্টারিক ও এসেটিক এসিড পরমাণু যাহার অবস্থানে মধ্যে তীক্ষ্ণতা অনুভূত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরমাণু নিচয়ের আপূরণে সুরা প্রস্তুত বলিয়া তাহাতেও তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, বিদাহীন গুণ সকল পানকালে রসনায় ও পান পরে দেহে অনুভূত হইতে থাকে।

সুরায় নিহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যনিচয় সকলই উগ্রগুণযুক্ত, উহারা এক একটি ঔষধ। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, যাহা নানাবিধ ঔষধ বিমিশ্রণে প্রস্তুত, তাহা অপকারক কিরূপে হইতে পারে। যাহাদিগের অন্তরে এরূপ ভ্রমোদয় হয়, তাহাদিগের ভ্রম সংশোধনের জন্য এস্থানে সুরায় আপূরিত পরমাণুর উপকারিতার পরিবর্ত্তে অপকারিতা প্রদর্শিত হইতেছে।

দেহের রোগবিশেষে সুরায় নিহিত কোন কোন পরমাণু দ্বারা উপকার বা কোন কোন পরমাণু প্রয়োগে রোগ শান্তি হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু সুস্থ নীরোগ দেহে উহাদের প্রবেশে অপকার ব্যতীত কখন উপকার সম্ভবে না, দেহে রোগজনিত পরমাণু বিপর্য্যয়ে ঔষধ মহা উপকারসাধক, বিনষ্ট পরমাণু পূরণে রোগনাশকারক বটে, কিন্তু অক্ষত নীরোগদেহে উহা বিষময় ফল প্রদান করিয়া মনুষ্যকে চিররোগী করিয়া তুলে।

জ্ঞানিমাত্রেই জানেন, যখন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হয়, তখন নিশ্চয়ই যে পরমাণুতে মানবদেহ গঠিত, তাহার কোন একটি পরমাণুর অপচয়ে বা অভাবে রোগ সংঘটিত হইতে থাকে আর সেই রোগ নিবারণ করিতে হইলে দেহের যে পরমাণুর অপচয় হইয়া বা যাহার অভাবে রোগোৎপত্তি হইয়াছে, সেই পরমাণুর আপূরণে যে সকল ঔষধ স্বভাবরচিত, তাহাই সেই রোগের উপশম কারক, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে দেহের ব্যয়িত পরমাণুর বা যে পরমাণুর অভাব হইয়াছিল, তাহা পুনঃ সৃষ্ট হয়, সেই ঔষধ দেহে স্বস্থতা প্রদান করে।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, নীরোগ দেহ স্বভাবতঃ আবশ্যকীয় পরমাণুনিচয়ে পরিপূর্ণ, তাহাতে কোন পরমাণুর অপচয় সাধিত হইতেছে বা হয় নাই সুতরাং তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষণোপযোগী কোন পরমাণুর অভাব নাই। অভাব থাকিলে তাহাকে নীরোগ দেহ বলা যাইতে পারিত না। লোকদৃষ্ট নিয়মে যখন দেখা যায়, অভাবেরই আবশ্যক, তখন যেখানে অভাব নাই, সেখানে কোন আবশ্যকও নাই; অতএব নীরোগদেহে কোন পরমাণুর অভাব না থাকায় তাহাতে কোন পরমাণুর বা কোন পরমাণু স্বরূপ ঔষধ নিষ্প্রয়োজন দৃষ্ট হয়; মহাভারতের কোন স্থলে লিখিত আছে, "নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ" নীরোগদেহে ঔষধের আবশ্যকতা কি।

বিবেচনা করুন, যখন আমাদিগের উদরে খাদ্যের পরমাণুর অভাব হইয়া ক্ষুধারূপ পীড়ার উদ্রেক করে, তখনই অন্নরূপ ঔষধ সেই ক্ষুৎপীড়ার উপশমার্থ আবশ্যক করে, আমরাও তাহা দিয়া থাকি, পাকস্থলীও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন আমাদিগের উদর অন্নে পরিপূরিত থাকে, তখন তাহার উপর যদি আমরা পুনরায় অন্নাদি প্রদান করি, তাহাতে কি আমাদিগের পাকস্থলীর অপকার সাধিত হয় না? নিশ্চয়ই হইবে। কারণ যাহার যাহা অভাব নাই, তাহার তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে না; সুতরাং তখন

আমাদিগের পাকস্থলী বমন বিরেচনাদি ক্রিয়া দ্বারা স্বীয় অনাবশ্যকীয় পদার্থ সকল ত্যাগ করিতে থাকে। আর সেই সকল অনাবশ্যকীয় পদার্থ ত্যাগ প্রক্রিয়ায় তাঁহার স্বতঃই শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে সপ্রমাণীকৃত হইল, নীরোগদেহে বা যথায় পরমাণুর অভাব নাই, তথায় ঔষধ উপকারক না হইয়; বরং অপকার সাধন করে, তবে সুরায় নিহিত ঔষধ সুস্থদেহে কোন্ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ? বরং সুস্থদেহে সুরাপান স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবার কারণ, কেননা যাহাতে পরমাণুর বিপর্য্যয় সংঘটিত হয় নাই,—যাহাতে কোন পবমাণুর অভাব নাই, সেই নীরোগদেহে প্রচণ্ড পরমাণু পূরিত সুরা প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই দেহে যে যে পরমাণুর পূর্ণ আপূরণ আছে, তাহা বিশ্লিষ্ট করিতে থাকে, সেই দেহের স্বাভাবিক যান্ত্রিক ও স্নায়বীয় বল বা শক্তি হ্রাস করিতে থাকে। এইরূপ যান্ত্রিক ও স্নায়বীয় শক্তিহীনতা বা দৌর্ব্বল্য কি অকালে জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ নহে? সুরার তীক্ষ্ণ, রূক্ষ বিদাহীন গুণ সকল উগ্র হইতেও উগ্রতর। মানবদেহে ইহার উত্তেজনক্রিয়া অবসাদনে পতিত হইয়া, দীপশিখা যেরূপ বর্ত্তিকায় (শলিতা) প্রবিষ্ট হইয়া তদ্দেহস্থ স্বত্ব বা স্নেহ পদার্থ অর্থাৎ তৈল শোষণ করিতে থাকে, ইহাও তদ্রূপ দেহের বাহ্যাভ্যন্তরিক যন্ত্র ও স্নায়ু শক্তির অপচয় সাধন করিয়া থাকে। অতএব সুরার তুল্য মৃত্যুর পন্থা প্রশস্ত করিতে আর কোন্ বস্তু সুক্ষম?

ক্রমশঃ।

বিবেক চূড়ামণিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা
কিমুবেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ? কিমুমন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ? ৬১

বঙ্গানুবাদ। অজ্ঞানরূপ সর্পে যাহাকে দংশন করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান ঔষধ বিনা অন্য কোন উপায় নাই, বেদতন্ত্রাদিশাস্ত্র মন্ত্রৌষধে তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কিছুতেই অজ্ঞান নাশ হয় না। জীবের যে সংসার অজ্ঞানই তাহার মূল কারণ, অর্থাৎ অজ্ঞানই জীবকে ভবভ্রান্তিতে

প্রক্ষিপ্ত করিয়া ত্রিতাপপূর্ণ সংসারতরঙ্গে ভাসাইয়া রাখে; সেই অজ্ঞান নিবারণের বা সেই অজ্ঞানরূপ অহির বিষবীর্য্য প্রশমন করিতে ব্রহ্মজ্ঞানই মহৌষধ, বেদসিদ্ধ মন্ত্রাদি কোনটিই কার্য্যকারী নহে।

লোকপাবন পরমাত্মা মায়ামানবরূপধারী রামচন্দ্র অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরা-কাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে লক্ষ্মণকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছেন,—

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
অজ্ঞানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে
বিদ্যৈব তন্নাশ বিধৌ পটীয়সী।

অর্থাৎ। অজ্ঞান হইতেই এই সংসার উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানই সংসারের কারণ ও সংসার তাহার কার্য্য। সংসার নাশ করিতে হইলে তজ্জনিত অজ্ঞান বিনাশ আবশ্যক; একমাত্র বিদ্যা বা জ্ঞানই অজ্ঞান বিনাশের প্রশস্ত উপায়।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ
বিনা পরজ্ঞানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে ॥৬৪

বঙ্গানুবাদ। ঔষধ পান বিনা কেবল ঔষধের শব্দ শুনাইলে যেমন রোগ বিনাশ হয় না, তেমনই ব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত কেবল মুখে ব্রহ্ম শব্দ করিলে কি কাণে শুনিলে মুক্তি লাভ হয় না।

ব্যাখ্যা। শ্রুতিতে লিখিত আছে—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতে অনায়।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি হয়, মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বাতত্ত্বমাত্মনঃ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তি? রুক্তিমাত্র ফলৈর্নৃণাম্। ৬৫

বঙ্গানুবাদ। দৃশ্য বস্তুর বিলয় না করিয়া ও আত্মতত্ত্ব না জানিয়া কেবল বাহ্যশব্দে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিবে? কারণ বাহ্য শব্দে কেবল বক্তারই ফল হয়।

ব্যাখ্যা। দৃশ্য অর্থাৎ সংসার, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগ্য যাবতীয় দৃশ্য জাল মায়াকল্পিত জানিয়া তাহাদিগের নশ্বরত্ব বোধে আন্তরিক বিস্মৃতি সলিলে

তাহাদিগের বিলয় সাধন না করিয়া আর আত্মার তত্ত্ব না জানিয়া কেবল "মুক্তি" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায় ? বাহ্য শব্দ কেবল উক্তি মাত্রেতেই পরিসমাপ্তি হইতে দেখা যায়।

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিল ভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজাভবিতু মর্হতি ।।৬৬

বঙ্গানুবাদ। শত্রু সংহার না করিয়া, সর্ব্বভূমির আধিপত্য লাভ না করিয়া আমি রাজা এই শব্দ মুখে করিলেই সে যেমন রাজা হয় না, তেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়া মুখে ব্রহ্মশব্দ করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় না এবং মুক্তিলাভও হয় না।

ব্যাখ্যা। রাজ্যাধিকার না থাকিলে যেমন লোকে রাজা হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলেও তদ্রূপ লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না, রাজার যেরূপ বিপুল ভূম্যাধিকার ও দুর্জ্জয় অরিন্দম শক্তির আবশ্যক, ব্রহ্মজ্ঞানীরও তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান আবশ্যক। কেবল বাক্যে ভূমি শূন্য ব্যক্তি আমি রাজা, আর জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি আমি আত্মজ্ঞানী বলিলে তাহাতে কোন ফল দর্শে না, বরং লোকের নিকট তাহারা হাস্যাস্পদ হয়।

আপ্তোক্ত্যা খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং।
নিক্ষেপ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমনন ধ্যানাদিভির্লভ্যতে
মায়া কার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥৬৭

বঙ্গানুবাদ। আপ্ত ব্যক্তির বাক্য দ্বারা কোন স্থান খনন এবং তাহার উপরিভাগ হইতে প্রস্তরাদি উৎকর্ষণ করিলে তবে গুপ্তধনের সমুদ্ধার হয়; কিন্তু শব্দমাত্র দ্বারা বহি সমুদ্ধৃত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ, মনন ও ধ্যানাদি দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। দুষ্ট যুক্তি দ্বারা কখন সেই নির্ম্মলতত্ত্ব লাভ হয় না। দুষ্ট ব্যক্তির মতি কেবল মায়ামোহিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। যেমন গুপ্তধনোদ্ধার প্রকৃষ্ট যত্নসাপেক্ষ, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও আচার্য্যোপদেশ শ্রবণ এবং উহা হৃদয়ে ধারণ এবং অহর্নিশ চিন্তাদি বহুবিধ যত্নসাপেক্ষ; শুষ্ক কঠোর তর্ক বিতর্ক দ্বারা উহা লব্ধ হয় না; এই প্রকার তর্কপরায়ণ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে
স্বৈরেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥৬৮

বঙ্গানুবাদ। সেই কারণে সকল প্রকার যত্নের সহিত ভববন্ধন বিমুক্তির জন্য স্বয়ংই চেষ্টা করিবে। যেমন রোগনাশের জন্য পণ্ডিতেরা যত্ন করেন।

ব্যাখ্যা। দেহে রোগোৎপত্তি হইলে জ্ঞানীরা যেমন তন্নাশের জন্য চেষ্টা করেন, তদ্রূপ ভবরোগ বিমুক্তির জন্য সকলকারই স্বয়ং চেষ্টিত হওয়া উচিত।

যস্ত্বযাদ্যকৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ।৬৯

বঙ্গানুবাদ। আজ তুমি যে প্রশ্ন করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রসম্মত, সূত্রতুল্য নিগূঢ়ার্থ কেবল মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই ইহার মর্ম্ম জানিতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা। গুরু বলিতেছেন, হে শিষ্য! তুমি আজ আমাকে যে প্রশ্ন করিলে,তাহা শাস্ত্রসম্মত ও বরণীয়, ইহার প্রকৃত অর্থ মুক্তি ইচ্ছুকগণের জ্ঞাতব্য

শৃণুষ্যাবহিতো বিদ্বন্! যন্ময়া সমুদীর্য্যতে।
তদেবচ্ছ্রবনাৎ অতো ভববন্ধাদি মোক্ষসে ॥ ৭০

বঙ্গানুবাদ। হে জ্ঞানবন্! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণমাত্র ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন, হে জ্ঞানবান যে শ্বাশতব্রহ্মজ্ঞান লাভে জীব জন্ম জরামৃত্যু, আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি ত্রিতাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে, সেই উপনিষদসম্মত জ্ঞান আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি তাহা অবিচলিতচিত্তে শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে ;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। চৈত্র, সন ১২৯৬। ১২শ সংখ্যা।

সত্য।

সত্যের সহিতে ভ্রমে যে মন্দিরে
বসনা যাহার আনন্দ অন্তরে,
সত্য-সুখ সরে সাঁতারে সুখেতে
কোন্ ধর্ম্ম তার আবশ্যক করে ?

২

বিনা যোগক্রিয়া অষ্টাঙ্গের সনে,
বিনা বাজপেয় বিয়াগ বিলাসে,
বিনা তপ, জপ, হোম হুতাশনে,
সত্যপরায়ণ সিদ্ধ অনায়াসে

৩

শঠ ষড়েন্দ্রিয় দুর্জ্জয় তাড়না,
তাপিতে তার কি হৃদাগার পারে,
হেরি হুতাশন ফণী ত্যজে ফণা—
পলায় যেমতি কাতর অন্তরে !

৪

তেমতি রিপুরা হেরিলে তাহায়,
দূর হতে দ্রুত করে পলায়ন ;
দেখি হৃদে তার সত্যের শিখায়,
উজ্জ্বল প্রভায় স্তম্ভিত নয়ন।

৫

ঘোর দরিদ্রতা ভীষণ তাড়নে,
অভাবের ভীম কঠোর চমক ;
তার কাছে কভু ভ্রুভঙ্গ চালনে,
পারে কি হরিতে তাহার পুলক ?

৬

অভাবেও সুখী স্বভাবের গুণে,
সত্যের এমনি প্রশান্ত প্রভাব !
দৃঢ় হৃদ বাঁধা সদা শান্তি সনে,
অনশনে—মনে তবু ধীর ভাব।

৭

সত্যের সুদৃঢ় পাষাণ সোপানে,
দৃঢ়পদে যেই দাঁড়াইয়া রয়,
আপদে সম্পদে শ্মশানে গহনে,
চিত তার কভু চঞ্চল কি হয় ?

৮

টলিতে অটল পারেরে কখন,
ভূকম্পনে কিম্বা অশনি পতনে ;
কিন্তু বিচলিত সত্য-পরায়ণ—
কে কবে দেখেছ কহ কোন স্থানে ?

৯

তাহার বিশাল মানস-গগনে,
মায়া-মলা কিরে সঞ্চরিতে পায় ;
বিজ্ঞান-বহ্নি সত্যের শাসনে,
রহে যথা সদা—তথা কে দাঁড়ায় ?

১০

মানসে যাহার জ্ঞান-তৈল যোগে
সত্য-দীপ জ্বলে উজ্জ্বল শিখায় !
বিজনে বিজ্ঞানবহ্নি সংযোগে,
দিবানিশি হাসে পবিত্র প্রভায় ;

অজ্ঞান-তিমির তমোময় ভাব—
তার মন নভে, পশে কি কখন
প্রকাশিতে ঘোর আপন স্বভাব!
সে দীপছটায় থাকে কি তখন?

১২

শান্তির সদন ধরায় কোথায়,
সে ত সত্যবাদী অন্তরকন্দরে,
যথা বাহ্যেন্দ্রিয় পরাভব পায়,
অতীন্দ্রিয় সুখ অবিরত স্ফুরে।

১৩

ধর্ম্ম কর্ম্মে দেখ কর অন্বেষণ
যোগাসনে বসি যোগীর সকাশে,
কোথা শান্তি? সত্য শান্তি নিকেতন,
দেখ বিচারিয়া বেদবিৎ ভাষে।

১৪

সুন্দর শশির সুধাংশু সলিলে,
ভাসমান সতী প্রকৃতি যেমন,
সুখদা শান্তিদা সরস ভূতলে,
সত্যপরায়ণ হৃদয় তেমন।

১৫

জনম অবধি যাবত জীবন,
করম ভূমিতে ভ্রমণ করিতে—
সত্য পদাশ্রয় যে করে গ্রহণ,
তারে কি ত্রিতাপ পারে গো তাপিতে?

১৬

করমের ভোগ রোগোদয় যাহে,
আসে যায় জীব আকর্ষণে যার,
সত্যপরায়ণ কবে বদ্ধ তাহে?
জন্ম জরা মৃত্যু সহি অনিবার?

১৭

যে কাল হরিষে প্রবল প্রতাপে
ত্রিতাপে তাপিছে লোক চরাচর
যাহার ভ্রূক্ষেপে গ্রহগণ কাঁপে,
তারেও করে না সত্যপ্রিয় ডর।

১৮

কোথায় চৈতন্য স্বরগ কোথায়,
পারিজাত যুত নন্দন কানন;

কোথায় বৈকুণ্ঠ সত্ত্বভাবময়,
কোথা চন্দ্রলোক আলোককারণ।

১৯

কোথায় কৈলাস বিলাস সদনে,
শক্তি শিব সেবে সমাধি যথায়
কোথা বৃন্দাবন যথা নিধুবনে,
রাধিকার বাসে রসিক বিকায়।

২০

সব সত্যাস্বাদী অন্তর আগারে
আলোক সামান্য পুলক সহিতে,
ঝরে যথা সদা অবিরামধারে,
সুবিমল শান্তি সাধু সন্তোষিতে।

২১

সত্য জ্ঞানানন্ত ব্রহ্মের উপাধি,
বলিয়া বেদেতে প্রকাশে সতত;
সত্যমাত্রে সত্ত্বা যাঁহার অবধি,
সৎ সত্ত্বে যিনি চির প্রকাশিত।

২২

হেন সত্যপদ নির্ব্বাণ কারণ,
ত্যজি যেই জন অসত্যে আদরে,
কোথায় অশনি! ঘোররাব সনে,
পড়ুক অচিরে তার শিরোপরে।

শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্র।

শাস ধাতু হইতে "শাস্ত্র" এই বাক্যটি আমরা প্রাপ্ত হই। শাস শব্দের অর্থ শাসন; যাহা আমাদের মনকে, সমাজকে সুশাসনে রক্ষা করে, সুনীতি শিক্ষা দান করে, বিধি নিষেধের আজ্ঞা প্রদান করে, পরিণামকণ্টকময় দুর্নীতির আপাত মধুরবর্ত্ম হইতে যাহা আমাদিগকে দূরে রক্ষা করে, তাহাই শাস্ত্র নামে অভিহিত।

শাস্ত্র ঋষিদিগের রচিত, নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের মর্ম্মানুধাবন করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, আর্য্যবৈজ্ঞানিক ঋষিগণ কেবল আমাদিগের সুখ

মানসিক উৎকর্ষ ও শান্তির জন্যই কল্পতরুর স্বরূপ বিজ্ঞানবিচারপ্রসূত শুভদ শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয়, যাহাতে জীব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ও শান্তিলাভ করিতে পারে, তাহাদিগের প্রাপ্তির বিশদ উপায় আমরা একমাত্র শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হই। আমরা যদি শাস্ত্রনীতি অনুসরণ করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে হিতাহিত বিবেচনার বিরুদ্ধে গমন করিতেছি, এরূপ কথন বোধ করিতে পারি না। কেননা আমাদের শাস্ত্র এরূপ ভাবে রচিত যে, তাহার অনুশাসন রক্ষা করা আর মানবের সুনীতির অনুসবণ করা একই কথা; কারণ আমাদের শাস্ত্র সুনীতির ভাণ্ডার, শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইলে আমাদিগকে সুনীতির অনুসরণ করিতে হয়; সুনীতির অনুসরণ করিলেই মানসিক সাধুবৃত্তির সেবা বা উদ্বোধন করা হইল, চিত্তের সাধুবৃত্তির উদ্বোধন, সেবা বা স্মরণই চিত্তের প্রসন্নতা সাধনের উপায়; যাহাতে শান্তি অজস্রধারে আমাদিগের হৃদয়কন্দরে প্রবাহিত হইতে থাকে।

শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত সুনীতি শিক্ষাপ্রদ স্বভাবে শাস্ত্র যে আমাদের নিত্য পঠনীয় গ্রন্থ, স্বভাবসংশোধক, মানসিক উৎকর্ষবিধায়ক ও সুখশান্তির অবারিত উৎস, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। অজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তিরা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে যে সকল কর্ম্মের উপকারিতা ও অপকারিতা, বৈধভাব ও অবৈধভাব দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও নির্ণয় করিতে পারে না, শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাতে আমরা বুঝিতে পারি যেন নীতিবিশারদ গুরুর ন্যায় শাস্ত্র আমাদিগকে তাহার শিক্ষা দেন। অপরে যে যাহা বলুক না কেন, বিবেকীমাত্রেই বলিয়া থাকেন, শাস্ত্রই আমাদিগের চিত্তোৎকর্ষসাধক ও সুখশান্তির একমাত্র বিধায়ক।

আমাদিগের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও শাস্ত্রানুসরণ ইহজগতে ও পরলোকে যেরূপ ফলপ্রদ, আমাদিগের যথেচ্ছাচারিতা যে তদ্রূপ নহে, তাহা আমরা ক্ষণকালচিন্তায় স্পষ্টই বুঝিতে পারি। কেননা যখন আমরা শাস্ত্রের মতে কোন কার্য্য করিতে থাকি, তখন আমাদের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন অন্তর যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে থাকে, চিত্তের সাংসারিক চিন্তার গুরুভার অপনোদিত হইয়া চিত্ত কেমন এক লঘু অথচ পূতভাবে অনুভূত হইতে থাকে, ইহা কি শাস্ত্রানুসরণে যে পুণ্য প্রসব

করে, তাহার প্রমাণ নহে? ইহা চিন্তাশীল শাস্ত্রানুগামীর অনুমানসিদ্ধ অনুভব; বাক্যে বা উদাহরণে ইহার প্রমাণ স্থাপন করা অতি দুরূহ, শাস্ত্রবিশ্বাসীরা ইহা স্বতঃ অনুভব করেন।

ইহা ত গেল ঐহিকের কথা, এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুশাসন জীবদ্দশাতেই জীবকে পারলৌকিক সুকৃতি আশায় এরূপ পুলক প্রদানে সক্ষম যে, জীব তাহাতে নর হইয়াও ব্রহ্মলোকপুলক অনুভব করিতে পারে; কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক হইয়াও সম্রাটসুখ অনুভব করিতে পারে; বৃক্ষতলে, অনাবরণে, নিদাঘ সূর্য্যের প্রখর কিরণে, শীতের দুঃসহ শৈত্যে দৃক্‌পাত না করিয়া স্মিতবদনে জীব কষ্টেও সুখানুভবে কালযাপন করিতে সক্ষম হয়। শোক, তাপ, দরিদ্রতা, মনোভঙ্গজনিত উৎকণ্ঠা, ক্লেশ কিছুই প্রকৃত শাস্ত্রানুগামীর নিকট দুঃখপ্রদ নহে।

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, শাস্ত্র কল্পতরুর স্বরূপ, এক্ষণে কল্পতরু ও আমাদিগের শাস্ত্রের কিরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা দেখা যাউক। কল্পপাদপ যেমন সর্ব্ববস্তু প্রদানে সক্ষম, আমাদিগের শাস্ত্রও তদ্রূপ, কেননা আমাদিগের শাস্ত্র ধর্ম্ম, অর্থ,কাম মোক্ষাদির সঙ্গে নিত্যানিত্য যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তির উপায় যখন প্রদান করিতে পারে, তখন আমাদিগের শাস্ত্রের কল্পপাদপ সঙ্গে তুলনা যে অযৌক্তিক, তাহা কে বলিবে? আমরা যদি অপরাপর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনঃসংযোগে আমাদিগের সনাতন শাস্ত্রের বিষয় ভাবিয়া দেখি—শাস্ত্রকথিত মহাবাক্য সমূহের তাৎপর্য্যার্থ অনুধাবন করি—শাস্ত্রনিহিত নীতিরত্ন নিচয়ের প্রভা সন্দর্শন করি, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের নীতিরত্নপূরিত শাস্ত্রই আমাদিগের ভোগমোক্ষের পথপ্রদর্শক, আমাদিগের শাস্ত্র আমাদিগের পক্ষে পিতার ন্যায় হিতকারী, মাতার ন্যায় স্নেহময়ী, বন্ধুর ন্যায় অসময়ে সুমন্ত্রণা ও সান্ত্বনাদায়ক এবং বিজ্ঞ ভিষকের ন্যায় আমাদিগের মানসব্যাধির উপশমকর্ত্তা।

কেননা যখন আমরা কোন সুখভোগ আকিঞ্চনে বিচলিত হইয়া উঠি, তখন শাস্ত্রই আমাদিগকে সেই ভোগ্য বিষয়ে এমন একটি সীমা দেখাইয়া দিতে পারে যে, আমরা তাহার প্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত অবাধে ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদিগকে কোন দুঃখ সহ করিতে হয় না।

যখন আমরা কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করি, তখন শাস্ত্র অনুবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা কার্য্য করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রায়ই দেখা যায়, তাহাতে

আমাদের মঙ্গল বই কখন অমঙ্গল ঘটে না। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, আদান, প্রদান, ত্যাগ, গ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ও ইন্দ্রিয় ব্যাপার উপরে শাস্ত্রানুশাসন আছে; মানব যদি সেই সকল অনুশাসন অনুগমনে মানস ইন্দ্রিয় ও দৈহিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কখনই যে তাহাকে মর্ম্মাহত রোগগ্রস্ত, ক্ষোভিত ও পতিত হইতে হয় না; ইহা পূর্ব্বতন ঋষিগণের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন চিন্তা করিয়া কে অস্বীকার করিবে? অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ভোগ বা বিষয়ভোগেও আমরা শাস্ত্রের নিকট উপদেশ পাইতে পারি, মোক্ষের ত কথাই নাই।

লোকদৃষ্ট রাজশাসন যেমন সমাজকে ও অগণ্য প্রজামণ্ডলীকে বিশৃঙ্খল হইতে না দিয়া সুনিয়মে রক্ষা করে, তদ্রূপ শাস্ত্রও আমাদিগের মানসিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, কায়িক, বাচিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায় বাধা দিয়া আমাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করে।

যষ্টি যেমন অন্ধের হস্তে থাকিয়া অন্ধকে নিরাপদে গতিশক্তি প্রদান করিতে সক্ষম হয়, আমাদিগের শাস্ত্রও তদ্রূপ জ্ঞানান্ধ জীবকে ইহ ও পর জগতে নিরাপদে গতিশক্তি দিয়া থাকে; এক্ষণে কে বলিবে শাস্ত্র বান্ধবের ন্যায় আমাদিগের মহান্ হিতসাধন করে না? সুখশান্তিতে রক্ষা করিতে শাস্ত্রই আমাদিগের একমাত্র বস্তু বা সহায়, একথা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তিনি যে অন্যতোক্তি করিতেছেন বা শাস্ত্রের পোষকতায় পক্ষপাত করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রদ্রষ্টারা যে কখন বলিবেন এরূপ বোধ হয় না।

ক্রমশঃ।

আর্য্যবীর—হরপাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কুরঙ্গনয়না সুজনসঙ্গিনী সুষমা আত্মপরিচয় বর্ণন সমাপ্ত করিলে মুহূর্ত্ত বিগত হইতে না হইতে তাহার অর্দ্ধমুক্ত গৃহদ্বার ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। তখন তিনি দ্বারদেশে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, একজন বর্ষীয়ান্ ধীরগম্ভীর ও অনুসন্ধিৎসু নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান।

সুজনসিংহও সেই সময়ে দ্বারদেশে দৃষ্টিক্ষেপমাত্র দেখিলেন, গৃহাভ্যন্তরে

প্রবেশোন্মুখ ব্যক্তি অপর কেহই নহে, তিনি পান্থশালায় আগত পর্য্যটক বৃদ্ধ উদ্ধবমল।

সুজনসিংহ এই সার্দ্ধৈকপ্রহর বিগত রজনীতে উদ্ধবমলকে স্বীয় সঙ্গিনী কামিনীর কক্ষে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অনধিকারপ্রবেশবোধে একবার রোষ-কষায়িত লোচনে উদ্ধবমলের দিকে চাহিলেন; কিন্তু বর্ষীয়ান্ বণিকের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে নেত্রপাত হইবামাত্র তাঁহার স্ফুরিত ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া গেল—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার অন্তরে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল; তখন তিনি সবিস্ময়ে উদ্ধবমলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি এগৃহে কেন? এ সার্দ্ধৈক প্রহর বিগত রজনীতে অপরিচিতের—অপরের শয়নকক্ষে প্রবেশ কি ন্যায়সঙ্গত?"

বর্ষীয়ান্ বণিক উদ্ধবমল অনিমিক্ নয়নে সুষমার দিকে চাহিয়াছিলেন—নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেছিলেন; সুতরাং সুজনসিংহ তাঁহার নিকট হইতে তাহার বাক্যের কোন উত্তর পাইলেন না। তখন সুজনসিংহ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রশ্ন করিতে উদ্ধবমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উদ্ধবমল সুষমার দিকে চাহিয়া যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন; কিন্তু সুজনসিংহের নেত্র উদ্ধবের উপরে পতিত হইবামাত্র তাঁহার বোধ হইল উদ্ধব যেন চকিতভাবে সুষমার উপর হইতে নয়ন ফিরাইয়া সুজনসিংহের উপর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "সার্দ্ধৈক প্রহর বিগত রজনীতে যখন একজন যুবার একজন অনূঢ়া কামিনীর নিকট অবস্থান করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তখন একজন বর্ষীয়ান্ অপরিচিতের প্রবেশ ন্যায়সঙ্গত না হইবার সম্ভাবনা।

উদ্ধবমলের ধীরগম্ভীর সহাস্য আস্যে উচ্চারিত এই তীব্র অথচ মধুর শ্লেষপূর্ণ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া সুজন ও সুষমা উভয়ে বিস্মিত হইলেন। তাহাদের বিস্মিতভাব চতুর বর্ষীয়ান্ উদ্ধবমলের অলক্ষিত ও অজানিত রহিল না, তিনি যুগপৎ সুষমা ও সুজনসিংহের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের বিস্ময় নিবারণের জন্য কহিলেন, "আমার কথায় তোমরা বিস্মিত হইয়াছ, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই—তোমরা আমাকে না জানিতে পার, অভিজ্ঞতা বলে তোমাদিগের সম্বন্ধে তোমাদিগের জ্ঞানাতীত জ্ঞান বোধ হয় আমার আছে।" এই বলিয়া সুষমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আবার কহিলেন, "এই মাত্র যে এই বালিকাকে অনূঢ়া বলিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ইহার সীমন্তে সিন্দুর না দেখিয়াই বলিয়াছি।" এই বাক্যের পর তিনি সুজন

সিংহের দিকে চাহিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবক! সার্দ্ধৈক প্রহর বিগত রজনীতে সহসা অপরিচিত আমাকে অপরের কক্ষে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে পার, রুষ্টও হইতে পার, কিন্তু পরে আমার উদ্দেশ্য জানিলে বোধ হয় এ রোষ আর প্রশ্রয় পাইবে না। তোমরা বোধ হয় মাথুরা হইতে আসিয়াছ" এই বলিয়া উদ্ধবমল তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুজনসিংহ উদ্ধবমলের চতুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ও বহুদর্শীতায় মনোভাব গোপন রাখা অসম্ভব বুঝিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমরা মাথুরা হইতেই আসিতেছি।"

উদ্ধবমল হাসিয়া কহিলেন, "তাহা আমি জানি।"

সুজন কহিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন?"

উদ্ধব উত্তর করিলেন, "সে কথার সময় এক্ষণে নহে, এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা শুন। যুবক! এক্ষণে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, এক্ষণে আমি বলিতেও পারিব না; কোন কারণ বিশেষে আর তোমার ঔদার্য্যগুণে আমার মানস তোমাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, সেইজন্যই অসময়ে ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমাকে এ গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলে। দেখ যুবক! মানবে মনে করে, আপদ্ হইতে দূরে গমন করিলে আপদ্ তাহাদিগকে ত্যাগ করে তাহা নহে; গ্রহকষ্টে উৎপন্ন আপদ্ বিপন্নের অনুসরণ করিতে জানে, গ্রহশান্তি না হইলে তাহার নিবারণের উপায় আর নাই। আমি যে তোমাদিগকে এই কথা বলিলাম, আমি এ স্থানে বর্ত্তমান থাকিলে ইহা তোমাদিগকে শুনিতে হইত না; কিন্তু কোন কার্য্যবিশেষে আমাকে এখনি এ পান্থনিবাস ত্যাগ করিতে হইবে, সেইজন্যই তোমাদিগকে পূর্ব্বকথিত উপদেশ দান করিলাম। আর দেখ, মহাজনের বাক্য 'বিপদে ধৈর্য্য' 'নিষ্পাপীর তাপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে, ঈশ্বরই তাহার তাপ শান্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন;' এই বাক্য স্মরণ রাখিয়া সংসারপথে বিচরণ করিও, সঙ্কটে পড়িলেও ভগ্নোদ্যম হইও না, ঈশ্বরকৃপায় সম্মুখেই সঙ্কট উদ্ধারোপায় দেখিতে পাইবে। আমি এক্ষণে চলিলাম।" এই বলিয়া বর্ষীয়ান্ উদ্ধবমল সেই গৃহের উত্তর পশ্চিম কোণে গমন করিয়া গৃহতল পদদ্বারা স্পর্শ করিলেন। উদ্ধবের পদস্পর্শ ও নিপীড়নমাত্রেই সেই স্থানের চতুষ্কোণাকৃতি একখানি বৃহৎ প্রস্তর সহসা আপনা আপনি উত্থিত হইল। তখন উদ্ধব সুজনসিংহকে গৃহস্থিত দীপ তথায় আনিতে কহিলেন, আদেশমাত্র সুজনসিংহ দীপ লইয়া গিয়া সেই উত্থিত

প্রস্তরনিম্নে দেখেন, বিস্তৃত সোপানাবলী রহিয়াছে। উদ্ধবমল সেই সোপানাবলী দিয়া অবতরণ করিতে করিতে "আমি এক্ষণে চলিলাম, আমি এস্থান হইতে প্রস্থান না করিলে সাহান উল্লা অন্য জৈন পুরোহিত পাইবে না, মধুজীরও কল্য অদীক্ষিত অবস্থায় জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে, এখানে আর আমার এক পলও অপেক্ষা করা উচিত নহে, যুবক প্রস্তর স্পর্শ কর" এই বলিয়া বর্ষীয়ান্ উদ্ধবমল সুজন ও সুষমার বিস্মিত নয়ন হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উদ্ধবমল অদৃশ্য হইয়া যাইবার পর বহুক্ষণ সুজনসিংহ ও সুসমা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় উদাস নয়নে স্থির হইয়া রহিলেন; উভয়েই নির্ব্বাক চিন্তায় উদ্ধবের কৌতুহলজনক বিস্ময়কর আচরণ ও বাক্য নীরবে ভাবিতে লাগিলেন; তাহাদিগের অন্তরে অকস্মাৎ আগন্তুক উদ্ধবমলের চরিত্রচিন্তায় এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় উদিত হইল। কতক্ষণ পরে সুজনসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "আমি ইহাকে পান্থশালার সাধারণ বিশ্রামকক্ষে দেখিয়াছিলাম, পান্থশালার অধিস্বামীর মুখে শুনিলাম, ইনি একজন পর্য্যটক বণিক, কিন্তু এক্ষণে ইহার আচার ব্যবহার দেখিয়া ইহাকে সাধারণ বণিক বলিয়া বোধ হয় না; উদ্ধবমল একজন অসাধারণ বণিক।"

এই বলিয়া সুজনসিংহ নীরব হইলে সুষমা কহিল, "মহাশয়, আপনি যাহাকে উদ্ধবমল বলিতেছেন, তাহার কথায় আমার বোধ হইতেছে, যে আমাদিগের মাধুরা হইতে পলায়ন তাহার অগোচর নহে; আমি ত এ বৃদ্ধকে কখন দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম; যাহাহউক বৃদ্ধের আচরণ অতি বিস্ময়কর।"

সুজনসঙ্গিনী সুষমা এই বলিয়া উদ্ধবমল কে? কেনই বা তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল, নীরবে সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এইরূপে চিন্তানিমগ্ন অবস্থায় তাহারা সহসা পান্থশালার দ্বার বহির্দ্দেশে অশ্বপদ শব্দের অব্যবহিত কাল পরেই তৎসঙ্গে পান্থশালার প্রবেশদ্বারে করাঘাতের ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

গভীর নিশিথে অশ্বারোহীর আগমন ও তৎসঙ্গে পান্থনিবাসের প্রবেশ দ্বারে ভীষণ করাঘাতে শঙ্কিত হৃদয়ে ব্যাপার কি শ্রবণ করিতে সুষমা গৃহস্থিত এক গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া স্থিরভাবে তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন।

সুষমাকে শশব্যস্তে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া পান্থনিবাসের

দ্বারদেশের ব্যাপার কি জানিতে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সুজনসিংহও তৎপার্শ্ববর্ত্তী হইতে বিলম্ব করিলেন না।

পাঠকদিগের সহজবোধের অনুরোধে আমাদিগের এস্থলে সুষমার গৃহের অবস্থিতির পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রদান করা আবশ্যক, সেইজন্য অগ্রে আমরা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুরঞ্জন পান্থনিবাস, কৈবল্যপুরতোরণমধ্যগামী বৃহৎ রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত; সুতরাং পান্থনিবাসের সম্মুখভাগ ও প্রবেশদ্বার রাজপথের উপরেই বিশালায়তনে শোভিত হইতেছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুরঞ্জন পান্থশালা একটি বৃহৎ প্রাসাদ, ইহার বিস্তৃতি প্রায় এক বিঘা পরিমিত স্থান; এই প্রাসাদ দেবগিরির পূর্ব্বতন মহারাজ মৃত রামদেবের নির্ম্মিত, তাহার অধিকার কালে ইহা রাজকোষাগার ছিল, যবনশাসনে এম্‌রাত খাঁ বাৎসরিক পঞ্চশত সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্তেই ভাওরাজিকে আজীবন ইহার অধিকার সনন্দ দিয়াছেন। ইহাতে প্রায় উচ্চ ও নিম্নতলে অনূন পঞ্চাশৎ সুবিস্তৃত গৃহ ও তৎসঙ্গে দালান বর্ত্তমান, প্রাসাদের মধ্যে অতি বিস্তৃত এক প্রাঙ্গন, এতদ্ব্যতীত প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে একটি কালবশে ধ্বংসাবশিষ্ট উপবন দৃষ্ট হয়। যে কক্ষে সুষমা অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই কক্ষটি পান্থনিবাসের এই ভাগে অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রান্তে অবস্থিত। সেই কক্ষের গবাক্ষ যাহাতে এক্ষণে সুজন ও সুষমা দণ্ডায়-মান, তাহা পুরঞ্জন প্রাসাদের শেষ সীমার পার্শ্বভিত্তিতে সংলগ্ন ছিল, সুতরাং সেই গবাক্ষ প্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী। এক্ষণে পাঠক, পুরঞ্জন প্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাকার সংলগ্ন গবাক্ষ যে রাজপথ হইতে বহুদূরবর্ত্তী, তাহা বোধ হয় আর আপনাদিগকে বলিতে হইবে না।

সুষমা ও সুজনসিংহ যদিও সেই গবাক্ষে থাকিয়া গভীর নিশার গম্ভীর নিস্তব্ধতায় পান্থনিবাসের বহির্দ্দেশের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজপথ হইতে তাহাদিগের অবস্থানস্থানের দূরত্ব প্রযুক্ত পান্থনিবাসের দ্বারদেশে আগন্তুক কথোপকথনকারীর কেহই তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল না।

সুষমা ও সুজনসিংহ গবাক্ষ নিকটস্থ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, পান্থ-নিবাসের দ্বারদেশে কোন ব্যক্তি অপর কাহাকে কহিল, "কে এত রাত্রে দ্বারে, করাঘাত করে!" বক্তার পরিচিত স্বরে সুজনসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, বক্তা ভাওরাজি ভিন্ন অপর কেহই নহে এবং উচ্চারিত বাক্যের শব্দানুসারে

ভাওরাজি যে তাহার দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষ হইতে কথা কহিল, তাহাও তাহার বোধের অগম্য রহিল না।

এই সময় আবার পান্থশালার প্রবেশদ্বারে ভীষণ করাঘাত ও তৎসহ দ্বার খুলিয়া দাও" এই বাক্যটি তাহাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল।

পরে তাহারা শ্রবণ করিলেন, ভাওরাজি কহিল, "কে এত রাত্রে দ্বারে বার বার করাঘাত করে খুড়া দেখ ত ?"

পাঠক! ভাওরাজির দূরসম্পর্কীয় দাশরথি নামক একটি বৃদ্ধ খুল্লতাত ছিল, দাশরথির বয়ঃক্রম প্রায় দ্বিসপ্ততি অতীত। যে বার্দ্ধক্যে মানবের ইন্দ্রিয় শক্তি হ্রাস করে, সেই বার্দ্ধক্যে দাশরথি দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণ ইন্দ্রিয়দ্বয়ের যে কথঞ্চিৎ শক্তি হারাইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। কেহ কেহ বলে দাশরথি বধির, তিনি কিছুই শুনিতে পান না; প্রকৃত তাহা নহে, তবে কি না তাহার শ্রুতিশক্তি তাহার মস্তিষ্কের এত অন্তর্গত যে উচ্চ চীৎকার ব্যতীত তাহার উদ্বোধন হয় না। দাশরথি বয়সদোষে এক্ষণে অকর্ম্মণ্য, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনে অশক্ত, তাই তাহাকে ভাওরাজির অনুগ্রহে জীবন যাপন করিতে হয়; তিনি পান্থনিবাসেই অবস্থান করেন, পান্থনিবাসের প্রবেশদ্বার উপরিস্থ গৃহই তাহার শয়নাগার। এই দাশরথিকেই ভাওরাজি খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া দ্বারস্থ করাঘাত শব্দের সংবাদ লইতে কহিলেন।

সুষমা ও সুজনসিংহ পূর্ব্ববৎ গবাক্ষ পার্শ্বে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শুনিলেন, আবার বহির্দ্দেশের দ্বারে ভীষণ করাঘাত শব্দ ও পূর্ব্ববৎ ভাওরাজির উচ্চ চীৎকার হইতেছে।

ক্ষণপরে "দেখি দেখি, আঃ কি গ্রহ, কে এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা মারে, বলি কেহে বাপু তোমরা" অন্য এক অপরিচিত স্বরের এই কয়টি কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।

সুজনসিংহ অনুমানে বুঝিতে পারিলেন, এ অপরিচিত স্বরের বক্তা অপর কেহ নহে, এ স্বর ভাওরাজির আদিষ্ট খুড়া দাশরথির উচ্চারিত।

পাঠক! সুজনসিংহের অনুমান মিথ্যা নহে, ভাওরাজির খুল্লতাত দাশরথিই পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির বক্তা, ওই দেখ ভাওরাজির উচ্চ চীৎকারে দাশরথির কর্ণপটহ শব্দিত হইয়াছে, তাই তিনি জাগরিত হইয়া এক্ষণে পান্থনিবাসের প্রবেশদ্বার উর্দ্ধস্থ স্বীয় শয়নকক্ষ গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বহির্দ্দেশস্থ আগন্তুকদিগের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত।

এই সময়ে সুষমা ও সুজনসিংহ নিম্নলিখিত কথোপকথনগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন।

দাশরথির কথার প্রত্যুত্তরে আগন্তুক ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজন কহিল, "মাথুরার রাজমন্ত্রীর স্ত্রী এইস্থানে আছে, দ্বার খোল, আমরা তাহাকে লইতে আসিয়াছি, তিনি পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন।"

দাশরথি উত্তর করিল, "তোমরা ত বড় বেয়াক্কেল লোক দেখ্‌ছি, এটা কি রাজমিস্ত্রীর আড্ডা যে রাতদুপুরে দরজা ঠেঙ্গিয়ে এখানে রাজমিস্ত্রী নিতে এয়েছ! যাও যাও যাও, জ্বালাতন করো না।

রাজপথস্থ আগন্তুক মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল, "আমরা বল্লুম কি, তুমি শুন্‌লে কি? রাজমিস্ত্রী নয়, রাজমন্ত্রীর স্ত্রী।"

দাশরথি উত্তর করিল, "আঃ কি গ্রহ গা, কোথা হতে ছুটো হতভাগা লোক এসে জ্বালাতন ক'চ্ছে, একবার বলে রাজমিস্ত্রী, আবার বলে রাজমিস্ত্রীর স্ত্রী, ওগো এটা পান্থশালা, এখানে রাজমিস্ত্রী কি রাজমিস্ত্রীর স্ত্রী কেউ থাকে না।"

রাজপথ হইতে আবার উত্তর হইল, "আমার মুখে শুন্‌লে কি আর ব'ল্‌ছ কি?"

দাশরথি সক্রোধে নিজ শয়নকক্ষ গবাক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি মুখ সামলে কথা বল্‌ব, এত বড় কথা আমাকে?"

রাজপথস্থ আগন্তুক বক্তা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "মুখ সাম্‌লাবার কথা আবার কে বল্লে?——"

দাশরথি কহিল, "এই তুমি বল্লে, বলে আবার মাননা।"

রাজপথ হইতে পুনরোত্তর হইল, "তুমি কর্ণে বোধ হয় কম শুন।"

দাশরথি প্রত্যুত্তরে কহিল, "কি গ্রহ গা; এত রাত্রে ঘুমভাঙ্গিয়ে বলে কিনা কর্ণবধ শুন, যাও যাও, আর কর্ণবধ শুনাতে হবেনা, কর্ণবধ আমি অনেকবার শুনেছি।"

রাজপথ হইতে পুনশ্চ কথিত হইল, "কি গুণবানের সঙ্গেই কথা কচ্ছি?"

দাশরথি। "কি বল্লে, আমি হনুমান?"

রাজপথস্থ বক্তা উত্তর করিল, "আরে তা নয় তা নয়।"

দাশরথি কহিল, "এই আমাকে হনুমান ব'লে এখন তা—না—না—না রে উড়িয়ে দিচ্ছ।"

রাজপথস্থ আগন্তুক বক্তা উচ্চহাস্য করিয়া আবার কহিল, "বুঝেছি, তুমি ভারি কালা।"

দাশরথি কহিল, "আবার আমায় ভেড়িওয়ালা বলছ।"

রাজপথস্থ বক্তা আবার কহিল, "আর কথায় কায নাই, দরজা খোল।"

দাশরথি উত্তর করিল, "দরজা খুলব বৈ কি! তোমরা যে রকম নাজ্জন কথা কচ্ছ, তোমরা লোক ভাল নয়, আবার তার উপর আমায় গালাগাল? যাও যাও এখানে গোল কর না; এখনি কোতোয়ালির লোক ডেকে ধরিয়ে দেবো জান?"

রাজপথ হইতে অপর এক স্বরে, সাহঙ্কারে কথিত হইল, "আমি বল্‌ছি, শীঘ্র দরজা খুলে দাও, আমি কাহার লোক, কে, তাহা জান?—এখনি দরজা খোল?"

দাশরথি হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "ওঃ! বেটার রোক দেখ, উনি কাহার লোক, ওঁর কথায় আমি দরজা খুলব! যাও যাও এ পান্থশালা, এ কাহার বেহারা থাকবার যায়গা নয়।"

রাজপথস্থ দ্বিতীয় বক্তা কহিল, "আমি কাহার বেহারা নয়, আমি কোন্ ব্যক্তির লোক তা তুমি জান—তাই বল্‌ছি।"

দাশরথি কহিল, নয় ত নয়, যাও বাবু আর জালিও না।"

দ্বিতীয় বক্তা কহিল, "আমাদের এ পান্থশালায় বিশেষ দরকার আছে, দরজা খুলে দাও।"

দাশরথি কহিল, রাতদুপুরে পান্থশালার দরজা খোল্‌বার হুকুম নাই।"

বহির্দ্দেশস্থ দ্বিতীয় বক্তা প্রশ্ন করিল, "কাহার হুকুম নাই।"

দাশরথি প্রত্যুত্তরে কহিল, "পান্থশালার কর্ত্তার।"

রাজপথস্থ দ্বিতীয় বক্তা পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা পান্থশালার কর্ত্তাকে বল যে, আমরা মাথুরা থেকে আসছি, আমাদের দরজা খুলে দিতে হবে, পান্থশালায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

দাশরথি প্রত্যুত্তরে কহিল, "রাত দুপুরের পর আর দরজা খোলবার হুকুম নাই, তা তোমরা মথুরা থেকেই এস আর গয়া থেকেই এস, কর্ত্তাকে বলে কি হবে।"

দ্বিতীয় বক্তা কহিল, "মথুরা নয় মথুরা নয়, মাথুরা।"

দাশরথি কহিল, "হাঁ হাঁ, শুনেছি, তিন বার কি আর বলতে হয়, বুঝেছি

ল, "এই স্থানেই আমার প্রয়োজন, পান্থশালার
আর দেরি সয় না।"

"কি বল্‌ব ?"

ল. "তুমি মাথুরেশ মকরকেতন আছেন শুনেছ ?"

, "হাঁ হাঁ জানি জানি, শুনব কি দেখেছি, মথুরায় অনেক
র হয়েছে কি ?"

কহিল, "তা নয় তা নয়, মাথুরার রাজা মকরকেতন সিংহের
ানেছ কি ? আমি তাঁর অমাত্য, নাম ভাণ্ড বল্লাজি। তোমাদের
আমার এখানে বিশেষ প্রয়োজন আছে, দরজা খুলে দিতে হবে।"

রথি উচ্চৈস্বরে স্বীয় শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়া কহিল, "ও ভাওরাজি
ঠ রাতদুপুরে কোথা থেকে দুটো লোক এসে বকিয়ে বকিয়ে আমার
ঘুম বাটিয়ে দিলে, কত তর বেতর কথাই ক'চ্ছে, এর একজন মথুরার
সিংজির বৈমাত্র ভাই, তার নাম মল্লাজি; সে না ছোড় বান্দা, বলে
াদের কর্ত্তাকে বলে আমাদের দরজা খুলে দাও, এখন যা হয় কর, রাত
ুরে কি গ্রহ গা, ও ভাওরা উঠলে! উঠ উঠ উঠ—আমি ত আর এদের
ঙ্গ ব'কতে পারিনে।"

ভাওরাজি উত্তর করিল, "কি হয়েছে ?"

দাশরথি কহিল, "দেখনা কি হয়েছে!"

ভাওরাজি কহিল, "কে গা আপনারা! কোথা থেকে আসছেন ?"

রাজপথস্থ দ্বিতীয় আগন্তুক উত্তর করিল, "আপনিই কি এই পান্থনিবাসের
ধিস্বামী ?"

প্রত্যুত্তরে ভাওরাজি কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, কোথা থেকে আসছেন ?"

দ্বিতীয় বক্তা উত্তর করিল, "আমরা মাথুরা হইতে আসিতেছি, মহারাজ
করকেতনসিংহের নাম শুনা আছে কি ?"

ভাওরাজি কহিল, "আছে।"

দ্বিতীয় বক্তা কহিল, "আমি তাঁহারই প্রধান মন্ত্রী, আমার নাম বল্লাজি-
আর আমার সঙ্গি রাওমল ইনি আমার কুটুম্ব, একবার পান্থশালার দ্বার
র—এখানে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন

… আর স্থান নাই, আপনারা অন্যত্র স্থান দেখুন।

বল্লাজিভাও কহিল, "আমরা এখানে অবস্থান করি… সহধর্ম্মিণী এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, সংবাদ পাই… আছে, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।"

ভাওরাজি কহিল, "আপনার নিকট স্থানীয় শাসনকর্ত্তা… ওয়ানা আছে?"

বল্লাজি কহিল, না তা নাই।"

ভাওরাজি কহিল, "তাহা না হইলে এ আপনার মাধুরা … অপরের শাসিত, ইহা সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজ্য, এস্থান হইতে … আর এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেন?"

বল্লাজিভাও কহিল, "তবে কি করিব?"

ভাওরাজি কহিল, "এখানকার সামন্তরাজ ধূর্জ্জটিপান্থের নিকট হই… আপনি পরওয়ানা আনিতে পারেন, তবে আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে

বল্লাজি কহিল, "কি বিভ্রাট! আচ্ছা সামন্তরাজ কোথায় থাকেন?"

ভাওরাজি উত্তর করিল, "এই নগরের মধ্যভাগেই এই রাজপথের উপ… সামন্তরাজের প্রাসাদ।"

এই কথোপকথনের পরেই পান্থশালার দ্বারদেশে আগন্তুক রাওমল ভাওরাজির প্রস্থানের অশ্বপদধ্বনি রাজপথ কম্পিত করিয়া ক্ষণকালমধ্যে বায়ু-পথে বিলীন হইয়া গেল। তখন গবাক্ষ পার্শ্বস্থ গুপ্তশ্রোতা সুষমা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সুজনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মহাশয়! এবার বুঝি আর আমার নিষ্কৃতি নাই। যেকালে লম্পট ভাওরাজি ও নিষ্ঠুর রাওমল এত পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছে, তখন আর নিস্তারের উপায় কৈ?" বলিয়া সুন্দরী সুষমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে নীরব হইলে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রু বিন্দু তাহার কপোলদেশ সিক্ত করিল।

সুজনসিংহ কহিল, "আপনি চিন্তিত হইবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত … জীবিত আছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে লম্পট বল্লাজি, বা আ… পিতার কপট বন্ধু রাওমলের সাধ্য কি, যে আপনাকে লইয়া যায়?"